অঙ্কুর থেকে বনস্পতি

স্কাউট সংঘের ক্রমবিকাশের ইতিহাস

ব্রতীশিক্ষা মালা

HE PLANTS TREES TO BENEFIT ANOTHER GENERATION. . .

CICERO



The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.

Estd 1932

Regd. Office: PEERLESS BHAVAN • 3, Esplanade East • Calcutta-700 069

অঙ্কুর থেকে বনস্পতি

(স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস)

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু
শ্রীসুধীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী
শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ

ব্রতীশিক্ষামালা
(বাংলাভাষায় স্কাউটিং সাহিত্য প্রকাশনী সংস্থা)
১০/১এ, রানীশঙ্করী লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০২৬

ব্রতীশিক্ষামালা-২য় প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩

ANKUR THEKAY VANASPATI
(HISTORY OF THE SCOUT MOVEMENT)

প্রকাশক ঃ
শ্রী সুধীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী
ও
শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রকাশকাল
জুলাই, ১৯৮৯

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদ ঃ—শ্রীকুমার অজিত

মুদ্রক ঃ
হরিহর প্রেস
৯৩/২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৯

পরিচালক মণ্ডলীর নিবেদন

নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে ' অঙ্কুর থেকে বনস্পতি ' বের হল। এই দেরীর জন্য আমরা সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এই বইয়ের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির সঙ্গে অনেকের অবদান জড়িত। তবুও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁদের তাঁরা হলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও পশ্চিমবঙ্গ ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের রাজ্য কার্যালয়দ্বয়, স্কাউট-গাইড ব্যাজ প্রস্তুতকারক আর, কর্মকার অ্যাণ্ড কোং, পীয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স অ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিমিটেড, শ্রীকুমার অজিত, স্কাউটার সুহৃদত্রয়—সর্বশ্রী দীপেন নাথ (দক্ষিণ কলিকাতা), ভবানী প্রসাদ পাল (দঃ পূঃ রেলপথ), রোবিন চট্টোপাধ্যায় (পূঃ রেল-পথ) ও কিশোর প্রেস প্রতিষ্ঠানের শ্রীনন্দকিশোর দাস।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীসমীর কুমার বসুকে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

বেলুড় মঠের স্বামীশশঙ্কানন্দ মহারাজের ' স্কাউটারের কর্তব্য ' সম্বন্ধে বক্তব্য এই বইখানিকে অসামান্য মূল্য দিয়েছে। তাঁকে জানাই আমাদের সভক্তি প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা।

শ্রীঅবনী কুমার বসু
শ্রীসুধীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী
শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ
শ্রীতিমির বরন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কাউটারের কর্তব্য

যে কোন ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত মানুষের। প্রকৃত মানুষের পরিচয় হল সে চরিত্রবান ও আদর্শবান হবে। স্কাউট ও রোভারদের মূলনীতি হল "প্রস্তুত থাক" ও "সেবা"। কিজন্য প্রস্তুত এবং কিসের সেবা ? ঈশ্বরের সেবার জন্য, দেশ ও দশের সেবার জন্য, সমগ্র মানব জাতির সেবার জন্য, মঙ্গলের জন্য আমাদের মনকে, শরীরকে ও বুদ্ধিকে প্রস্তুত করা। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবটিকে "Be and Make" বলেছেন। একজন স্কাউটকে, রোভারকে, স্কাউটারকে তৈরী করতে হবে নিজেকে ভাল করার জন্য এবং অপরকে সাহায্য করার জন্য নিজে মানুষ হবার জন্য এবং অপরকে মানুষ হতে সাহায্য করার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে হবে "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" —এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার মূল কথা।

স্কাউট-প্রশিক্ষকদের উপর আছে অপরিসীম দায়িত্ব। তাঁদের নিজেকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণে গড়ে তুলতে হবে। তারপরের কর্তব্য স্বামীজীর ভাষায় তাদের দেওয়ার ভূমিকা গ্রহন করতে হবে—কি দেবে ? সাহায্য, সেবা যতটুকু দিতে পারো কিন্তু প্রতিদানে কিছু আশা করবে না—নিজস্ব সত্তা ভুলে গিয়ে কাজ করতে হবে। নিজের জীবনে এই সমস্ত আদর্শ রুপায়িত করে আগামী প্রজন্মের কাছে আদর্শের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে হবে। স্বামীজী বলেছেন যে কেবল একটা প্রদীপই আর একটি প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে। একটা জীবন আর একটা জীবনকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। স্কাউটার বা স্কাউট-প্রশিক্ষকই স্কাউট আন্দোলনের পবিত্র আদর্শের ভারপ্রাপ্ত বাহক, ভাষ্যকার ও প্রতিমূর্তি, এটা সম্ভব হবে তখনই যখন স্কাউটারের মানসিকতা ও মনোভাব হবে যে তিনি এই মানুষ গড়ার কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত

হয়েছেন—আত্মোৎসর্গ করেছেন—স্বেচ্ছাকৃতভাবে স্কাউটিংএর আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার এবং অন্তর্জগতের অনুভূতি মানুষের ভিতরেই বিদ্যমান, তার ভিতরেই সমস্ত সম্ভাবনা শক্তি নিহিত। তার প্রকাশই হল প্রকৃত শিক্ষা। স্বামীজীর ভাষায় "মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি কার্য্যে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ', স্কাউট আ.ন্দালনের মূল-প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েলের সেই রকম চিন্তাধারাই ছিল, তাই তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস করেছেন এবং তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা শক্তিকে বিকশিত করার উপযোগী নিয়মকানুন তৈরী করেছেন। বিভিন্ন রকম কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মনুষত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করেছেন। স্বামীজী বলেছেন—পবিত্রতা, একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং নির্ভয়তা প্রকৃত শিক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক—কেবল এই রকম শিক্ষাই পারে মানুষ তৈরী করতে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান এ যুগের মূলমন্ত্র। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলক.ম হয়, তাহাই শিক্ষা। স্কাউটিং এর বিভিন্ন কর্মসূচী প্রশিক্ষণে স্বামীজীর এই ভাবের প্রতিধ্বনিত করা হয়েছে।

—স্বামী শশঙ্কানন্দ

বেলুড় মঠ

পল্লীমঙ্গল বিভাগ

[স্বামী শশঙ্কানন্দ মহারাজ তাঁর প্রাক্ সন্যাস জীবনে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। আমাদের জাতীয় কার্য্যালয়ের মুখপত্র ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংস্থার মুখপত্রে ("যাত্রী") প্রকাশিত তাঁর স্কাউটিং সম্বন্ধীয়

রচনাবলী সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। স্কাউট-প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বামীজী মহারাজের প্রচেষ্টায় অরুণাচল ও পশ্চিমবঙ্গের মঠ ও মিশন পরিচালিত স্কুলগুলিতে স্কাউটদল গঠিত হয়েছে। তাঁর লেখা Scouting in the light of Swami Vivekananda— স্কাউট আন্দোলনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও নিষ্ঠা বহণ করছে। দক্ষিণ কলিকাতা জিলা অ্যাসোসিয়েসনের স্কাউটার সম্মেলনে তাঁর ভাষণের বঙ্গানুবাদ ভূমিকা হিসাবে প্রকাশে অনুমতি দানের জন্য আমরা তাঁর নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।]

—পরিচালক মণ্ডলী

৭।১১।৮৮

বাংলাভাষায় স্কাউট আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রকাশ করার জন্য ব্রতী শিক্ষামালার পরিচালকবৃন্দের উদ্যমকে আমি সাধুবাদ ও অভিনন্দন জানাই। এই সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ আমার পরম স্নেহভাজন। জাতীয় কার্য্যালয়ের অনুমোদনে ও ভারতীয় রেলপথের সহযোগিতায় তাকে স্কাউটিং সংগঠন ও স্কাউটার প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষনের জন্য ইংলণ্ডস্থিত বিশ্ব স্কাউটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গিলওয়েল পার্ক ও বিশ্ব স্কাউট কার্য্যালয়— জেনেভাতে প্রেরণ করা হয়েছিল। দক্ষ সংগঠক ও স্কাউটিং প্রশিক্ষক হিসাবে স্কাউট আন্দোলনে সে তার পরিচয় রেখেছে। তার দীর্ঘ স্কাউট-জীবনে বাংলাভাষায়—স্কাউটিং সাহিত্য প্রকাশে তার দান অপরিসীম। বর্তমান সংস্করণের 'অঙ্কুর থেকে বনস্পতি' অনেক তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য। পূর্ব প্রকাশিত থেকে—অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্যের সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। আমার মনে হয় এই বইটি স্কাউটারদের কাছে অবশ্য সংগ্রহণযোগ্য।

লক্ষ্মী মজুমদার
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস

[পদ্মশ্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার সমগ্র জীবনে স্কাউট-গাইড আদর্শে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও মননশীলতার জন্য বিশ্বস্কাউটিং ও বিশ্ব গার্ল গাইডস ও গার্লস স্কাউটস সংস্থায় একজন বহুমান্য ও সুখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ভারতে স্কাউট-গাইড আন্দোলনের বিস্তার ও দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন-কল্পে বিরামহীন নিরলস ব্যক্তিত্ব সর্বজনপ্রিয় লক্ষ্মীদিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর উৎসাহ বাণীতে আমরা ধন্য ও কৃতজ্ঞ। আমরা শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্যময় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।]

—পরিচালক মণ্ডলী

ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস

পশ্চিমবঙ্গ

৫নং গভর্নমেণ্ট প্লেস. নর্থ

কলিকাতা-৭০০০০১

২৭শে অক্টোবর ১৯৮৮

বাংলাভাষায় স্কাউটিং সাহিত্য প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্কাউট নেতা প্রয়াত নৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত "ব্রতী শিক্ষামালা" স্কাউট আন্দোলন সম্বন্ধীয় বই "অঙ্কুর থেকে বনস্পতি"-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছেন জেনে খুব আনন্দ পেলাম। এই প্রকাশনায় যারা উদ্যোগী তারা আমার খুবই নিকটের এবং তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় সুদীর্ঘকালের। তাদের এই শুভ প্রচেষ্টাকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

বর্তমান প্রজন্মের স্কাউটাররা এই তথ্য সম্বলিত বই এর মধ্যে অতীতের অনেক নিষ্ঠাবান স্কাউটারের কাযকলাপের সঙ্গে পরিচিত হবে আর জানতে পারবে কিভাবে এই স্কাউট আন্দোলন যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে ; আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে সমস্ত স্কাউটাররা এই বই থেকে উপকৃত হবেন। আমি এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

সলিল কুমার দত্ত
স্টেট চীফ কমিশনার

[কলকাতার চিকিৎসক-জগতে সুপরিচিত ডাক্তার সলিল কুমার দত্ত পশ্চিমবাংলার স্কাউট আন্দোলন ও অন্যান্য সামাজিক ও যুব-কল্যান প্রকল্পের নিকট সুবিশেষ পরিচিত। স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন ১৯৬২ সাল থেকে। সে যুগে বয়স্কাউট হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব ও পরে স্কাউট-প্রশিক্ষক ও কমিশনার হিসবে পশ্চিমবঙ্গে—ভারতে ও বিদেশে স্কাউট-প্রশিক্ষণে কর্মনৈপুন্যের ফলস্বরূপ সলিলদা আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থার কর্নধার। স্কাউট আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি কতৃক ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের সর্বোচ্চ সম্মান সিলভার এলিফ্যাণ্টে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা—সুষ্ঠু পরিচালনা—নেতৃত্ব এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংস্থা তার পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যমান গৌরব বজায় রাখুক এই কামনা জানাই।

—পরিচালক মণ্ডলী]

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৬৩ সালে ব্রতীশিক্ষামালা কর্তৃক প্রকাশিত "অঙ্কুর থেকে বনস্পতি" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সন্নিবদ্ধ করে সবার সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টায়—প্রথম দিন থেকে যুক্ত বাংলায়, ভারতবর্ষেও আন্তর্জাতিক বা বিশ্বস্কাউটিং প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ধারাবিবরণী লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস ছাড়াও এই ইতিকথা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রজন্মের স্কাউটারদের কাছে আমাদের পূর্বসূরীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। যে সমস্ত অগ্রণীরা নিঃস্বার্থভাবে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কাজ করে স্কাউটিং-এর পথ সুগম করে দিয়ে গেছেন তাঁদের কর্মবহুল জীবন আমাদের অনুপ্রানিত করবে এ আশাও আমরা রাখি।

বাংলাভাষায় স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস পুস্তকের অভাব আমরা অনুভব করেছিলাম একান্তভাবে। সেই অভাব পূরণের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল ১৯৬৩ সালে সর্বজন শ্রদ্ধেয় যুক্তবাংলা ও ভারতের পরম শ্রদ্ধাভাজন স্কাউট নেতা—বাংলাভাষায় স্কাউটিং সাহিত্যের পথিকৃৎ প্রয়াত নৃপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপ্রেরণায়। সেই সময়ে ৭৭ বছর বয়সে আমাদের দেশের স্কাউট আন্দোলনের অসামান্য সংগঠক, মহানায়ক ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদের অনুরোধে লিখেছিলেন প্রায় ভুলে যাওয়া বাংলার স্কাউটিং ইতিহাসের প্রাক্‌পরিচয়। সেই যুগ সন্ধিক্ষনে একান্তভাবে তিনি জড়িত ছিলেন এই সংঘের সঙ্গে। আশা-নিরাশা, অনুকূল-প্রতিকূল, আনন্দ-বেদনা সব কিছু তিনি অনুভব করেছিলেন। আনন্দের কথা তিনি আমাদের নিরাশ করেননি। উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁর ভাণ্ডার। এই পুস্তিকা নৃপেন্দ্র শতবর্ষে (১৮৮৬-১৯৮৬) তাঁকে সপ্রশংস শ্রদ্ধা-স্মরণ—যিনি ছিলেন স্কাউট আন্দোলনে

নিবেদিত প্রাণ ও সত্যকারের স্কাউট আদর্শের প্রতিমূর্তি। ষোড়শ থেকে পঞ্চাশের দশকের নৃপেন্দ্রনাথ—যিনি তাঁর জীবদ্দশায় হয়েছিলেন কিম্বদন্তী পুরুষ—যাঁকে বলা হত ভারতবর্ষের বেডেন পাওয়েল, যাঁর দূরদৃষ্টি, কর্তব্যনিষ্ঠা, সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি ও নিয়মানুবর্তিতা স্কাউটারদের কাছে ছিল জীবন্ত প্রেরনা। আজকের প্রজন্মের স্কাউটারদের কাছে তিনি ইতিহাসের পাতার বিষয়বস্তু। "অঙ্কুর থেকে বনস্পতি"র দ্বিতীয় সংস্করণ নৃপেন্দ্র জন্ম শতবর্ষে প্রকাশ করে তাঁকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা-প্রণাম ও স্কাউট অভিবাদন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ে এই প্রকাশনীতেই সারা বিশ্বে ও ভারতবর্ষে এই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব আন্দোলনের প্রসারের সঠিক বিবরণী তুলে ধরার সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমানে স্কাউট আন্দোলনে যে যুগোপযোগী পরিবর্তিত রূপ দেবার চেষ্টা হচ্ছে তারও সঠিক বিবরণী এখানে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সে প্রচেষ্টায় কতটুকু সার্থক হয়েছি সে বিচারের ভার রইলো বর্তমান প্রজন্মের স্কাউটার-ভাইদের হাতে।

আমাদের শক্তি ও সামর্থ দুই অল্প, সর্বতোভাবে সকলের সাহায্যের উপর নির্ভর করেই এই দুঃসহ, বন্ধুর পথে অগ্রসর হবার ব্রতে ব্রতী হয়েছি, আমাদের নিরাশ হতে হবে না এই বিশ্বাসটুকু আমাদের আছে। বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্য অনেক স্কাউটিং প্রেমিক বন্ধু ও অগ্রজপ্রতীম স্কাউট নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে উৎসাহ, অনুপ্রেরনা ও সহায়তা পেয়েছি। প্রার্থনা করি ঈশ্বরের অপার করুণা ও আশীর্বাদ যেন তাঁদের উপর প্রভূতভাবে বর্ষিত হয়।

জয় হিন্দ

শ্রীসুধীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ

যুক্ত বাংলায় বয় স্কাউটস আন্দোলনের পূর্ব ইতিহাস (১৯১০-১৯২২)—

শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ বসু

প্রথম দিকে যুক্ত বাংলায় বয় স্কাউটস আন্দোলনের আবির্ভাবের ইতিহাস কিছুটা রহস্যপুর্ণ, সে সময়কার ঘটনাবলী মধ্যে মধ্যে পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলি যাচাই করে সম্পূর্ণভাবে সঠিক বিবরণ আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। মনে হয় আপনারা এতে আকৃষ্ট হবেন আর তা থেকে কিছুটা সকলের প্রাণে প্রেরণাও এনে দেবে। তখনকার ঘটনাগুলি বর্ণনা করবার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিকভাবে কতকগুলি পরবর্তীকালের ঘটনাও টেনে আনতে হবে কারণ তা নাহলে কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ লেখার আমার প্রধান উদ্দেশ্য, আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেগুলি আপনাদের জানিয়ে দেওয়া, আশা হয়ত সেটা আপনাদের কাজে লাগতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল দেশপ্রেমী সহৃদয় ভারতবাসীরা স্বেচ্ছায় এই আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন আর সেই সঙ্গে যে কয়টি দূরদর্শী মহাপ্রাণ ভারতবন্ধু ইংরাজরা ভারতবাসীদের জন্য স্কাউটিং এর দ্বার উন্মুক্ত করবার বিষয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—যাঁদের সকল প্রকার অবদান প্রচুর—বিদায় নেবার আগে আমি তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে যেতে চাই।

স্কাউট-গাইড আন্দোলনের স্রষ্টিকর্তা লর্ড বেডেন পাওয়েল। তাঁর নাম এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে এমন দেশ নাই যেখানে তাঁর নাম অজানা আছে। বেডেন পাওয়েলের পুরো নাম ছিল—রবার্ট ষ্টিফেন্‌সন স্মিথ বেডেন পাওয়েল্ (Robert Stephenson Smith Baden Powell)। তিনি ইংরাজ সমরবিভাগে "মেজর জেনারেল" পদে একজন সুদক্ষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ

অফিসার ছিলেন। সমরবিভাগের কার্য্যে ব্রতী থাকাকালীন তিনি অনেকদিন যাবৎ এক নূতন শিক্ষাপ্রণালীর পরিকল্পনা করেন। তাঁর পরিকল্পিত সেই শিক্ষাপ্রণালী ছোটদের উপযোগী করে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৯০৭ সালের ২৯শে জুলাই থেকে ৯ই অগষ্ট পর্যন্ত ব্রাউন্ সি দ্বীপে (Brown Sea Island) কুড়িটি ছেলে নিয়ে তিনি একটি পরীক্ষামূলক শিক্ষাশিবির (Experimental Camp) পরিচালনা করেন। পর বৎসর তিনি তাঁর রচিত "স্কাউটিং ফর বয়েজ" (Scouting for Boys) পুস্তকাকারে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন (প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৫ই জানুয়ারী ১৯০৮ সালে)। অল্প সময়ের মধ্যেই ইংলণ্ডে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাঁর এই শিক্ষা প্রণালী সাদরে গৃহীত হয় এবং অন্যান্য দেশের ও মনোবিজ্ঞানবিৎ মনিষীরা এই শিক্ষাপদ্ধতির উপকারিতা স্বীকার করেন। ফলে সেই সব দেশেও স্কাউটিং সুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে এটি একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্টিত হয়।

স্কাউট আন্দোলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েলের সম্মানবৃদ্ধির বিষয় এইখানে অল্পকথায় উল্লেখ করতে চাই। ছাত্রাবস্থা থেকেই বেডেন-পাওয়েলকে "বি. পি" বলে সকলে সম্ভাষন করতেন। পরে এই সংক্ষিপ্ত নামেই তিনি সমগ্র জগতে সাদরে পরিচিত হন। তাঁর কর্মকুশলতা ও খ্যাতির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০৯ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর ১৯২০ সালে এক স্কাউটদের মিলন মেলায় (Jamboree) সমবেত সকলে তাঁকে "বিশ্বের প্রধান স্কাউট" (Chief Scout of the World) এই আখ্যা প্রদান করেন। ঐ বৎসরেই ২রা অগষ্ট তারিকে বৃটিশ সম্রাট তাঁকে "লর্ড" গোষ্ঠীভূক্ত করেন (raised to Peerage)। তাঁদের দেশের চিরন্তন প্রথা অনুসারে বি.পি "লর্ড বেডেন পাওয়েল অফ গিলওয়েল" নাম গ্রহণ করেন এবং এই নামেই তিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হন।

পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দর ছেলেদের চরিত্রগঠন ও

সকলরকমে মানুষ করে গড়ে তোলবার পদ্ধতি আর বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রণোদিত স্কাউট আন্দোলন ভারতবর্ষেও এসে পৌছায়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় প্রায় তিন বৎসর যাবৎ ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত, ইংরাজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল আর ভারতের সামরিক বিভাগের ইংরাজ অফিসাররা তাদের পরিচালনা করতেন। বাংলায় কলিকাতা সহরে কয়েকটি স্কাউট ট্রুপ গঠিত হয় এবং "কলিকাতা বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন" নামে একটি সংঘ এদের পরিচালনা করতেন আর তাঁরা লণ্ডনস্থ বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন এর ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টারস এর (Boy Scouts Association—Imperial Headquarters) অধীনে ছিলেন। ভারতবাসীরা যখন এই আন্দোলনে যোগদান করবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন তখন ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্স নির্দ্দেশ দিলেন যে এই আন্দোলন ভারতীয়দের জন্য নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের মনোভাব সে সময় পুর্ণভাবে বলশালী ছিল। বি. পি প্রথমে নিজেদের ইংরাজ জাতির একতা ও উন্নতির বিষয় ভেবেছিলেন, পৃথিবীর সকল জাতিকে নিয়ে এক বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা চিন্তা করেননি। সেটা এ আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশ। এই কারণে বাংলায় যখন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাঙ্গালী ছেলেদের নিয়ে ট্রুপ গঠিত হতে থাকে ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্স তাদের বি. পি. সংঘের গোষ্ঠীভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। যতদূর আমরা জানতে পেরেছি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সহরে, খ্রীষ্টীয়ান মিশনারী স্কুলে (Christian Missionary School—C. M. S.) ভারতীয় ছেলেদের জন্য সর্বপ্রথম একটি ট্রুপ গঠিত হয়। শ্রী মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী এ বিষয়ে অগ্রনী ছিলেন, তিনি কলকাতার মর্ডান হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তারপর অন্যান্য জায়গায় দু'চারিটি-ট্রুপ গঠিত হয়। কিন্তু তারা নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে ছড়িয়ে ছিল, সবগুলিই ঐ খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকরা গঠন করেন, এইটি এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও লক্ষ্য করবার বিষয় যে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকরা এ কাজে অগ্রনী ছিলেন। বহুদিন ব্যাপী বাংলায় সংগঠন কার্য্যে

নিযুক্ত থাকায় আমার নিজের এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে এঁরা সত্য সত্যই নিঃস্বার্থভাবে আন্তরিকতার সহিত ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও শিক্ষা দিতেন। গ্রামাঞ্চলে খালি পায়ে, খালি মাথায়, বাঁশ কেটে নিজেদের তৈয়ারী লাঠি হাতে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন আর একত্রে বসে তাদেরই পাককরা ভোজ্য খেতেন। এই হল ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে মিশনারী স্পিরিট (Missionary Spirit)। স্কাউটমাষ্টার হতে হলে অন্তরে এই প্রেরণা ও এইরকম মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

এইভাবে আরো চার বৎসর, ১৯১৪ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত চলে যায়, ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অনেক চিন্তাশীল দেশপ্রেমী কর্মীদের এই আন্দোলনটি নজরে পড়ে। তাঁরা এতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতবাসীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বয় স্কাউট সংঘ গড়বার প্রয়াসী হন। তাঁদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লেফটেনেণ্ট কর্নেল সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী, সি. আই. ই., এম. বি., আই. এম. এস। এই কর্মবীরের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রথম বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠিত হয় এবং এই রেজিমেণ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহন করে। কর্নেল সর্বাধিকারীর সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী—যেমন মাননীয় শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (যিনি পরে লর্ড সিংহ ও বিহারের গভর্ণর হন), শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী (কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার), ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘটক, এম. বি. ই (হাইকোর্টের মাষ্টার ও অফিসিয়াল রেফারী), শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র (হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও ছোট আদালতের জজ)। এঁরা ১৯১৪ সালের শেষভাগে প্রথমে "বেঙ্গলী বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন" ও পরে "বেঙ্গলী বয় স্কউটস লীগ" নামকরণ করে একটি স্বতন্ত্র সংঘ গঠন করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র এই সংঘের কর্মসচীব হন। লর্ড কারমাইকেল—তৎকালীন বাংলার গভর্ণর এই সংঘের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। মেজর আলফ্রেড ডোনাল্ড পিক্‌ফোর্ড তখন কলিকাতার বি. পি বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন। বেডেন-পাওয়েল

যেমন বি· পি নামে বিশ্ব পরিচিত, সেইরকম মেজর পিক্‌ফোর্ড স্কাউটজগতে সকলের কাছে "পিকি" (**Pickie**) বলে আদৃত হতেন। পিকির সঙ্গে ছিলেন আর একটি সহৃদয় ব্যবসায়ী যিনি স্কাউটিংএ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, ইনি হলেন মেজর নর্মান রস। তিনি ম্যাক্‌লিয়ড কোম্পানীতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দুজনকার সহানুভূতি ও উৎসাহে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ২৭শে এপ্রিল ১৯১৬ সালে ২৪টি ছেলে সংগ্রহ করে বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে এই স্কাউট আন্দোলন চালু করেন। মেজর রস সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার হন এবং তিনি নিজেই ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সমরবিভাগ থেকে তাঁর উপর এ কার্য্য থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ হল। পিকি তখন বিলাতে। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের ও মিত্র মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ এই ট্রুপের ছেলেদের শিক্ষার ভার গ্রহন করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন তখন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও সহকারী রেজিষ্ট্রার ছিলেন। বাংলাদেশে কলিকাতা সহরে ভারতীয় ছেলেদের নিয়ে গঠিত স্কাউটদলের তিনিই সর্বপ্রথম স্কাউটমাষ্টার হন। একাজে তিনিই অগ্রনী ও পথপ্রদর্শক। প্রথমদিকে তাঁর কার্য্যে সহায়ক ছিলেন কলিকাতা বি· পি· অ্যাসোসিয়েসনের একজন "কিংগস্ স্কাউট" শ্রীমান অমরনাথ সেন। এঁরা তাঁদের ট্রুপ নিয়ে "গলস্টন পার্ক" ও ময়দানে প্যারেড করতেন। গলস্টন পার্কে বিস্তৃত মাঠ ছাড়া একটি পুকুরও ছিল। সেই পুকুরে ছেলেদের সাঁতার, "রেস্কিউ ওয়ার্ক" অর্থাৎ ডুবন্তদের বাঁচাবার পদ্ধতি শেখানো হত। এই গলস্টন পার্ক হায়দ্রাবাদের নিজাম ক্রয় করেন সেইজন্য এর নাম হয় "নিজামস প্যালেস"। এখন ভারত সরকার এর মালিক এবং তার বিভাগের অফিস এখানে স্থাপিত হয়েছে।

এই প্রথম ট্রুপটিতে কলিকাতার সকল অঞ্চলের ছেলেরা যোগদান করে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন পরে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার ইন ইনসলভেন্সি (**Registrar in Insolvency**) হন। তিনি ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তৃতীয় কলিকাতা (বর্তমানে

দক্ষিণ কলিকাতা) সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ভগবানের কৃপায় তিনি এখনও আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন।* আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করি। বলা বাহুল্য যে বাংলার স্কাউটিং জগতে তাঁর অবদান অতীব প্রশংসনীয় ও স্মরণযোগ্য। এখানে আমাকে লেখা তাঁর দুটি চিঠি দিলাম—

(Letters from J. M. Ghosh to N. N. Bhose)

46-4429 5, Lake Avenue, Calcutta-26
28th Jan. 1964.

Dear N. N,

I am delighted to receive your letter of the 24th. I have gone through your history. The story of the beginning of the movement in Bengal is mostly correct. I would not like to alter anything. In the very beginning we met with opposition and obstruction from the Govt. and Police. We managed to survive them. There were incidents which are best forgotton now.

Most of the photographs of those days are lost. Some of the pictures in your book bring back old memories.

How are you keeping? You signature has not changed a lot and certifies good health.

As for me I am still kicking after 80 years in this wicked world.

By the way, I would like to know about Jak. Do you know anything? I have tried to find out his address in vain.

Thanking you for a copy of your Book.

Yours sincerely,

Sd/- *J. M. Ghosh.*

---

* জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রয়াত হয়েছেন ২২শে মার্চ ১৯৭২ সালে

46-4429 5, Lake Avenue, Calcutta-26
2nd April, 1965.

My dear N. N.,

Many thanks for your letter of the 18th March last and your booklet on The Scout Law and Promise, which I have read with much pleasure.

The statement of the late Mr. Satish Mitter is quite accurate. He was the prime mover in pursuading me to join as the S. M. of the 1st Troop of Bengali Boy Scouts. Mr. Mitter and some leaders of the Bar and Dr. S. K. Mullick induced me to join and backed me in every way. Boys from their families formed the bulk of my troop.

As regards the Medal of Merit, the presentation did not take place at the joint meeting of the two local Associations. The award of the Medal to a Scouter of the 1st Association and to Mr. D. N. Basu & myself were announced at the joint meeting. The actual presentation took place at an open air Rally by Mr. Justice Pearson. B. P. may have been present at the Rally but I am not definite about it.

I do not remember whether the Rally took place on the Maidan or at Dullanda House. Old records of the 1st Association may help.

With best wishes,

Yours sincerely,
Sd/- *J. M. Ghosh*

বাংলার শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করে ইংলণ্ড-প্রবর্তিত আইনজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ ব্যবসায়ী বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁরা রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন,

তাঁদের প্রাণে এই আন্দোলন একটা প্রবলচেতনা এনে দেয়। অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেদের পক্ষে ও দেশের দিক থেকে এই আন্দোলনের উপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং এর প্রসারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টাবান হন। ফলে ১৯১৬ সালে নভেম্বর মাসে কলিকাতায় আর একটি ট্রুপ গঠিত হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্রীড়ামোদী ও কলকাতা হাইকোর্টের আর একজন ব্যারিষ্টার শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই দ্বিতীয় ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন সুদক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়স থেকে তিনি ফুটবল খেলা শুরু করেন এবং পরে মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবলদলে সেণ্টার ফরওয়ার্ডে খেলতেন। তখনকার দিনে তিনি কলিকাতায় শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে গণ্য ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসুর (যিনি বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের নেতা ছিলেন) দেহত্যাগের পর দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্থানে মোহনবাগান ক্লাবের সাধারণ কর্মসচীব হন এবং ১৯২৫ সাল থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (১৯৩২ সালের জুন মাস পর্যন্ত) সুচারুরূপে এ কার্যভার বহন করেন ও ক্লাবের সুনাম বর্দ্ধিত করেন। ভারতে ১৯২১ সালে যখন "অল ইণ্ডিয়া বয় স্কাউটস্ এ্যাসোসিয়েসন" (All India Boy Scouts Association) গঠিত হয় ঐ বৎসর ১৫ই মার্চ দ্বিজেন্দ্রনাথ তার প্রথম সাধারণ কর্মসচীব পদে অধিষ্ঠিত হন। এটি বাংলার গৌরবের বিষয়। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হিসাবে কাজের চাপে তাঁর পক্ষে এই দায়িত্ব বেশীদিন বহন করা সম্ভবপর হয়নি সেজন্য ১৯২২ সালে ২০শে নভেম্বর তিনি এ কার্য থেকে অব্যাহতি নেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ছিল, তিনি একজন দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। যখন ভারতবাসীদের জন্য প্রথম "বেঙ্গল লাইট হর্স" (Bengal Light Horse) গঠিত হয় তিনি তাঁর একজন সভ্য ও নেতা হয়েছিলেন। তিনি শিকার ভালবাসতেন। দুঃসাহসিক কাজ তাঁর ভাল লাগত। তাঁর সেই দুঃসাহসিক মন তাঁকে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর দুর্গম পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই ভ্রমণের কাহিনী পরে তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত অনেক ছড়া ও গান সেই সময়ের "যাত্রীতে"

প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে "মানুষ হয়ে ভেড়ার দলে যাসনে মিশতে" গানটি স্কাউটদের মুখেমুখে ফিরত। স্কাউটিং ছাড়া খেলাধূলার জগতে তাঁর নানান চেষ্টা ছিল। কলিকাতায় বাগবাজার জিমনাসিয়ামের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রাণ চেয়েছিল বাঙ্গালী ছেলেদের সকল সময়ে মানুষ করে তুলতে আর সে জন্য শেষ জীবন (২৪শে জুন ১৯৩২ সাল) পর্যন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

১৯২৯ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গিলওয়েল পার্কের শিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। শেখবার আকাঙ্ক্ষা, নিজেকে যথাযথভাবে তৈয়ারী করে কার্যের উপযোগী করবার চেষ্টা, তাঁর মধ্যে সকল সময় জাগ্রত ছিল। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় কলিকাতা সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম একজন বাঙ্গালী ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার হন। স্কাউট আন্দোলনের প্রতি তাঁর অনুরাগ, নিঃস্বার্থ অক্লান্ত সেবা ও তাঁর কার্যদক্ষতা আদর্শোচিত ছিল। তাঁর গুণাবলী সর্বজন পরিচিত। ১৯২১ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চীফ স্কাউট ও লেডী বেডেনপাওয়েল তাঁদের ভারত পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে কলিকাতায় এলে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য প্রথম কলিকাতা অ্যাসোসিয়-সনের কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ হেডকোয়ার্টার্সে কলিকাতার দুটি সংঘের কার্যকরী সমিতির সভ্যগণের একটি মিলিত বৈঠক হয়। সেই সভায় বি. পি তাঁর ভাষণের পর জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ উভয়ের কার্যের প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতীক স্বরূপ স্বহস্তে তাঁদের "মেডাল অফ্ মেরিট" (Medal of Merit) উপহার দেন।

এর পর হাওড়া সহরে একটি ট্রুপ গঠিত হয়। শ্রী নীরোদচন্দ্র ঘোষ এই ট্রুপের স্কাউট মাষ্টার হন। হাওড়া জিলার জন্য তখন স্বতন্ত্র স্থানীয় সংঘ ছিল না, সেজন্য এই ট্রুপটিকে কলিকাতার বাঙালীদের সংঘের তৃতীয় ট্রুপ বলে গণনা করা হয়। শীঘ্রই উত্তর কলিকাতায় সেন্টপলস্ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী কারুভেলা জ্যাকেরেয়া (এম. এ., অক্সন) ঐ কলেজের সংলগ্ন স্কুলের

ছাত্রদের নিয়ে চতুর্থ ট্রুপ গঠন করেন। অধ্যক্ষ জ্যাকেরায়া দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধিবাসী ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। বাংলার শিক্ষাবিভাগে তাঁর ক্রমপদোন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ও পরে বাংলার শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সান (Director of Public Instruction) হয়েছিলেন। শিক্ষাবিভাগে তাঁর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ছাত্রদের তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে তিনি অবাধে মেলামেশা করতে পারতেন। ১৯২২ সালে মেজর পিক্‌ফোর্ড ও মিঃ উইলসন যে উডব্যাজ কোর্স পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ জ্যাকেয়ারা সেই শিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। কিন্তু কলেজের দৈনন্দিন কাজের চাপে তাঁর পক্ষে শিবিরে সকল সেসনে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হয়নি। তাই সেই অভাব পূরণ করবার জন্য তিনি ১৯২৩ সালের দ্বিতীয় উডব্যাজ কোর্সে আবার যোগদান করেন এবং উডব্যাজ অর্জন করেন। পরে ওঁতে আমাতে মিলে অনেকগুলি নূতন শিক্ষা-নবীশদের জন্য শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করি। এই কোর্সের নামকরণ হয় বিগিনার্স ট্রেনিং কোর্স (Beginners' Training Course)। সকল সময়ে আগ্রহের সহিত তিনি আমায় সহায়তা করেছিলেন। তাঁর সেই উৎসাহ ও সহায়তার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ আছি। ছেলেদের সুবিধার জন্য অল্পকথায় স্কাউটিং সম্বন্ধে তিনি একটি স্বল্পমূল্যের বই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ছাপান। বইখানি সাদরে গৃহীত হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাঙ্গালী। সন্তানদের শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে প্রবাসকালে তিনি দেহত্যাগ করেন। সম-সাময়িক স্কাউটাররা ও তাঁর নিজের হাতে গড়া স্কাউটরা তাঁর পুণ্য স্মৃতি অতি শ্রদ্ধার সহিত আজও স্মরণ করেন। অধ্যক্ষ জাকেরায়ার কার্যদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩১ সালে ১লা জুলাই তাঁকে মেডেল অফ মেরিট প্রতীকটি উপহার দেওয়া হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে স্কাউট জগতে সর্বজনপ্রিয় পিকি কলিকাতার বি-পি

সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেজর নর্মান রস এবং মিঃ জে. এস. উইলসন। মিঃ উইলসন তখন ঐ সংঘের একজন সহকারী স্কাউটমাষ্টার। এঁরা আমাদের বাঙ্গালী স্কাউটদলগুলির কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করতেন এবং আমাদের উচ্চশিক্ষিত অভিজাত স্কাউটমাষ্টারদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আন্তরিকতাপূর্ণ সুষ্ঠু কার্য্যপরিচালনা দর্শনে মুগ্ধ হন। এঁরা দূরদর্শী ছিলেন, তাই এই স্কাউট আন্দোলন যাতে সুশৃঙ্খলে একটা বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের আনুগত্যে সংযতভাবে গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করবার সংকল্প করেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা তদানিন্তন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর লান্সিলট সাণ্ডার্শন, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, বাংলার অ্যাডভোকেড্ জেনারেল শ্রী সতীশরঞ্জন দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা), হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার মিঃ জে. এইচ. হেকেল প্রমুখ কয়েকজন ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করেন। লর্ড রোণাল্ডসে তখন বাংলার গভর্ণর ও চীফ স্কাউট। তাঁর কাছে এঁরা তাঁদের প্রস্তাব পেশ করেন আর তিনি সোৎসাহে সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। ফলে ১৯১৮ সালের প্রারম্ভে "বেঙ্গলী বয়স্কাউটস্ লীগের" পরিবর্তে "বয় স্কাউটস্ অফ বেঙ্গল" নামে একটি নূতন সংঘ গঠিত হয়। লর্ড রোণাল্ডসে স্বয়ং এর পৃষ্ঠপোষক হন। সংঘটি এইভাবে গঠিত হয়—

পৃষ্ঠপোষক—হিজ এক্সেলেন্সি দি আর্ল অফ রোণাল্ডসে জি. সি. আই. ই,
গভর্ণর অফ বেঙ্গল

সভাপতি—মাননীয় বিজয়চাঁদ মহাতাব, কে. সি. এস. আই., কে. সি. আই. আই., আই. এম. ও., মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমান।

সহকারী সভাপতি—মেজর এ. ডি. পিক্‌ফোর্ড (পি. কি.)

কার্যকরী সভার সভ্যগণ:

স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, কে. সি. আই-ই
স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, কে. সি. আই.ই

মাননীয় নবাব স্যর সহিয়ৎ শ্যামস-উল-হুদা, খান বাহাদুর কে. সি. এস. আই

মাননীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী, এম. এ. এল. এল. এম., হাইকোর্টের বিচারপতি

মাননীয় ডব্লু. ডব্লু. হর্ণেল, সি-আই-ই, ডি-পি-আই

ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক, সি-বি-ই

মেজর ডব্লু. ই. ক্রাস, ও-বি-ই

শ্রীসতীশরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার-এট-ল, অ্যাডভোকেট জেনারেল, বেঙ্গল

মিঃ জে. এইচ. হেকেল, রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট

কর্ণেল এ. জে. পিউ, ও-বি-ই, ডি-ডি, এ-ডি-সি

সন্তোষের রাজা মন্মথ নাথ রায়চৌধুরী

মিঃ জে. এস. উইলসন

পাইকপাড়ার কুমার মণীন্দ্র চন্দ্র সিংহ, এম-বি-ই

মিঃ জে. এ. কার্থাম, ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার

রেজিষ্ট্রার ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র

সাধারণ কর্মসচীব—শ্রী আর. সি. বনার্জী, ব্যারিষ্টার-এট-ল

তখনকার দিনে দেশে রাজনৈতিক অবস্থার পরিস্থিতিতে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন পাওয়ায় এই সংঘের কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হয়েছিল।

কিছুকাল যাবৎ এই সংঘ স্বতন্ত্রভাবে রচিত আইন-কানুন অনুযায়ী কাজ করেন। অবশ্য যতদূর সম্ভব বি. পি. সঙ্ঘের রীতি অনুসারে নিয়মগুলি গঠন করা হয়। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ওঁদের গোষ্ঠীভুক্ত না হওয়ায় ব্যবহারোপযোগী সকল রকম ব্যাজগুলি নিজেদের ভিন্ন রকম নক্সায় তৈয়ারী করতে হয়েছিল। এ সবের জন্য কাজের কিছুটা বাহিক অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার মানে ও সভ্য সংখ্যায় সংঘের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সুখের বিষয় যে কলিকাতায় বি. পি সংঘের কর্তৃপক্ষরা তাঁদের সহায়তা অব্যাহত রাখেন। মেজর রসের পর মিঃ

জে. এ. কার্থাম এই সংঘের দ্বিতীয় ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার হন। তিনি প্রধাণ বিচারপতির ব্যক্তিগত সচীব ছিলেন।

১৯১৯ সালে মেজর পিক্‌ফোর্ড ভারতের বি. পি সংঘের চীফ কমিশনার পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁর স্থানে মিঃ উইলসন কলিকাতার বি. পি. সংঘের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার মনোনীত হন। মেজর পিক্‌ফোর্ড ও মিঃ উইলসনের "বয় স্কাউটস অফ বেঙ্গল" সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচয় ছিল তাই এঁদের আন্তরিক চেষ্টায় উক্ত পর্য্যায় মতামত বিনিময়ের পর লণ্ডনস্থ বি. পি সংঘ ১৯২০ সালে এই সংঘকে তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত সংঘ বলে স্বীকার করেন। এর ফলে কলিকাতার দুটি সংঘেরই নূতন নামকরণ হয়। ইংরাজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের জন্য যে "কলিকাতা বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন" ছিল তার নাম হয় "প্রথম কলিকাতা বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন" আর "বয় স্কাউটস অফ বেঙ্গলের" নাম হয় "দ্বিতীয় কলিকাতা বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন"। এই থেকে বাংলাদেশে স্কাউটিং আন্দোলনের মধ্যে জাতি-বৈষম্য দূরীভূত হয়। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়। চতুর্থ নিয়মটি পালনের সুযোগ বাস্তবে পরিণত হয় আর জগদ্বাপী এক বিশাল ভ্রাতৃত্ব গঠনের পথ সুগম করে দেয়। সকলেই স্বস্তি বোধ করেন। এই শুভমিলনের অভিনন্দনের জন্য লর্ড রোণাল্ডসে ১৯২০ সালে ১৩ই মার্চ তারিখে গভর্ণমেণ্ট হাউজে দ্বিতীয় কলিকাতা সংঘের সকল সভ্যকে এক মনোহর চা পানে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজে অভ্যাগতদের বিশেষতঃ স্কাউটদের সঙ্গে সুন্দর সহজভাবে আলাপ করেন এবং ছেলেদের অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আইসক্রীম খাওয়ান। বাংলার স্কাউট ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন।

কলিকাতা সহরের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নানান স্থানে স্কাউটদল গঠিত হতে থাকে। এই সব দলগুলির যথাযথ তত্বাবধানের জন্য তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার মিঃ জে. এইচ. হেকেলকে (আগেই এঁর নাম করা হয়েছে) বাংলায় প্রাদেশিক কমিশনার করা হয়।

ইতিমধ্যে বি. পি. সংঘের ও ভারত সরকারের আপত্তি সত্বেও ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে নানান নামে সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতবাসীদের মধ্যে এই আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে আর ভারতে স্কাউট সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলি বি. পি. সংঘের গোষ্ঠীভুক্ত না থাকায় এদের সমষ্টিগত ভাবে কোনও কেন্দ্রীয় সংঘের অধীনে একসূত্রে বাঁধা সবনিয়ম কানুনের মাধ্যমে পরিচালনা করবার ব্যবস্থা সম্ভবপর ছিল না। রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতে এই যুব সংগঠন দেখে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হন এবং এই আন্দোলনকে নিজ আয়ত্তের অধীনে আনবার নানাবিধ চেষ্টা করেন। উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাজে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের নামে "পেণ্টল্যাণ্ড স্কাউটস" নামকরণ করে একটি সংঘ গঠিত হয়। কিন্তু সরকারের এরূপ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বাংলায় তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার সাফল্য মেজর পিক্‌ফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করে এবং তাঁরা ব্যাপকভাবে অধিকতর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন। কয়েকমাস ব্যাপী তাঁরা ভারত সরকার ও বিভিন্ন প্রদেশের স্কাউট সংঘের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও মতামতের আদান-প্রদান করেন। সে সময় অন্যান্য সংঘের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাশালী দুটি সংঘ ছিল প্রথমটি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের "সেবাসমিতি বয় স্কাউটস" ও দ্বিতীয়টি শ্রীমতী অ্যানি বেশাণ্টের "ভারতীয় বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন"। শেষে মেজর পিক্‌ফোর্ড সকলকার সম্মতি সংগ্রহ করে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করেন। এই সর্বভারতীয় আলোচনা সভা (All India Conference) ১৯২০ সালের ২০শে ও ২১শে অগষ্ট কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভারতের অধিকাংশ স্কাউট সংঘের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভার অধিবেশন দ্বিতীয় কলিকাতা সংঘের ইণ্ডিয়ান মিররস্ট্রিটস্থ হেডকোয়ার্টার্সে হয়। এই বাড়ীটিতে পরে বহুদিনব্যাপী বাংলার বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশনের (Board of Secondary Education) দপ্তর ছিল। এই সভায় আলোচনাকালে প্রকাশ পায় যে বি. পি সংঘের গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার বিষয়ে অনেকেরই

আপত্তি, কিন্তু বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতার দুটি সংঘের একটি যৌথ সুন্দর চিত্তাকর্ষক র‍্যালী হয়। অতিথিরা সকলেই এটি দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁদের মনে একটা সুষ্ঠু অনুকূল প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত হয়। ফলে সভায় বি. পি সংঘের গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে সকলেই একমত হন এবং স্থির হয় যে বড়লাট বাহাদুরকে অনুরোধ করা হউক যে তিনি চীফ স্কাউট লর্ড রবার্ট বেডেন-পাওয়েল ও লেডী বেডেন-পাওয়েলকে ভারতে এসে স্বচক্ষে এখানকার স্কাউট আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি দর্শন ও সমীক্ষা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করুন। পরিদর্শনের পর চীফ স্কাউট নিজেই এ বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (Lord Chelmsford) লর্ড বেডেন পাওয়েল ও তাঁর সহধর্মিনী লেডী বেডেনপাওয়েলকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁরা ১৯২১ সালের ২৮শে জানুয়ারী বোম্বাই সহরে এসে পৌছান। ভারতের চীফ কমিশনার হিসাবে মেজর পিক্‌ফোর্ড তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। পরদিন স্থানীয় স্কাউটরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাঁদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এক বিরাট র‍্যালীর আয়োজন করেন। সেই র‍্যালীতে বি. পি ভারতের স্কাউট আন্দোলন গঠনে পিকির অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নিজে তাঁর গলায় "সিলভার উলফ" প্রতীকটি পরিয়ে দেন। সেইসময় 'সিলভার উলফ' প্রতীকটি স্কাউটিং জগতে সর্বোচ্চ সম্মান ছিল। আগে এটি স্কাউটদেরও যোগ্যতা হিসাবে দেওয়া হত। ১৯২২ সাল থেকে এই সম্মান পদক স্কাউটদের দেওয়া হয় না। "সিলভার উলফ" বর্তমানে বৃটিশ বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের সর্বোচ্চ সম্মানের স্বীকৃতি। এই প্রসঙ্গে বলি যে বিশ্বস্কাউটিং সংস্থার সর্বোচ্চ সম্মান ব্রোনজ উলফ। বিশ্বস্কাউটিংএ বিশেষ অবদানের জন্য এই সম্মান বিশ্বস্কাউট সংস্থার (World oranisation of the Scout Movement) World Committee বা বিশ্বস্কাউট কার্যনির্বাহক কমিটি কর্তৃক

প্রদত্ত হয়। ১৯৩৫ সালে বি. পি এই বিশ্বস্কাউট সম্মান স্বীকৃতি প্রবর্তিত করেন এবং তদানিন্তন আন্তর্জাতিক কমিটির সভ্যদের সর্বসম্মত প্রস্তাবে তিনি প্রথম এই বিশ্বস্কাউট সম্মান স্বীকৃতি গ্রহণ করেন। এর পর বি. পি ও লেডী বি. পি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন ও বিভিন্ন প্রদেশের স্কাউট সংঘগুলি পরিদর্শন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পিকি সকল সময়ে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ভারতে স্কাউট আন্দোলনের অভূতপূর্ব ও আশাতীত অগ্রগতি দেখে বি. পি বিস্মিত ও আনন্দিত হন। সঙ্গে সঙ্গে এর ভবিষ্যৎ উপযুক্তভাবে গঠন করবার গুরুত্বও উপলব্ধি করেন। ১৯২১ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ রাজ্যপাল ভবনে বি. পির উপস্থিতিতে দেশের সকল স্কাউট সংঘের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সভা হয়। এই সভায় বি. পি ভারতের সকল স্কাউট সংঘকে তাঁর সংঘের দলভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই শুভ ঘটনার পর অল্প সময়ের মধ্যেই পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের "সেবাসমিতি বয়স্কাউট" সংঘ ব্যতীত অন্যান্য সকল সংঘ এই বিশ্বব্যাপী বিশাল সংঘের অঙ্গীভূত হয়। "সেবাসমিতি" এই প্রস্তাব করেন যে ভারতের চীফ স্কাউট হবেন নির্বাচিত প্রতিনিধি। কিন্তু বৃটিশ সম্রাট কর্তৃক বয়স্কাউটস্ সংঘকে প্রদত্ত চার্টার অনুযায়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সকল দেশে সম্রাটের প্রতিনিধিকে (ভারতের পক্ষে ভারতের বড়লাট) এইপদ দেওয়া হয়েছে। এই মতদ্বৈধের জন্য "সেবাসমিতি" বি. পি এ্যাসোসিয়েসনের অনুমোদন গ্রহনে অসম্মতি জানান। বি. পি ও পিকির একসঙ্গে ভারত পরিভ্রমণের ফলে তাঁদের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধুত্ব ও মতৈক্য জন্মায়। ১৯২১ সালে জুন মাসে বৃটিশ সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে পিকিকে "স্যর" উপধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সেই অবধি তিনি স্যর আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড বলে পরিচিত হন। তাঁর উদারতা, কার্য-দক্ষতা ও কর্মকুশলতার উপযুক্ত স্বীকৃতি।

বি. পি তাঁর শেষ ভাষণে বলেন যে ভারতে স্কাউটিং এর ভিত্তি স্থাপন হল কিন্তু এই ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হলে স্কাউটিং শিক্ষার মান যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে

হবে, এবং তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহন করা বিশেষ প্রয়োজন। পিকি আর উইলসন তাই এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা দুজনাই ইংলণ্ডে গেলেন এবং সেখানে নিজেদের উচ্চতরভাবে শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে গিলওয়েল পার্কে ষোড়শ স্কাউট উডব্যাজ শিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। সেই শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করেছিলেন গিলওয়েল পার্কের প্রথম ক্যাম্পচীফ ক্যাপ্টেন গিডনী। তাঁরা উড্ব্যাজ লাভ করেন এবং বি. পি সঙ্ঘ থেকে তাঁদের দুজনকেই ডেপুটি ক্যাম্পচীফের (Deputy Camp Chief) পদে নিযুক্ত করা হয়। স্যর আলফ্রেড ও মিঃ উইলসন ভারতের প্রথম ডেপুটি ক্যাম্পচীফ। ডেপুটি ক্যাম্পচীফ হিসাবে তাঁরা উডব্যাজ কোর্স পরিচালনা করবার ক্ষমতা পান। তাঁরা ১৯২২ সালে ভারতে ফিরে এসেই ৩রা থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য প্রথম উডব্যাজ কোর্স পরিচালনা করেন। পিকি নিজে স্কাউট মাষ্টার আর উইলসন তাঁর সহকারী স্কাউট মাষ্টার হন। রেভারেণ্ড আর্ল ট্রুপলীডার হিসাবে কাজ করেন। তিনি আসানসোলে থাকতেন এবং উডব্যাজ পেয়েছিলেন। এই কোর্সটি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীদ্বারিকানাথ চক্রবর্তীর টালিগঞ্জস্থিত বাগানে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা এবং বাইরে থেকেও অনেক স্কাউটাররা এই শিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। আমিও সেই শিবিরে একজন শিক্ষার্থী ছিলাম। আমার পেট্রোল ছিল ল্যাপউইং। লর্ড রোণাল্ডসে এই শিবির পরিদর্শনে আসেন এবং বহুক্ষণ অতিবাহিত করে শিবিরের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখেন। তাঁর উপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে উৎসাহিত হন। এই উডব্যাজ শিক্ষাশিবিরের ফলে বাংলায় স্কাউট আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্কাউটিং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়। স্কাউটারদের মনে এক নূতন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। টালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত উডব্যাজ কোর্সই ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত প্রথম উডব্যাজ কোর্স, স্কাউটিং শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য স্যর আলফ্রেড ও মিঃ উইলসনের অদম্য প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়।

মিঃ জে. এ. কার্থাম এই সময় দ্বিতীয় কলিকাতা সংঘের ডিষ্ট্রীক্ট কমিশনার ছিলেন। তিনি ১৯২২ সালের জুলাই মাসে গিলওয়েল পার্কে উডব্যাজ কোর্সে যোগদান করেন এবং উডব্যাজ পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডেপুটি ক্যাম্পচীফ করা হয়। আমি তখন এই সংঘের কর্মসচীব ছিলাম এবং একই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ট্রুপের সহকারী স্কাউটমাষ্টার হিসাবে কাজ করি। এই দ্বিতীয় সংঘের ট্রুপ ও স্কাউট সংখ্যা অল্পসময়ের মধ্যেই খুব বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র বাংলায় কার্যদক্ষতায় ও সংখ্যায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। আমাদের এই কাজে স্বনামধন্য, সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দেশপ্রেমী স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী সকলরকমে সহায়তা ও বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই সংঘের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। স্যর রাজেন্দ্রনাথের স্কাউট আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৩১ সালের ৭ই অক্টোবর ইম্পিরিয়াল হেডকোয়াটার্স থেকে তাঁকে সিলভার উলফ (Silver wolf) প্রতীক প্রদান করা হয়। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যাঁকে সেই সময়কার স্কাউটিং এর সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

একদিকে যেমন স্যর রাজেন্দ্র দ্বিতীয় কলিকাতা এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন অন্যদিকে তাঁর বন্ধু স্যর আলেকজাণ্ডার মারে (Sir Alexander Murray) প্রথম কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বেগ-ডানলপ কোম্পানীর বড় সাহেব ছিলেন। এই দুই মহারথীর মধ্যে বেশ একটা সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব ছিল। দুই সংঘের প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে রেষারেষি চলতো। হারজিত নিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা হত। ওঁদের এই মিত্রতা দুই সংঘের সভ্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। ফলে দুটি সংঘেরই কার্যকলাপ সুচারুরূপে পরস্পর মেলামেশার মধ্যে অব্যাহত ছিল। বৎসরে দুই সংঘের মধ্যে অনেকগুলি যৌথ প্রতিযোগিতা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হত।

প্রথম উডব্যাজ কোর্সে দেখা যায় যে স্কাউটারদের আগে থেকে কিছুকাল

ঘনিষ্টভাবে ট্রুপের সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা না থাকলে বহু উচ্চশিক্ষা সমন্বিত উডব্যাজ কোর্সে যোগদান করতে যাঁরা আসেন তাঁরা যেন বিভ্রান্ত হন। উডব্যাজ কোর্সের উদ্দেশ্য ও শিক্ষারীতি তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। ফলে হয় কি স্কাউটমাষ্টারদের ও শিক্ষার্থীদের বৃথা পরিশ্রম হয়। দিনান্তে শিক্ষার্থীদের নোট্‌সের খাতা পরীক্ষা করার সময় এটা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। স্কাউটিং শিক্ষা কেবল **theoritical** নয়। এর সবটাই হাতে কলমে শিক্ষা বা প্র্যাক্‌টিক্যাল (**practical**)। ভাল স্কাউটমাষ্টার হতে গেলে বইপড়া অবশ্য খুবই দরকার। কিন্তু সকল শিক্ষার বিষয়গুলি কার্যোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে, খালি বইপড়া বিদ্যায় হবে না। এই উদ্দেশ্যে উইলসন আর আমি দুজনে পরামর্শ ও আলাপ-আলোচোনা করে ও চিন্তাকরে নূতন শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত কার্যাসূচা প্রণয়ন করে তাদের জন্য পরীক্ষামূলক এক স্কাউটমাষ্টার শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করি। এর নামকরণ হয় বিগিনার্স ট্রেনিং কোর্স (**Beginners Training Course**) উইলসন স্কাউটমাষ্টার আর আমি সহকারী স্কাউটমাষ্টার হয়ে এই কোর্স পরিচালনা করি। এই কোর্সে বাংলা ছাড়া অন্য প্রদেশ থেকে ইংরাজ, মাদ্রাজী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির শিক্ষার্থীরা যোগদান করে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে তাঁদের মধ্যে অনেকগুলি বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ধর্মযাজকও ছিলেন। এই কোর্স থেকে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নূতন স্কাউট মাষ্টার তৈয়ারী করবার জন্য এই কোর্সই পরিচালনা করা হয়। বাংলায় প্রথম বিগিনার্স ট্রেনিং কোর্স ১৯২৩ সালের ৫ই থেকে ১৬ই জনুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পরে এই কোর্স প্রিলিমিনারী ট্রেনিং কোর্স নামে খ্যাত হয়। আজ পর্যান্ত এই কোর্সের সংখ্যা ১৩৭ (১৯৮৬ সালে জুন মাসে ২২৮ তম স্কাউট মাষ্টারস্ প্রিলিমিনারী ট্রেনিং কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে)। একটা বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে মিঃ উইলসন ১৫ই নভেম্বর ১৯২৩ সালে গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ এর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হবার পর সেখানে এই কোর্সের অনুসারে

ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেনিং কোর্সের (District Training Course) প্রবর্তণ করেন, এটি বাংলার আর একটি অবদান।

১৯২২ সালের শেষভাগে স্যর আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড ইংলণ্ডে ফিরে যান। সেখানে ইম্পিরিয়াল হেডকোয়াটার্স তাঁকে ওভারসীজ কমিশনার (Overseas Commissioner) এর পদে নিয়োগ করে সম্মানিত করেন। ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে পিকি তৎকালীন বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটনের সঙ্গে পরামর্শ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউটস সংঘের নূতনভাবে গঠন করেন। এই সংঘের কাজ ১৯২২ সালের অক্টোবর মাস থেকেই নিয়মিতভাবে চালু হয়। পিকি আর উইলসন এঁরা দুজনে ষড়যন্ত্র করে আমার উপর প্রাদেশিক সংগঠন সচীবের (Provincial Organising Secretary) ভার দেন। মোহগ্রস্থ আমি তাঁদের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করতে পারিনি। মনে প্রাণে মেতে গিয়ে নিজেকে এ কাজে উৎসর্গ করি।

পিকির অনুপস্থিতিতে মিঃ উইলসন ১৯২৩ সালের ১৯শে থেকে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আর একটি উডব্যাজ কোর্স পরিচালনা করেন। এটিও টালিগঞ্জে হয়েছিল। এই কোর্সে মিঃ উইলসন স্কাউট মাষ্টার আর মিঃ কার্থাম সহকারী স্কাউট মাষ্টার ছিলেন। প্রথমে আমি ট্রুপলীডার হয়ে ছিলাম কিন্তু ভাগাদোষে টালিগঞ্জের রাস্তায় সাইকেলযোগে বাজার থেকে ফেরবার পথে পিছন থেকে একটি প্রাইভেট মোটরগাড়ী ধাক্কাদিয়ে আমাকে ফেলে দেয়। আমার মেরুদণ্ডে আঘাত লাগে। এর ফলে দু' মাস আমাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল। আমার জায়গায় রেভারেণ্ড আর্ল আবার ট্রুপলীডার হন। এই দ্বিতীয় উডব্যাজ কোর্সে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল তার কারণ প্রথম কোর্সের অভিজ্ঞতার ফলে এবার বাছাই করে কেবল যারা পূর্ব থেকে স্কাউটার হিসাবে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদেরই নেওয়া হয়।

এই দুই উডব্যাজ কোর্সের মাঝখানে ১৯২২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মিঃ উইলসন আর আমি দুজনে মিলে একটি সাপ্তাহান্তিক (week end)

পেট্রোল লীডারদের জন্য শিক্ষণ শিবির (Patrol Leader & Training Course) পরিচালনা করি। উদ্দেশ্য ছিল যে পেট্রোল লীডারদের যদি ভাল করে শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করা যায়, তাহলে তাদের মাধ্যমে সমগ্র ট্রুপের শিক্ষার মান উন্নত হবে। কিন্তু এতে সুফল ফলেনি। কার্য্যক্ষেত্রে দেখাগেল যে পেট্রোল লীডারদের এই শিক্ষার ফলে তাদের ধারনা হয়েছে যে তারা তাদের স্কাউট মাষ্টারদের চাইতে বেশী শিক্ষিত ও দক্ষ। আরো দেখা গেল তারা তাদের স্কাউট মাষ্টারদের আর আগের মত যথাযথ সম্মান দেয় না। ফলে ট্রুপের মধ্যে শৈথিল্য ও কিছুটা নিয়মনিষ্ঠার অভাব দেখা দিল। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ট্রুপের ছেলেদের শিক্ষা স্কাউট মাষ্টারদের নিজেদেরই দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ও দায়িত্ব তাঁদেরই, এটা তাঁদের উপলব্ধি করতে হবে, আর সেইজন্য তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় আগ্রহ করে ট্রুপের ছেলেদের চাইতে অধিকতর জ্ঞানলাভের চেষ্টা করবেন। ট্রুপে নূতন নূতন খেলাধূলা ও শেখবার জিনিষ প্রচলন করবেন যাতে সকলে আকৃষ্ট হয় আর তাদের মধ্যে একটা এগিয়ে যাবার আকাঙ্খা জেগে ওঠে। এরজন্য স্কাউট মাষ্টারদের মধ্যে মধ্যে রিফ্রেসারস কোর্সে (Refreshers Course) যোগদান করতে হবে। এই কারণে আমি যতদিন বাংলার কর্মসচীব ও স্কাউটারস ট্রেনিং এর ভারপ্রাপ্ত ছিলাম ততদিন আর পেট্রোল লীডার্স কোর্স পরিচালনা করিনি। মি: উইলসন গিলওয়েলে ক্যাম্পচীফ থাকাকালে সেখানেও কোন পেট্রোল লীডার্স কোর্স হয়নি।

মিঃ উইলসন ১৯২২ সালের শেষে কলকাতা পুলিশ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ও ইংলণ্ডে ফিরে যান। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ক্যাপ্টেন গিডনী গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফের পদে ইস্তফা দিলে বি. পির ব্যক্তিগত অনুরোধে মিঃ উইলসন ১৫ই নভেম্বর ১৯২৩ সালে গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটি খুবই সম্মানের বিষয় কারণ এই ক্যাম্পচীফের উপর স্কাউটার শিক্ষণ বিষয়গুলি নির্দ্ধারিত করা, শিক্ষণ প্রণালী রচনা, শিক্ষাশিবির পরিচালনার পদ্ধতি গঠন করা এই সব গুরু দায়িত্বগুলি অর্পিত আছে। মিঃ উইলসনকে এই

পদে অধিষ্ঠিত করে বি. পি তাঁর প্রতি নিজের গভীর আস্থা আর তাঁর কর্মদক্ষতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দেন। তাঁর উপর বি. পির নির্দেশ ছিল গিলওয়েল পার্ককে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের জন্য একটা সত্যকারের বিশ্ব স্কাউটিং শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করা। মিঃ উইলসন বি. পির ইচ্ছাপূরণ করতে পেরেছিলেন এটা বি. পি দেখে যেতে পেরেছিলেন। এই গিলওয়েল পার্কে বিশ্বের সকল দেশ থেকে স্কাউটাররা-শিক্ষণ মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্য আসেন। এটি একটি আদর্শ স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলে বিশ্বে পরিগণিত। এখান থেকে যে প্রেরণা উদ্ভূত হয় শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ দেশে তা বহন করে নিয়ে যান।

বাংলার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় যে বাংলাদেশে যাঁরা প্রথম স্কাউট আন্দোলনে ব্রতী হন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজন ব্যক্তি—স্যর আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড, মিঃ জে. এস. উইলসন আর মিঃ হ্যারল্ড লেগার্ট—পরে ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্সে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার প্রাপ্ত হন। তাই মনে হয় আমরা এই ন্যায্য দাবী করতে পারি যে বি. পি সংঘের মনোভাবের পরিবর্তন ও স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী দ্রুত প্রসারে বাংলাদেশই বিশেষ সহায়তা করেছে। পিকি ও বি. পি দুজনার মধ্যে বন্ধুত্ব এত ঘনীভূত হয়, আর পিকির উপর বি. পির এরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে ১৯২৬ সালে বি. পি তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে 'চীফ স্কাউট' করবার জন্য মনস্থ করেন। কিন্তু পিকিকে তাঁর ব্যবসার তত্বাবধানের জন্য আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। সেইজন্য তিনি এই সম্মান ও দায়িত্ব ভাব গ্রহণ করতে অসম্মত হন। ১৯৩০ সালে মিঃ হ্যারল্ড লেগার্ট ওভারসীজ কমিশনার হন।

মিঃ উইলসনের কথা বলি। ১৯৩৮ সালে International Committeeর আমন্ত্রণে মিঃ উইলসন Hony. Director এর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সালে জানুয়ারী মাসে আমাকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন "Owing to Hubert Martin's sad death, I have been invited by the International Committee to become Acting Director and in

addition to my work here. I will be able to see by the time the International Conference meets in July whether I can take it permanently, or not. I was to do so for the work is interesting and necessary and there seems to be no one else to do it."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালের মে মাসে মিঃ উইলসন সমরবিভাগে যোগদান করেন এবং তাঁকে "কর্ণেল" পদ দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষে তিনি এই সামরিক উপাধি ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু সামরিক বিভাগ থেকে এবং British foreign office থেকেও তাঁকে এটি রাখবার জন্য অনুরোধ করা হয়। সেই অবধি তিনি কর্ণেল জে. এস. উইলসন নামে সারা বিশ্বে পরিচিত হন। কর্ণেল উইলসন গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ ছিলেন ২০ বছর (১৯২৩-১৯৪৩)। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি ক্যাম্পচীফের গুরুদায়িত্বের সঙ্গে অ্যাকটিং ডিরেকটার এর কাজ করেছিলেন এবং তারপর তিনি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত International Bureauর Director হিসাবে তাঁর অপূর্ব কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯৫২ সালে। তাঁর কলকাতা সফরসূচীর সময় তিনি ১১ই ডিসেম্বর আমার বাড়ীতে এসেছিলেন এবং বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করেন। ১৯৫৩ সালে Liechtenstein এ অনুষ্ঠিত চতুর্দ্দশ আন্তর্জাতিক বয় স্কাউট কনফারেন্সে তাঁকে International Committeeর President এর গুরুদায়িত্ব অর্পন করা হয়। ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত International Committee তাঁর সুপরিচালনার সুযোগ পায়। কর্ণেল উইলসন International Fellowship of Former Scouts & Guides এর উদ্যোক্তা। ১৯৫৯ সাল থেকে তিনি এই Fellowship এর President এর পদও অলংকৃত করেছিলেন। ৮১ বছর বয়সে এই বিরাট সংগঠক ও প্রখ্যাত বিশ্ব স্কাউট নেতা লণ্ডনে মহাপ্রয়াণ

করেন—১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে—তাঁর প্রাণপ্রিয় গিলওয়েল পার্কের স্বর্ণজয়ন্তী বছরে।

বাংলায় স্কাউটিং আন্দোলনের পূর্ব ইতিহাসের কথা আমি এখানেই শেষ করতে চাই কারণ এরপর এই আন্দোলনের প্রগতি একরকম আমাদের নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার। নানান ঝড়-ঝাপটার মধ্যদিয়ে এই আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। অল্পস্বল্প কথায় তারই কিছুটা আপনাদের জানাচ্ছি, এথেকে আপনারা তখনকার পরিস্থিতি কি ছিল তা কতকটা উপলব্ধি করতে পারবেন। দেশ পরাধীন হলে যা হয় আর কি। রাজনৈতিক দিক থেকে একদিকে শাসনকর্তাদের সন্দেহ—যে এভাবে ছেলেরা মানুষ হলে তারা বিপ্লবী হয়ে উঠবে (তদানিন্তন ইংরাজ সরকারের গোপন নির্দেশ ছিল Scouting might train them revolutionaries)। সেইজন্য আমার কার্যকলাপের উপর তাঁদের তীক্ষ্ণ গুপ্ত.দৃষ্টি ছিল। আবার অপরদিকে দেশবাসীর সন্দেহ যে দাসত্ব আরো দৃঢ় করবার জন্য ইংরাজদের এ আর এক চাল। রাজার প্রতি কর্তব্য (Loyalty to the king) প্রচার করে আমি তাদের সহায়তা করছি। জাতীয় কংগ্রেসের আপত্তি, অভয় আশ্রমের আপত্তি, শ্রদ্ধেয় সতীন সেনের অনুগামীদের আপত্তি। এ সবের জন্য কত যে দুরূহ সমস্যা উদ্ভুত হয়েছিল তার শেষ নেই। আমার কিন্তু লুকোবার কিছুই ছিল না তাই সাহস করে সকল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। উপরন্তু আবার এল ব্রতচারী আন্দোলন। গুরুজী সংকল্প করলেন, আর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, তিনি এই বিদেশী স্কাউট আন্দোলনকে ভারত থেকে সাগর পার করে ছাড়বেন। আমাদের গড়া স্কুলের স্কাউটদের তিনি ব্রতচারী দলভুক্ত করলেন, সমস্ত শৃঙ্খলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আলাজী একজন স্কাউটমাষ্টার ছিলেন। তাঁকে ব্রতচারী দলভুক্ত করে নিয়ে তাঁর শেখানো গান, নাচ ব্রতচারী শিক্ষাক্রমে প্রবর্তন করলেন। বীরভূমের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে স্কাউটদের জিলা সমাবেশ বা ডিষ্ট্রীক্ট র‍্যালীতে সভাপতিত্ব করতে এসে ব্রতচারী রাইবেশে নাচ সুরু করিয়ে দিয়ে

স্কাউট র‍্যালীর অনুষ্ঠানসূচী বন্ধ করে দিলেন। কৃষ্ণনগরে শ্রীযতীন সেনের অনুগামীরা ডিষ্ট্রীক্টর‍্যালীতে বাধা সৃষ্টি করার সঙ্কল্প করেছিলেন। সাফল্য-মণ্ডিত না হতে পেরে শেষে গাড়ীতে উঠবার সময় আমার মাথায় আঘাত করে টুপিটা একজন ফেলে দেয়, আমার চশমা পড়ে যায়। আমাকে ওখানে আর না আসার জন্য বলে। ময়নামারিতে শিক্ষণ-শিবির পরিচালনার সময় কুমিল্লার টাউন হলের সামনের মাঠে একটি জনসভা হয়। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ ডব্লু. রবার্টসন সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্কাউট আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের পর পরমশ্রদ্ধাস্পদ ও প্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আপত্তি সত্ত্বেও আমি ডক্টর ঘোষের প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর প্রদান করি। আমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে অভয় আশ্রম পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানান। ইতিমধ্যে তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নৃপেন বসুকে আমার কাছে পাঠিয়ে স্কাউট আন্দোলন সম্পর্কীয় কয়েকটি বই পড়ার জন্য নিয়ে যান। দুদিন পরে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ডাক্তার বসু আমাকে আশ্রমে নিয়ে যান ও সমস্ত কিছু ঘুরে দেখান। ডক্টর ঘোষ স্কাউট আন্দোলনের উপযোগিতা স্বীকার করে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁরা আশ্রমে স্কাউট ট্রুপ গঠন করবেন। কেবল "ইউনিয়ান জ্যাক" ব্যবহার করা সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির কথা জানান। আমি যখন তাকে জানালাম যে আমরা ছেলেদের স্কাউট ফ্ল্যাগের ব্যবহার শিক্ষা দিই তখন তিনি খুব খুশী হলেন। আরো বলি যে আমাদের দেশবাসীরাই কর্তাদের মন জোগাবার জন্য ইউনিয়ান জ্যাক ব্যবহার করেন, এতে কার দোষ? এইতো গেল একদিক।

আবার ওধারে বাংলার শিক্ষাবিভাগ একসময় এই আন্দোলনের অগ্রগতি দেখে আতঙ্কিত হলেন। তাঁদের চেষ্টা হল এই আন্দোলনকে তাঁদের আয়ত্তাধীন করা। তাই প্রস্তাব করলেন যে ভবিষ্যতে ডাইরেকটার অফ ফিসিকাল ইনষ্ট্রাকসন (Director of Physical Instruction) প্রাদেশিক

কমিশনার হবেন। প্রচলিত প্রথা গভর্ণর চীফ স্কাউট থাকায় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন তা বদল করতে হবে। উদ্দেশ্য এই ছিল যে তাহলে গভর্ণমেণ্ট হাউজের সঙ্গে যে মেলামেশা ও তাঁদের প্রতিপত্তি সেটি আর থাকবে না। আমি অবশ্য এতে আপত্তি করি এই কারণে যে সরকার যদি এই আন্দোলন চালাতে চান তাহলে এ আন্দোলনের উন্নতি ব্যাহত হবে। ইংলণ্ডে এই আন্দোলনে সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। তখন আমাকে ভয় দেখানো হয় যে যদি তাঁরা তাঁদের বাৎসরিক অনুদান বন্ধ করে দেন তাহলে কি হবে? আমি তাতে উত্তর দিই যে এ আন্দোলন আপনা থেকেই চলবে ওতে আশঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। তখন তাঁদের বোধোদয় হয় ও আর ঐ প্রস্তাব তুলতে সাহস করেন নি। কিন্তু ব্রতচারী সংগঠনকে ৫০ বিঘা জমি আর বাৎসরিক মোটা টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করলেন। উদ্দেশ্য স্কাউট আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করা। এছাড়াও স্কাউটিং শিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণে বিভিন্নরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো। কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে এসব করাচ্ছে তা বুঝতে পারতাম। এই রকম অনেক ব্যাপারের মোকাবিলা আমাকে করতে হয়েছিল।

তাই সবদিক সামলে এগিয়ে যেতে হয়। এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে একমাত্র হাতিয়ার ছিল স্কাউটিং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে ব্যাপকভাবে বাংলায় সর্বত্র এটি ছড়িয়ে দেওয়া। অভিভাবকদের সামনে তাঁদের ছেলেদের মাধ্যমে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেওয়া যে এই শিক্ষার ফল কি? এই দুরূহ কাজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যে উৎসাহ দিতেন তা কখনও ভুলতে পারবো না। তাঁর সেই কথাগুলি—এখনও কানে ভাসে—দেখা হলেই বলতেন "বোস, বল তোমার কাজ কেমন চলছে? করে যাও, করে যাও, এ থেকে দেশের অনেক উপকার হবার সম্ভাবনা আছে।" সারা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে আমি সকল সম্প্রদায়কে, সকল রাজনৈতিক দলকে এই আন্দোলনের কিছু কিছু কার্যভার হাতে নিয়ে আমাকে সহায়তা করতে রাজী করাতে পেরেছিলাম। তাঁদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে

যদিও এক বিদেশী মনিষী এই শিক্ষাপ্রণালী সৃষ্টি করেছেন তথাপি এতে বিদেশী কিছু নেই। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও নিয়মাবলীতে আমাদের দেশের সনাতন আদর্শ মূর্ত হয়েছে। ছেলেদের সামনে সেই আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে আর স্কাউট-মাষ্টারকে আমাদের সেই পুরাতন গুরুর আসনে বসানো হয়েছে। চোখ বুজে "আমরা স্বাধীন" বললে চলবে না। ইংরাজদের সঙ্গে মিশে আমাদের ছেলেদের তৈরী করে নিতে হবে। উদ্দেশ্য হবে যে যখন আমরা স্বাধীন হবো (এখানে কবিগুরুর ভবিষ্যৎ বাণী মনে পড়ে) তখন আমরা সে স্বাধীনতা যেন রক্ষা করতে পারি, তার জন্য যেন প্রস্তুত থাকি। আমাদের ছেলেদের চরিত্রবান, মানসিক ও শারীরিক শক্তিতে বলশালী করতে হবে। তাদের অন্তরে অপরকে সেবা করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা যেন নিজেরা আনন্দবান হয়ে অপরের মনে আনন্দ সঞ্চারিত করতে পারে। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ দেশকে এই আদর্শই দিয়ে গেছেন।

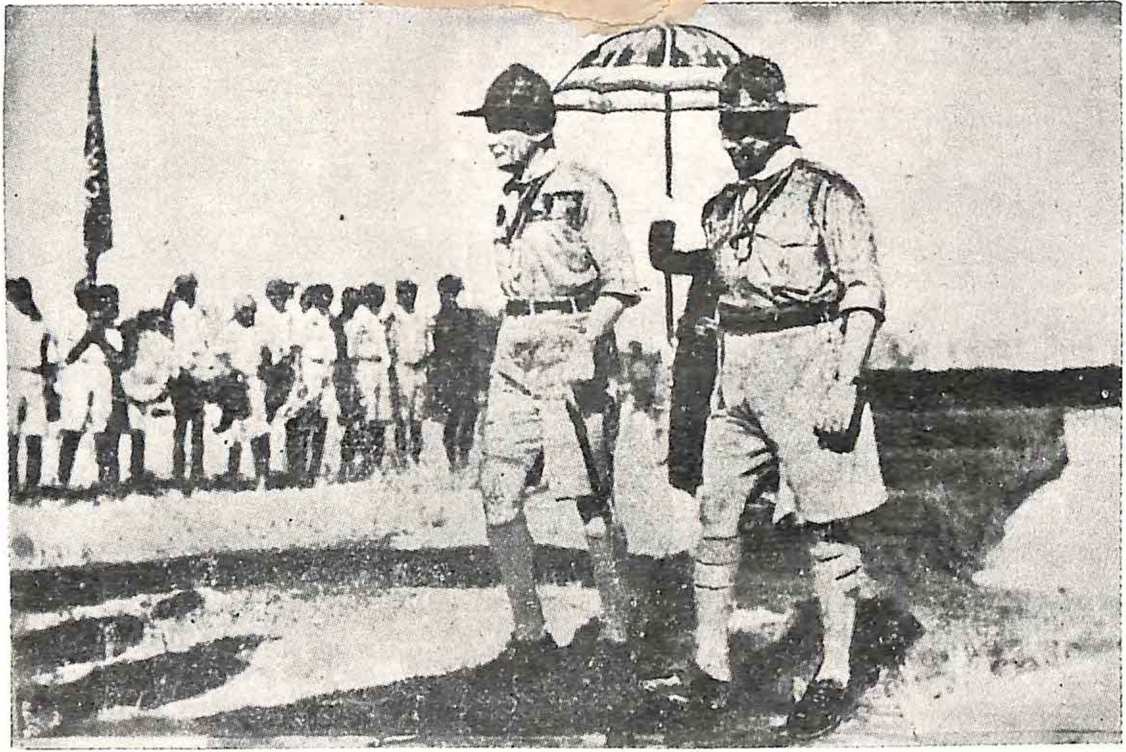
আমার শেষ কথা এই—ভারত এখন স্বাধীন, আগেকার বাধাবিঘ্ন আর নাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দেশে এখন ভীষণ প্রতিযোগিতার বন্যা চলছে। দেশসেবার জন্য, দেশের ছেলেমেয়েদের উন্নতির জন্য—স্কাউট আন্দোলনের অনুরূপে অনেকরকম সংঘ গড়ে উঠেছে এবং সরকার তরফে তাদের প্রচুর সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে একতার অভাব। তাই ব্যাপক-ভাবে দেশের মঙ্গলের কথা ভুলে গিয়ে সকলেই নিজের নিজের সংগঠনকে বড় করতে চান।

ভারতবর্ষে স্কাউট আন্দোলনের দুটি সংস্থা—একটি ভারত স্কাউটস ও গাইডস" ও আর একটি "অল ইণ্ডিয়া বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন"—এঁদের সংযুক্ত হবার সম্ভাবনাও অতি ক্ষীণ। এর জন্য যে, কোন আন্তরিক চেষ্টা আছে তাও দেখছি না। এই সমস্যার ভিতর থেকে স্কাউটিংকে তার প্রয়োজনীয়তা আর তার শিক্ষাপ্রণালী অন্যান্য সংগঠনের চাইতে অধিকতর প্রয়োজনীয় তা প্রমাণ করতে হবে। এই আন্দোলনকে অন্তঃসার শূন্য, উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট, সাজানো,

লোকভোলানো স্বার্থান্বেষীদের কর্মভূমি করে রাখলে চলবে না। এই আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এর কর্মীদের মধ্যে আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা ও স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। তাঁদের কর্মযোগী হয়ে এ কাজে নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে—তবেই এই আন্দোলনের সার্থকতা প্রমাণ হবে ও আন্দোলন প্রাণবন্ত হবে। আশা করি যে বাংলাদেশ (বর্তমানে পশ্চিম বাংলা) আগের মত এখনও এবিষয়ে পথ প্রদর্শক হবে। শ্রীভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।

—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু

নৃপেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হন ১৭ই এপ্রিল ১৯৭৩ সালে। তাঁর পরিচালনায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সারাভারত স্কাউট জ্যাম্বোরীর ঠিক ৩৫ বছর পরে। ৭ই নভেম্বর ১৯৫০ সালে ভারত স্কাউটস্ ও গাইডস প্রতিষ্ঠার একমাস আগে নৃপেন্দ্রনাথ দক্ষিণ কলিকাতা বয় স্কাউটস্ সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্কাউট আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর লেখনী স্তব্ধ হয়নি। নানা স্কাউট সমাবেশ ও স্কাউটরস সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি সকলকে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতারাজীর অংশীদার ও মানুষগড়ার কাজে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ক'রেছে।



নূতনদিল্লীতে অনুষ্ঠীত প্রথম নিখিল ভারত জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠানে বিশ্ব স্কাউট প্রধান লর্ড বেডেন পাওয়েল ও ভারতের সাধারন সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসু (১৯৩৭ সাল)

পরিচয়পত্র—৪১ ও ১৩২পৃষ্ঠা

বিশ্ব-স্কাউট-প্রধানের

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

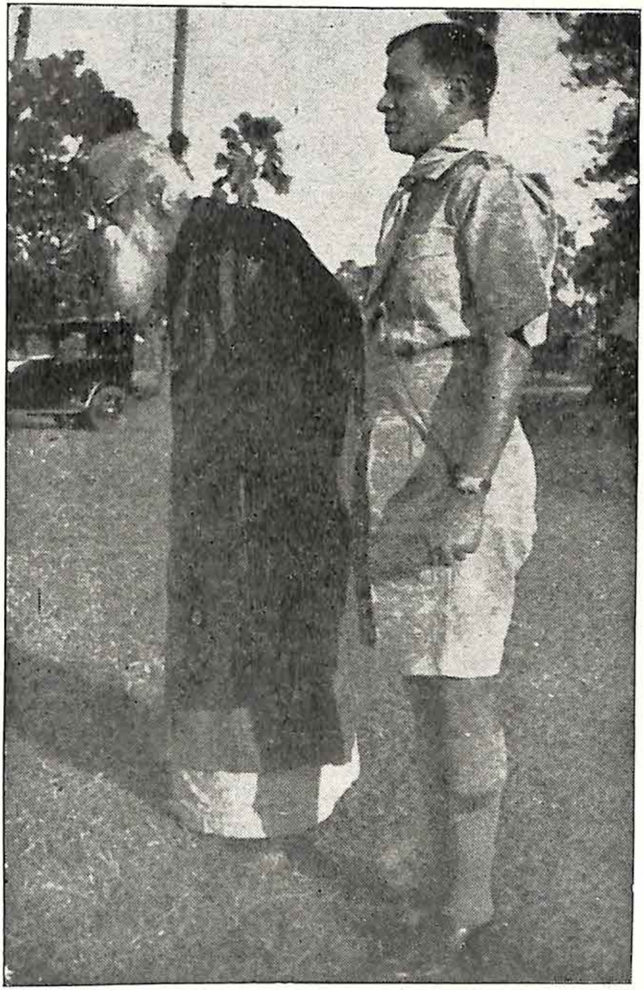
নূতন-দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সারাভারত

জ্যাম্বোরীর সাফল্যের জন্য—

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭



পরিচয়পত্র—৪১পৃষ্ঠা



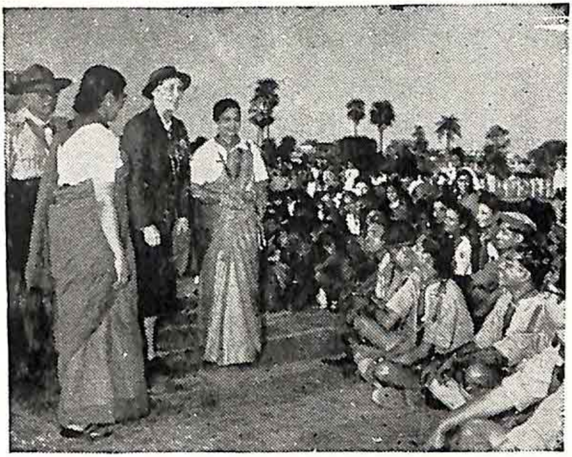
স্কাউট-প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরে—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
ও প্রশিক্ষণ নেতা শ্রীবরেণ বসু। ১৯৩৮ সাল

পরিচয়পত্র : ৪২-৪৩পৃষ্ঠা



দক্ষিণ কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসনের প্যাভিলিয়ন ভবনের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসছেন স্কাউট আন্দোলনের সুখ্যাত ব্যাক্তিত্ব অনুষ্ঠান আচার্য কর্ণেল জে, এস, উইলসন ও প্রখ্যাত স্কাউটার নেতৃবৃন্দ। (৯ই নভেম্বর ১৯৫২ সাল)

পরিচয়পত্র ঃ ৪৭-৪৮ ও ৮৩-৮৪পৃষ্ঠা।

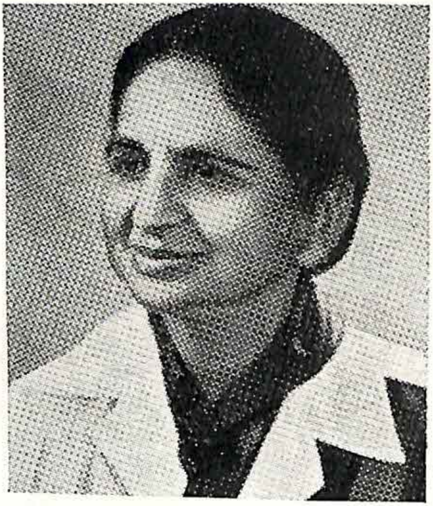


ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নিখিল ভারত স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরীতে (১৯৬১ সাল) বিশ্বের প্রধান গাইড লেডী বেডেন পাওয়েল, শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার ও শ্রীসত্য বসু



দক্ষিণ-পূর্ব রেল পথের সদর কার্য্যালয় গার্ডেনরীচে সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ব-গাইড প্রধান লেডী বেডেন পাওয়েল। (১১/২/৬১)

শ্রীমতী লক্ষী মজুমদার



পরিচয়পত্র—৬৫ পৃষ্ঠা

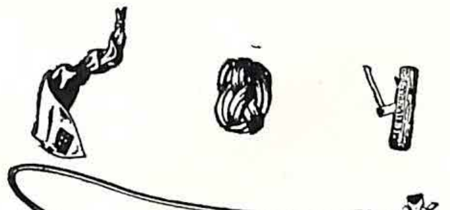
ডক্টর লেজলো নেগী



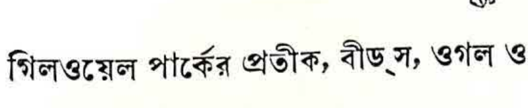
পরিচয়পত্র—৮৫ পৃষ্ঠা



বিশ্ব-স্কাউট ব্যাজ



গিলওয়েল পার্কের প্রতীক, বীড্‌স, ওগল ও স্কার্ফ



লেডী বেডেন পাওয়েলের স্বাক্ষর

পরিচয়পত্র ঃ ৭৬-৮২পৃষ্ঠা ও ৮৫পৃষ্ঠা।



কাব জুবিলী ব্যাজ—পরিচয়পত্র ৬৭পৃষ্ঠা।



পঞ্চম নিখিল ভারত জ্যামবুরী ব্যাজ—কল্যাণী ১৯৬৬সাল



কল্যাণী জ্যাম্বুরীতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঘ্র-মুখ শোভিত স্কাউট-গাইড ব্যাজ

ভারতবর্ষে বয় স্কাউটস্ আন্দোলন—ইতিকথা

শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ

ভারতবর্ষে স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন—৭৭ বৎসর আগেকার কথা। বেডেন পাওয়েল এর পরিচালনায় ইংলণ্ডের ব্রাউন-সী-আইল্যাণ্ডে সাফল্যপূর্ণ শিবিরের পরবর্তী অধ্যায়। ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বেডেন পাওয়েল প্রবর্তিত স্কাউটিং শিক্ষাপ্রণালীর অভূতপূর্ব সাফল্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকজনের অন্তরে বয়স্কাউটস্ সংঘ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা উদয় হয়। তাঁরা হলেন বাঙ্গালোরের ক্যাপ্টেন টি. এইচ. বেকার (Captain T. H. Baker), কিরকীর ক্যাপ্টেন টি. টড (Captain T. Todd), জব্বলপুরের কর্ণেল ডব্লু. পি. পাকেনহাম ওয়ালস (Col. W. P. Pokenham Walsh) এবং দক্ষিণ ভারতের মিসেস অ্যানি বেসান্ট (Mrs. Annie Besant)। প্রথম তিনজনের নাম আজকের স্কাউটদের কাছে অপরিচিত থাকতে পারে কিন্তু মিসেস অ্যানি বেসান্ট মনে হয় খুবই পরিচিত।

ক্যাপ্টেন বেকার ছিলেন ভারতীয় নৌবিভাগের একজন অফিসার। নৌবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বাঙ্গালোর সহরে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯০৯ সালে ইনি বাঙ্গালোরের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে বয় স্কাউটস্ সংঘগঠন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত গ্রহণকরে সেখানে বয় স্কাউটস সংঘ গঠন করলেন। লণ্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল হেডকোয়াটার্স বাঙ্গালোরের স্কাউট সংস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে অনুমোদিত বাঙ্গালোর বয়স্কাউটস লোক্যাল অ্যাসোসিয়েসন ভারতবর্ষের প্রথম স্বীকৃত স্কাউট সংস্থা।

ক্যাপ্টেন টড এর কিরকীর স্কাউট দলটি বাঙ্গালোরের সঙ্গে একই সময়ে

ক্যাপ্টেন বেকারের পরিচালনায় "Ye Indian Scouts" নামে একটি পত্রিকা ভারতীয় বয়স্কাউটস্ সংঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১২ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই ক্রোড়পত্রটির নাম পরিবর্তন করে 'দি বয়স্কাউটস গেজেট অফ ইণ্ডিয়া (The Boy Scouts Gazette of India) রাখা হয়। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে ও তারপর এই পত্রিকার কার্য্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।

ভারতবর্ষের নানা জায়গায় স্কাউট সংঘ গঠিত হলেও ভারতীয় ছেলেদের নিয়ে গড়া স্কাউট দল গুলি তদানিন্তন ভারতসরকারের কোনরকম সহায়তা বা সাহায্য পায়নি এবং লণ্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্স অনুমোদন দেয়নি। তবুও ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বি.পি প্রতিষ্টিত স্কাউট আন্দোলনের অনুকরণে প্রায় ২০টি স্কাউট সংঘ গড়ে উঠেছিল। এগুলি কোন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ছিল না। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে তাদের কার্য্যকলাপ চালাতো। যে সমস্ত স্কাউট সংঘ বা তার অনুরূপ সংস্থা গড়ে উঠেছিল তাদের পরিচয় দিচ্ছি।

মাদ্রাজ ওয়াই. এম. সি. এর মিঃ জে. আর. আইসাক, এম. বি. ই (Mr. J. R. Isac) ১৯১৪ সালে গড়েছিলেন **বয় শিকারী** (Boy Shikari), **বয়েজ লীগ অফ অনার** (Boy & League of Honour) গঠন করেন, উত্তর প্রদেশে মিঃ আর. এ. বি. চাপম্যান (Mr. R. A. B. Chapman) বলে একজন আই. সি. এস. অফিসার। ভাগলপুরের (বিহার) বিশপ এস. কে. তরফদার **বয়েজ লীগ ফর সোস্যাল সারভিস** (Boys League for Social Service) নামে একটি প্রতিষ্টান করলেন ১৯১৫ সালে।

সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরারে বিচারপতি শ্রীযুক্ত ভিভিয়ান বসুর উদ্যোগে স্কাউট অন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯১৩ সাল থেকে। ১৯১৮ সালে নাগপুরে বিচারপতি বসুর পরিচালনায় সাপ্তাহান্তিক স্কাউট মাষ্টারস্ ট্রেনিং কোর্স হয়। দুটি কোর্স চারমাস ধরে চলে। স্কাউটিং ফর বয়েজ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে

এই প্রশিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করা হয়। উত্তর প্রদেশে **দি সেণ্ট্রীস** (The Sentries) দল গঠিত হয়, আমেরিকান প্রেসবিটারিয়ান মিশনের (American Presbyterian Mission) রেভারেণ্ড জে. ই. ওয়ালশ এর (Rev. J. E. Wallace) প্রচেষ্টায়।

বাংলাদেশও পিছিয়ে থাকেনি। সেখানে স্কাউটিং শুরু হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিরবণ নৃপেন্দ্রনাথ বাংলার স্কাউটিংএর পূর্ব ইতিহাসে বিবৃত করেছেন।

বয়স্কাউটস অফ ইণ্ডিয়া বা **পেণ্টল্যাণ্ড স্কাউটস্** গড়ে উঠলো মাদ্রাজে ১৯১৬ সালে মাদ্রাজের তৎকালীন রাজ্যপাল লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতায়। **সেবাসমিতি বয় স্কাউটস এ্যাসোসিয়েসন** গঠন করলেন দেশবরেণ্য নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে ১৯১৮ সালে। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও পণ্ডিত শ্রীরামবাজপেয়ী। সেবাসমিতি অ্যাসোসিয়েসন প্রথমে উত্তরপ্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে সারাভারতে এই সংস্থার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে সেবাসমিতি ও আরো কয়েকটি স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন সম্মিলিত হয়ে **হিন্দুস্থান স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন** নামে রূপান্তরিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানারকম স্কাউট সংঘ গড়ে ওঠায় ভারতের সকল সংঘের প্রতিনিধিরা কলকাতায় মিলিত হন ১৯২০ সালের ২০শে ও ২১শে অগষ্ট তারিকে। উদ্দেশ্য—বিভিন্ন স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনগুলির সম্মিলনে ভারতে একটি নিখিল ভারত সংঘ গঠন করা। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন মেজর আলফ্রেড পিকৃফোর্ড—ভারতে B. P. সংঘের অনুমোদিত ইংরাজ ও অ্যাংলো—ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে গঠিত বয়স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের চীফ কমিশনার। কলকাতা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী লর্ড চেমস্‌ফোর্ড স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্টাতা লর্ড বেডেন পাওয়েলকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রন জানালেন।

ইতিমধ্যে লর্ড উইলিংডনের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজে মিসেস অ্যানী বেসাণ্টের

স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই দলটি লণ্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্সের অনুমোদনজ্ঞাপক স্বীকৃতি পায় ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে।

কর্ণেল ডব্লু. পি. পাকেনহাম ওয়ালশ জব্বলপুরের (Christ Church Boys High School) স্কাউট দলটি পরিচালনা করতেন। এই স্কাউট দলটি অনুমোদিত হয় ১৯১০ সালের ৯ই নভেম্বর তারিকে। জব্বলপুরের মিশন-প্রেসকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্কাউটিং প্রতিষ্ঠাতা বেডেন পাওয়েল ১৯১২ সালে ঐ স্কাউট দলটিকে সার্টিফিকেট অফ মেরিট দেন।

মিসেস অ্যানি বেসাণ্ট বিদেশিনী হলেও আমাদের দেশে বিশেষ পরিচিত। ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। হিন্দুধর্মে দীক্ষিতা এই পরম বিদুষী রমনীকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে বরণ করে সমগ্র জাতি ও দেশ সম্মানিত করেছিল। ভারতে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ইতিহাসে এই বিদেশিনী মহিলার দান অপরিসীম। তিনি ভারতের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কাউটিং শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ডাঃ জি. এস. অরুনডেল (Dr. G. S. Arundel) এবং মিঃ এফ. জি. পিয়ার্স (Mr. F. G. Pearce) এর সহযোগিতায় তিনি গঠন করেন ইণ্ডিয়ান বয়স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে এই স্কাউট অ্যাসোসিয়েসনের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১লা অক্টোবর ১৯১৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে নিখিল ভারত বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের কাজ সুরু হয়। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটরমন—অর্গানাইজিং কমিশনার, শ্রী পিয়ার্স—চীফ কমিশনার, মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট—প্রোটেকটার (Protector), ডাঃ অরুনডেল—ডেপুটি চীফ স্কাউট। এইভাবে আরও ২ বছর পরে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন গঠিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে মিসেস অ্যানী বেসাণ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১লা অক্টোবর ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার তাঁর প্রতিকৃতিযুক্ত এক নূতন

ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয়দের স্কাউট আন্দোলনে যোগদানের জন্য নিখিল ভারত বয় স্কাউটস্ সংস্থা সংগঠনের পুরোযায়ী হলেন মিসেস অ্যানী বেসান্ট।

ভারতবর্ষের স্কাউট সংঘ গঠনে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি হলেন **রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার উড**। তিনি ১৯০৩ সাল থেকে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে ক্যাম্প করতেন। উত্তর প্রদেশের চান্দার (Chanda) স্কটিশ এপিসকোপ্যাল চার্চ মিশনের (Scottish Episcopal Church Mission) সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন। রেভারেণ্ড উড পরে নাগপুরের বিশপ হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে বেডেন পাওয়েল যখন "স্কাউটিং ফর বয়েজ" প্রকাশ করলেন সেই বই এর নির্দ্দেশিত পন্থা অনুসরণ করে রেভারেণ্ড উড একটি স্কাউট দল গঠন করেন। লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল হেডকোয়াটার্স হেডকোয়াটার্স গেজেট মারফৎ রেভারেণ্ড উড এর স্কাউট দলটিকে তাঁদের অনুমোদন প্রাপ্ত বলে ঘোষিত করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ইম্পিরিয়াল হেডকোয়াটার্স এর কয়েকজন সদস্য রেভারেণ্ড উড এর স্কাউট দলে ভারতীয় ছেলেদের গ্রহণের জন্য আপত্তি জানায় এবং তার ফলে এই অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়। পরে অবশ্য ইম্পিরিয়াল হেডকোটার্স রেভারেণ্ড উড-এর স্কাউট দলটিকে আবার অনুমোদন প্রদান করেন।

এইভাবে কিছুকাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্কাউটিংএর কাজ চলে! ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চমজর্জের ভারত পরিদর্শনের সময় কলকাতায় এক স্কাউট সমাবেশ হয় এবং সেই উপলক্ষে একটি কনফারেন্স হয়েছিল, সেই কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন ক্যাপ্টেন বেকার। সেখানে অনেক আলাপ আলোচনার পর ১৯১২ সালের প্রথমদিকে ভারতীয় বয়স্কাউটস্ সংঘ স্থাপিত হয়। মাদ্রাজের স্কাউট কমিশনার ব্রিগেডিয়ার এফ. জি. বণ্ড (Brigadier F. G. Bond) চীফ কমিশনার, কর্ণেল পাকেন হাম ওয়ালশ—সহকারী চীফ কমিশনার আর ক্যাপ্টেন বেকার জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন।

ইণ্ডিয়ান বয় স্কাউটস অ্যাসোসিসেয়ন ও বয় স্কাউটস অফ ইণ্ডিয়ার সম্মিলনে গঠিত হয় সাউথ ইণ্ডিয়া বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন।

স্কাউট-গাইড আন্দোলনের প্রবর্তক স্যার বেডেন পাওয়েল ভারতের বড়লাটের আমন্ত্রন গ্রহন করলেন। সেই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে। ভারত যাত্রার প্রাক্কালে লর্ড বেডেন পাওয়েল ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় তাহা স্কাউটিং জগতের এক মহান সম্পদ। পূর্ব ও পশ্চিমের এই দুই মনিষী ছিলেন একই আদর্শে অনুপ্রানিত। পত্র দুটির অনুলিপী এখানে দিলাম।

(বিশ্বস্কাউট প্রধান লর্ড বেডেন পাওয়েলের পত্র)

শ্রদ্ধেয় স্যার রবীন্দ্রনাথ,

আমি আজ ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। আপনার সহিত ডক্টর ফোর্ট নিউটনের সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে আপনি আমার ভারতবর্ষ গমনের মহান উদ্দেশ্যকে অনুমোদন করিবেন। আমি জানি না আপনি কতটা বয় স্কাউটস আন্দোলনের আদর্শ ও অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তবে ইহা সংঘ বা প্রতিষ্ঠান নহে—ইহা আন্দোলন। এইজন্যই ইহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ইহা দেশ, জাতি, ও বর্ণের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া প্রত্যেক জাতির যুবসম্প্রদারের নিকট মানবসমাজের সাধারণ সভ্যরূপে এক বিরাট ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে। অপরের সেবার জন্য ব্যক্তিগত যোগত্যা বাড়ানোই ইহার লক্ষ্য। প্রকৃতি ইহার নিত্যব্যবহার্য পাঠ্যক্রম হওয়ায় এবং বিশেষ করিয়া ইহা যখন আপনার পরিকল্পিত মানবতা সঙ্ঘের সহিত সমভাপন্ন—সেইজন্য আমি আশা করি ইহা ভারতে বহুল প্রসার লাভ করিবে। বর্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা দশলক্ষের উপর এবং আরো বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি ছেলেদের মধ্যে এবং আমার স্ত্রী ইহা মেয়েদের মধ্যে প্রসারিত করিতেছেন।

আমার নিজের সৈনিক পদ-মর্য্যাদা হেতু আমি কেবলমাত্র ভারতীয় বন্ধুদের নিকট ইহার প্রসারের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছি। এইজন্য স্বভাবতঃ যাঁহারা আমাকে জানেন না তাঁহারা আমার উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ পোষন করিতেছেন। আপনি যদি এই আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী দেখেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে আমার উদ্দেশ্যের সহিত আপনার পরিকল্পনার সুসামঞ্জস্য রহিয়াছে। সেইজন্য আমি আশা করি পত্রদ্বারা বা অন্যভাবে আপনি আপনার ভারতস্থ বন্ধুদের নিকট আমাকে সমর্থন করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

আর. এস. বেডেন পাওয়েল

(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পত্র)

হোটেল আলগোকুইন

৫৯-৬৫, ওয়েষ্ট ৪৪ স্থ ষ্ট্রীট,

নিউইয়র্ক

জানুয়ারী ১৯২১

প্রিয় মহাশয়,

যদিও বয়স্কাউটস আন্দোলন সম্বন্ধে আমার কোন সঠিক ধারনা নাই তথাপি ইহার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। আমি এখনও জানি না কবে আমার ভারতবর্ষে ফেরা সম্ভব হইবে। কিন্তু যদি আপনি বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য মৎপ্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিবার সময় পান তাহা হইলে সেখানে আপনি আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের নিকট হইতে আপনার আদর্শের জন্য সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইবেন।

আপনার সাফল্য কামনা করি।

আপনার বিশ্বস্ত

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ সমর্থন ও শুভেচ্ছাসহ বি. পি ও লেডী বি. পি ১৯২১ সালের ২৮শে জানুয়ারী বোম্বাই বন্দরে অবতরন করলেন। বোম্বাই এর স্কাউট-গাইডরা এক র‍্যালীতে চীফস্কাউট ও লেডী বি. পিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। সেই র‍্যালীতে বি. পি স্যর আলফ্রেড পিকফোর্ডকে "সিলভার উলফ" এ ভূষিত করেন। বোম্বাই থেকে বি. পি ও লেডী বি. পি দিল্লী, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, লক্ষ্ণৌ, রাঁচী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের স্কাউট সংঘগুলি পরিদর্শন করেন। চীফস্কাউট ও লেডী বেডেন পাওয়েল ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী জব্বলপুরে অবস্থান কালে একটি স্কাউট-গাইড র‍্যালীতে যোগদান করেন। এখানে বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসু চীফ স্কাউটের সহিত এক সাক্ষাৎকালে মিলিত হন। তার আগে ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁদের এলাহাবাদে মিসেস অ্যানী বেসান্ত এর ইণ্ডিয়ান বয়স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের সম্মিলিত এক র‍্যালীতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই র‍্যালীতে এক মনোজ্ঞভাষনে চীফস্কাউট ও লেডী বি. পিকে স্বাগতঃ জানান, বি. পিও এক সুন্দর ভাষণে পণ্ডিত কুঞ্জরুর অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তর দেন।

বি. পি মাদ্রাজে পদার্পন করলেন ১৬ই ফেব্রুয়ারী ও পরের দিন স্কাউটদের দ্বারা পরিচালিত একটি গ্রামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। মিসেস অ্যানী বেসান্ট ও ডাঃ জি. এস. অরুনডেল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন রাত্রে বি. পিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর স্কাউটমাষ্টাররা এক ভারতীয় ভোজে আপ্যারিত করেন। মিসেস বেসান্ট, মেজর পিক্‌ফোর্ড ও অন্যান্য স্কাউটাররা একত্রে মাটিতে উপবেশন করে কলাপাতায় ভোজন করেন। এই ছিল সেই ভোজসভার বৈশিষ্ট্য।

১৯শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের এক স্কাউট-গাইড র‍্যালীতে যোগদান করলেন চীফ স্কাউট ও লেডী বেডেন পাওয়েল। র‍্যালীতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মেজর অ্যালফ্রেড পিক্‌ফোর্ড, মিসেস অ্যানী বেসান্ট, ডাঃ জি.

এস. অরুনডেল এবং প্রাদেশিক কমিশনার মিঃ এফ. এইচ. ওক্‌লে (Mr. F. H. Oakley)। এই র‍্যালীতে মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট বি. পির কাছে স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। বি. পি পরে তাঁর আত্মজীবনীতে (Varsity of Life) লিখেছেন যে তাঁর স্কাউট প্রতিজ্ঞার বিস্মরণ হয়েছিল এবং মিসেস বেসাণ্ট তাঁর সেই বিস্মৃতির সময় মৃদুস্বরে স্কাউট প্রতিজ্ঞা আবৃত্তিতে সাহায্য করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর এই র‍্যালীতেই মিসেস অ্যানী বেসাণ্টকে ভারতের অনারারী কমিশনার করা হয়।

ঐদিনই (১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সাল ভারতের স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্বর্ণময় দিন) বি. পির সভাপতিত্বে মাদ্রাজ রাজ্যপাল ভবনে ভারতের সমস্ত স্কাউট সংঘের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ— (১) মেজর আলেকজাণ্ডার পিক্‌ফোর্ড, (২) শ্রীভি. কে কৃষ্ণমেনন (যিনি পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের দেশরক্ষা সচীব হয়েছিলেন), (৩) শ্রীভি. এস. রত্নসভাপতি, (৪) শ্রীজি. টি. জে. থেডিয়াস, (৫) শ্রীসি. পি. রামস্বামী আয়ার, (৬) মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট ও (৭) শ্রীটি. ভি. নীলকণ্ঠম—যিনি পরবর্তীকালে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের তৃতীয় ক্যাম্পচীফ (স্কাউটস) হয়েছিলেন।

মাদ্রাজ সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের সমস্ত স্কাউট সংঘগুলির সম্মিলনে নিখিলভারত বয় স্কাউটস সংঘ—বি. পি সঙ্ঘের অনুমোদিত সঙ্ঘ হিসাবে স্থাপিত হল। কিন্তু সেবাসমিতি বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। এই নব প্রতিষ্ঠিত নিখিলভারত বয় স্কাউটস্ সংঘের চীফ কমিশনার হলেন স্যর আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড। বাংলার দ্বিতীয় ট্রুপের স্কাউটমাষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (শ্রীডি. এন. বাসু নামে সমধিক পরিচিত) হলেন জেনারেল সেক্রেটারী। শ্রীযুক্ত বসুই প্রথম ভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারী ও নিখিলভারত বয়স্কাউটস্ সঙ্ঘে বাংলার প্রথম প্রতিনিধি।

১৯২৩ সালে বি. পি তাঁর "স্কাউটিং ফর বয়েজ" বইএর ভারতীয়

পটভূমিকার উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করলেন স্কাউটিং ফর বয়েজ ইন ইণ্ডিয়া। এক ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশ এই সৌভাগ্যলাভ করেনি। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" গানটি এই বই-এ স্কাউটদের অবশ্য শিক্ষনীয় গান হিসাবে বি. পি উদ্ধৃত করেন।

১৯২৪ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্কাউট আন্দোলনের অগ্রগতিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে ডাঃ এল. কে. এলমহার্ষ্টকে **(Dr. L. K. Elmherst)** পাঠান বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয় স্কাউটস সংঘের তদানিন্তন প্রাদেশিক সংগঠক সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসুর ১২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে। ডক্টর এলমহার্ষ্ট বহুক্ষন শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গে স্কাউটিং এর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১৯২৬ সালে মাদ্রাজের প্রাদেশিক কমিশনার স্যর সি. পি. রামস্বামী আয়ারের পরিচালনায় মাদ্রাজে একটি স্কাউটমিলনমেলা বা জ্যাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় ৪ হাজার স্কাউট এই মিলনমেলায় যোগদান করে।

১৯২৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় নিখিলভারত বয় স্কাউটস্ সংঘের প্রথম সারাভারত স্কাউটার সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের তদানিন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন। সেই সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী নিখিলভারত বয়স্কাউটস সংঘের জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স (General Headquarters) প্রতিষ্ঠা হল নূতনদিল্লীতে—১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে। মাদ্রাজের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক শ্রীজি. টি. জে. থেডিয়াস নিযুক্ত হলেন নিখিলভারত বয়স্কাউটস্ সংঘের সংগঠক সম্পাদক।

১৯৩৩ সালে বিশ্বস্কাউট প্রধান লর্ড বেডেন-পাঁওয়েলের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে এলেন ভারতে বিশেষ পরিচিত গিলওয়েল পার্কের তদানিন্তন ক্যাম্পচীফ মিঃ জে. এস. উইলসন। তিনি ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৯শে মার্চ

১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতে থাকেন ও বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যের স্কাউটিং কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করেন। নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিখিল ভারত স্কাউটার্স কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন মিঃ উইলসন। সেই কনফারেন্সে তিনি সারাভারতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বয়স্কাউটস্ কার্য্যালয় ও প্রত্যেক দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলিতে বিভাগীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সারাভারতে একটি বয় স্কাউটস্ সংঘ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নিখিল ভারত বয় স্কাউটস সংঘ ও সেবাসমিতি বয় স্কাউটস সংঘ সম্মিলিত হয়ে সারাভারতে একটি বয়স্কাউটস সংঘে পরিণত হোক এই ছিল মিঃ উইলসনের অদম্য প্রচেষ্টা। ২৬শে নভেম্বর পর্য্যন্ত তিনি মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারীতে সারাভারত কাব, স্কাউট ও রোভার উড্ব্যাজ কোর্স পরিচালনা করেন। এই সর্ব-ভারতীয় উডব্যাজ প্রশিক্ষণ-শিবিরে মিঃ উইলসনের সহকারী ছিলেন—সর্দার হরদিয়াল সিং, শ্রী থ্যাডিয়াস ও শ্রী নারায়ণ স্বামী। (পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের জাতীয় স্কাউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে পরিগনিত হয়-যার সূচনা করেছিলেন মিঃ উইলসন ১৯৩৩ সালে)। বঙ্গীয় প্রদেশিক বয় স্কাউটস সংঘ থেকে যাঁরা এই উডব্যাজ কোর্সে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—(১) শ্রী সরোজ ঘোষ-প্রাক্তন জাতীয় সম্পাদক (২) অধ্যাপক শ্রী অজিত কুমার ঘোষ (৩) শ্রী কালী ঘোষ (৪) ডাক্তার শ্রী ননীগোপাল মজুমদার—শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ—প্রাক্তন অধ্যাপক ন্যাশান্যাল মেডিকেল কলেজ। স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে ভারতের স্কাউট আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত এক রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করে যান। আজ স্বাধীন ভারতে ও আমাদের দেশের স্কাউট আন্দোলণের নানাবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে মিঃ উইলসনের রিপোর্ট সমভাবে কার্য্যকরী। ক্যাম্পচীফের রিপোর্ট ও নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত স্কাউটার সম্মেলনের প্রস্তাবমত নিখিলভারত বয় স্কাউটস সংঘের পুনর্গঠন হয়। প্রথম বেসরকারী ও ভারতীয় চীফ কমিশানার পদে অভিষিক্ত হলেন (সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সাল) ছত্রীর

নবাব কর্ণেল স্যার নবাব মহম্মদ আমেদ সৈয়দ খাঁন (১৮৮৮-১৯৮২), স্যার আমেদের এই পদ গ্রহনের ফলে ভাইসরয়ের তথা ভারতের চীফ স্কাউটের ব্যক্তিগত সচীব ও তাঁর অফিসাররা স্কাউট সংঘের কাজ হতে অব্যাহতি পেলেন। নবাব সাহেব চীফ কমিশনার পদ গ্রহনের আগে ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয় স্কাউটস সংঘের প্রাদেশিক সংগঠক সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ বসু (১৮৮৬-১৯৭৩) নিখিল ভারত বয় স্কাউটস্ সংঘের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। মিঃ থেডিয়াস নিযুক্ত হন ভ্রাম্যমান সম্পাদক বা ট্র্যাভেলিং সেক্রেটারী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-যে নৃপেন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় বয় স্কাউটস সংঘে বাংলার দ্বিতীয় প্রতিনিধি। প্রথম ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ বসুর সহকারী স্কাউটমাস্টার হিসাবে ১৯১৬ সালে নৃপেন্দ্র নাথের স্কাউটিং জীবন সুরু হয়। ১৯২২ সাল থেকে নৃপেন্দ্র নাথ যুক্ত বাংলার প্রাদেশিক বয় স্কাউটস্ সংঘ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন প্রসারে তাঁর নেতৃত্ব ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে ভারতের তদানিন্তন বড়লাট লর্ড উইলিংডন তাঁকে ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে সেই সময়কার স্কাউটিং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান "সিলভার উলফ" (Silver Wolf) প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন।

১৯৩৭ সাল ভারতবর্ষে বয়স্কাউটস আন্দোলনের বিশেষ স্মরণীয় বছর। ঐ বছরের ১লা থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নূতন দিল্লীতে হয় প্রথম সারাভারত বয়স্কাউটস মিলন মেলা (First-All-India-Jamboree)। এই মিলনমেলার প্রধান আকর্ষন ছিল বিশ্ব স্কাউট প্রধান ও স্কাউট ও গাইড আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েল ও বিশ্বগাইড প্রধান লেডী বেডেন পাওয়েলের উপস্থিতি। জ্যাম্বোরীতে যোগদানের জন্য তাঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঐ সময় বিশ্বস্কাউট প্রধানের বয়স ছিল ৮০ বছর। বিশ্বস্কাউট-প্রধান হিসাবে বি. পির এই দ্বিতীয় ও শেষ ভারত আগমন। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন মিঃ এল. এ. ইম্পে, হেডকোয়ার্টার্স কমিশনার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশ

থেকে চার হাজারের বেশী স্কাউট ঐ জ্যাম্বোরীতে উপস্থিত ছিলেন। সিংহলের কলোনিয়াল কমিশনার মিঃ জে. এইচ. ডি. সারাম, সীলোন (বর্তমানের শ্রীলঙকা) বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধিরূপে সেই জ্যাম্বারীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি "জ্যাম্বোরী ডেইলি" পত্রিকার ভার গ্রহন করেন। বি. পি সেই পত্রিকাতে তাঁর আশীর্বাণী দিয়েছিলেন। এই জ্যাম্বোরীতে ভারতের বয়স্কাউট আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিকাশ দেখে তিনি মুগ্ধ হন। জ্যাম্বোরীর সাফল্যের জন্য বিশ্বস্কাউট-প্রধান লর্ড বেডেন পাওয়েল নৃপেন্দ্রনাথ বসুকে অভিনন্দন জানান ও তাঁর নিজের ছবিতে সাক্ষর করে শ্রীযুক্ত বসুকে উপহার দেন। প্রথম নিখিল ভারত স্কাউট-মিলন মেলা নৃপেন্দ্রনাথের যোগ্যতার চরম প্রকাশ। তিনি ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিশেষ যোগ্যতার ও দক্ষতার সঙ্গে নিখিল ভারত বয়স্কাউটস সংঘের সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম সর্বভারতীয় বয় স্কাউটস মিলনমেলাতে যোগদানের পর বিশ্বস্কাউট প্রধান লর্ড বেডেন পাওয়েল ও বিশ্বগাইড প্রধান লেডী বেডেন পাওয়েল ২৫শে মার্চ ১৯৩৭ সালে বোম্বাই থেকে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে পৌছবার পর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় জ্যাম্বোরী সম্বন্ধে বি. পি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। সেই সাংবাদিক বৈঠকের বিবরণ ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয় এবং চীফস্কাউটের কয়েকটি উক্তিতে সারাভারতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বি. পি ভারতের চীফকমিশনার ছত্রীর নবাব স্যর আমেদকে ২৪শে জুনের একপত্রে তাঁর সাংবাদিক বৈঠকের বিবৃতির বিপরীত অর্থ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে বি. পি একটি পত্র লেখেন এবং সেটি স্টেটসম্যানের ১৩ই জুনের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ঐ বছরের ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নিখিলভারত বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের ট্রাইয়িনিয়াল কন্‌ফারেন্স। তাতে সভাপতিত্ব করেন

ভারতের চীফকমিশনার ছত্রীর নবাব। ২৮শে ও ২৯শে নভেম্বর বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন ও সেবাসমিতি বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের প্রথম গোল-টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য—ভারতের দুইটি বয় স্কাউটস্ সংস্থাকে এক সূত্রে গাঁথা। সেই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের চীফকমিশনার ছত্রীর নবাব। সেবাসমিতি বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই বৈঠকের উদ্যোক্তা ছিলেন। এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলির অন্যতম প্রস্তাবছিল যে ভারতবর্ষে একটি মাত্র জাতীয় বয় স্কাউটস সংঘ স্থাপিত হবে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সেবাসমিতি বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের কার্য্যালয়ে ডক্টর কুঞ্জরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ২৩শে এপ্রিল ১৯৩৮ সালে —কিন্তু স্কাউট প্রতিজ্ঞায় "রাজা" কথাটি ব্যবহারে দুই স্কাউট সংস্থার মধ্যে মতবিরোধ হয় এবং ভারতে এক জাতীয় বয় স্কাউটস সংঘ স্থাপনের চেষ্টা বাস্তবে রূপায়িত হবার প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল। এই বৈঠকের পর সেবাসমিতি সমেত আরো ছয়টি স্কাউট সংঘের সম্মিলনে হিন্দুস্থান স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। সেবাসমিতি স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন যে সমস্ত স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের সহিত সম্মিলিত হয় তারা হল—(১) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন। (২) বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন—বোম্বাই। (৩) বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন। (৪) ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন। (৫) বরোদা এবং (৬) গোয়ালিয়র রাজ্য স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন।

১৯৩৮ সাল ভারতবর্ষের বয় স্কাউটস সংঘের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। অক্টোবর মাসে শ্রীনিকেতনে বঙ্গীয়প্রাদেশিক বয় স্কাউটস্ সংঘ কর্তৃক আয়োজিত এক স্কাউটমাষ্টার প্রশিক্ষন শিবিরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ-পদার্পন হয়। শিক্ষার্থীদের পরিদর্শন করে ও তাদের কার্য্যাবলী দেখে বিশ্বকবি বিশেষপ্রীত হন এবং সকলকে তাঁর অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানিয়ে এক ভাষণ দেন। তিনি

বয় স্কাউটসের নামকরণ করেন 'ব্রতীবালক'। বিশ্বকবি বলেছিলেন, "এই খেলার প্রদর্শনীতে যা আমার ভালো লেগেছে তা হচ্ছে তোমাদের যৌবনের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এটি কত মূল্যবান সম্পদ তা তোমরা ভাবো কিনা। যদি অনুভব করো তবে তোমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে, সারাজীবন এই ভাবটিকে বজায় রাখার। বহু পুরাতন এই বনস্পতিদের মত তোমাদেরও বার্দ্ধক্য আসার কোনো শংকা নেই, কারণ যদিও তারা মাটিতে শিকড় গেড়ে আছে প্রতিবছরই তারা যৌবনকে নূতন করে ফিরে পায়। তাদের মতো তোমরা যদি মানবতার ভূমিতে গভীর ও মহান সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত কর, যৌবনের রসধারা তোমাদের অফুরাণ হবে। আমি চাই তোমরা এই পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সকলকে ভালবাস, অতি তুচ্ছ ছোট জিনিষকে অস্বীকার না করে, তোমাদের ভালবাসাকে খাঁটি করে তোল সজীব চিন্তাধারার সাহায্যে।

তখন জীবন তোমাদের স্বাভাবিকভাবে কুসুমিত হয়ে উঠবে আনন্দে এবং ধরিত্রী সমৃদ্ধিলাভ করবে তোমাদের সেবার ফলে। তোমাদের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে যাতে তোমরা সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে ডুবে না যাও.—প্রেমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে, সাফল্যের আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে। বাহ্য বিভ্রান্তকারী সুপক্ক কেশরাশি সত্বেও আমি আমার যৌবনের ভাবকে বজায় রাখতে পেরেছি. কারণ আমি ধরিত্রী ও জীবনকে নিরন্তন ভালবেসেছি।

আমাদের সকলের আয়ত্বের মধ্যে এটা এত বড় সম্পদ, যে চির-নবীন থাকার শুভ-ইচ্ছার চেয়ে বড় আর কোন শুভকামনা আমার নেই দেবার।" ৩০শে নভেম্বর ১৯৩৮ সাল ভারতের স্কাউট আন্দোলনের একটি স্মরনীয় দিন। বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন ইন-ইণ্ডিয়া, বয় স্কাউটস ইনটারন্যাশ্যান্যাল বিউরো কর্ত্তৃক একটি স্বাধীন জাতীয় স্কাউট সংস্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এ পর্য্যন্ত ভারতের বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন লণ্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্সের একটি শাখারূপে গণ্য ছিল। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে বয় স্কাউটস

অ্যাসোসিয়েসন ইন্ ইণ্ডিয়া ভারতের সোসাইটিস রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় ট্রাইয়িনিয়াল কন্‌কারেন্স চীফকমিশনার ছত্রীর নবাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪২ সালে ভারতের খ্যাতনামা আইনবিদ্ ও ইউ. পি বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু ভারতের চীফকমিশনার হিসাবে ছত্রীর নবাবের স্থলাভিষিক্ত হলেন। ডেপুটি চীফকমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হলেন নাগপুরের প্রাদেশিক কমিশনার বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসু। স্যর তেজবাহাদুরের সভাপতিত্বে তৃতীয় ট্রাইয়িনিয়াল কনকারেন্স অনুষ্ঠিত হল ১৯৪৫ সালে। বিচারপতি শ্রীবসুর সভাপতিত্বে নাগপুরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ট্রাইয়িনিয়াল কনকারেন্সে আবার ভারতের দুইটি স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের সম্মিলনের বিষয়টি আলোচিত হয়। ২১শে জানুয়ারী ১৯৪৯ সালে স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রুর মৃত্যুতে বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসু নিখিলভারত বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের চীফকমিশনারের কার্যভার গ্রহন করলেন। বিচারপতি বসু অবিভক্ত ভারতের সেণ্ট্রাল প্রভিন্স ও বেরাবের অধিবাসী ছিলেন। স্কাউট আন্দোলনে আসেন ১৯১৮ সালে—ইংলণ্ড প্রত্যাগত নবীন ব্যারিষ্টার। এই বছরে তাঁর প্রচেষ্টায় নাগপুরে চারমাসব্যাপী দুটি সাপ্তাহান্তিক স্কাউটমাষ্টার—প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ প্রধানতঃ বেডেনপাওয়েল প্রণীত স্কাউটিং ফর বয়েজের প্রদর্শিত পন্থায় অনুসৃত হয়। এই প্রশিক্ষণ-শিবিরের ফলে নাগপুরে ৬টি স্কাউট ট্রুপ সংগঠিত হয়। ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি মিঃ যোশেফ রস—ডেপুটি ক্যাম্পচীফের প্রচেষ্টায় ১৯২১ সালের ৬ই এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী জব্বলপুরে একটি স্কাউট সমাবেশ হয়। সেই সময় ভারত পরিভ্রমনরত চীফস্কাউট লর্ড বেডেনপাওয়েল, লেডী বেডেনপাওয়েলসহ সেই সমাবেশ পরিদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত ভিভিয়ান বসু এখানে চীফ স্কাউটের সহিত ব্যক্তিগত পরিচিতি লাভ করেন। ঐ বছরেই ছিন্দোয়াতে যে স্কাউটমাষ্টারস প্রশিক্ষণ শিক্ষন-শিবির মিঃ রস পরিচালনা করেন সেখানে শ্রীযুক্ত বসু অন্যতম শিক্ষার্থী হন।

সেণ্ট্রাল প্রভিন্স অ্যাণ্ড বেরার বয় স্কাউটস্ সংঘ সংগঠিত হলে মিঃ রস হন তার সংগঠক সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বসু সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। ১৯৩১ সালে শ্রীযুক্ত বসু প্রাদেশিক কমিশনার পদে অভিষিক্ত হন। মিঃ রস ১৯২৩ সালে পাঁচমারীতে অনেকগুলি স্কাউটমাষ্টার প্রশিক্ষণ শিক্ষন-শিবির পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালনায় যে প্রথম উডব্যাজ শিক্ষন-শিবির হয় সেই শিবিরে শ্রীযুক্ত ভিভিয়ান বসু যোগদান করেন এবং উডব্যাজ অর্জন করেন। পরের স্কাউটার শিক্ষন-শিবিরগুলিতে তিনি মিঃ রসের সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। অনেক শিক্ষন-শিবিরে তাঁর ট্রুপের স্কাউটদের "Demonstration Troop" হিসাবে উপস্থাপিত করে শিক্ষার্থীদের আলোচনা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ে সাহায্য করেন। ভারতস্কাউটস ও গাইডস প্রতিষ্ঠার পর বিচারপতি বসু ১৯৫৭ সালে জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হন ও ১৯৫৯ সালের নভেম্বর পর্যান্ত এই পদে আসীন ছিলেন। তাঁর জাতীয় কমিশনার থাকাকালে নূতন দিল্লীতে যে সপ্তদশ আন্তর্জাতিক বয় স্কাউটস সম্মেলন হয় সেখানে স্কাউটিং সম্বন্ধীয় তাঁর মনোজ্ঞভাষন সকলের মনে গভীর রেখাপাত করে। ভারতবর্ষের স্কাউট আন্দোলনের এই ব্যক্তিত্বময় পুরুষ ১৯৮৩ সালের ৩০শে নভেম্বর ব্যাঙ্গালোরে পরলোক গমন করেন।

ভারতবর্ষে একটি সম্মিলিত জাতীয় স্কাউট অ্যাসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হোক ১৯৩৩ সালে ভারতসফররত গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ মিঃ জে. এস. উইলসন যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তা বাস্তকে রূপ নেবার সময় আসন্ন হয়ে উঠলো ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতে। সেই বিষয় আলোচনার জন্য ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে বিচারপতি বসুর উদ্যোগে দুটি স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের এক যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। ২৯শে মে ১৯৪৮ সালে ভারতের তদানিন্তন শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সভাপতিত্ব করলেন হিন্দুস্থান স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন ও বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের যৌথ সভায়।

ভারত সরকারের তদানিন্তন শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তারাচাঁদের সভাপতিত্বে আরো দুবার এ বিষয়ে দুই স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের সম্মিলিত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রদেশের তদানিন্তন রাজ্যপাল শ্রী মঙ্গলদাস পাকবাসার উদ্যোগে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দুই স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন ও গার্লগাইডস অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন ২০শে আগষ্ট ১৯৪৮ সালে। সেই সম্মেলনের প্রস্তাবমত একটি মিলন কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে ছিলেন শ্রী মঙ্গলদাস পাকবাসা (চেয়ারম্যান) হিন্দুস্থান স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, বয় স্কাউটস অ্যাসোসিয়েননের পক্ষে বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসু, মিসেস এইচ. সি. ক্যাপ্টেন, গার্লগাইডস অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধি ও ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের ডক্টর তারাচাঁদ (কমিটির সেক্রেটারী)। এই কমিটি পাচবার নাগপুরে ও একবার দিল্লীতে মিলিত হয়েছিলেন। কমিটির প্রস্তাবমত ৭ই নভেম্বর ১৯৫০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্থান স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন ও বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন ইন ইণ্ডিয়ার সম্মিলনে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস্ নামে ভারতের প্রথম জাতীয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসন গঠিত হল। নবগঠিত ভারত স্কাউটস ও গাইডস সংঘের বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত হলেন—ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু —ন্যাশনাল কমিশনার, বিচারপতি শ্রী ভিভিয়ান বসু—চীফকমিশনার (স্কাউটস), পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়া—ন্যাশান্যাল অর্গানাইজিং কমিশনার, শ্রীকে. জি. বৈদ্যনাথম্—ন্যাশান্যাল সেক্রেটারী।

সম্মিলন দিবস পালন উপলক্ষে ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতায় রাজ্যপাল ভবনে দুই স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের স্কাউটস ও গাইডসদের এক মিলিত সমাবেশ হয়। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবাংলার তদানিন্তন রাজ্যপাল ও পশ্চিমবঙ্গ বয় স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের চীফস্কাউট ডক্টর কৈলাশনাথ কাটজু নবগঠিত ভারত স্কাউটস ও গাইডসের পতাকা পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অ্যাসোসিয়েসনকে প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়ী—ন্যাশান্যাল অর্গানাইজিং কমিশনার ও মিসেস এম.

সি. মোহিনী জয়েন্ট ন্যাশান্যাল অর্গানাইজিং কমিশনার এই র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন।

এই দুই স্কাউটস্ অ্যাসোসিয়েসনের মিলন হলেও ভারতের গার্লগাইডস্ অ্যাসোসিয়েসন প্রথমদিকে তাঁদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে কিন্তু ১৫ই আগষ্ট ১৯৫১ সালে ভারত স্কাউটস্ ও গাইডসের সহিত সম্মিলিত হয়।

ভারত স্কাউটস ও গাইডসের পরিচালনায় প্রথম সারাভারত স্কাউটার ও গাইডার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের ২৭শে থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হুমায়ুনের সমাধিস্তম্ভের অনতিদূরে দিল্লী স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের শিবির প্রান্তরে। ২৭শে অক্টোবর এই সমাবেশের উদ্বোধন করেন ভারতের তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। কুড়ি বছর পরে ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় স্কাউটিং-এর পরমসুহৃদ ও বয়স্কাউটস ইনটারন্যাশ্যান্যাল বিউরোর তদানিন্তন ডিরেক্টর—কর্ণেল জে. এস. উইলসন সেই সম্মেলনে যোগ দেন। ডেম লেসলী হোয়েটলে—ডিরেক্টর অব দি ওয়ালর্ড বিউরো অব গার্লগাইডস ও গার্ল-স্কাউটসও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের একটি দিনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু সমবেত স্কাউটার ও গাইডারদের তাঁর অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানান। কর্ণেল উইলসন, ডেম লেসলী, ডক্টর কুঞ্জরু, মিসেস ক্যাপ্টেন এবং বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসু সেই সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভাষন দেন।

দিল্লী থেকে কর্ণেল উইলসন ও ডেম লেসলী তারাদেবী (পাঞ্জাব), সিমলা, জয়পুর, এলাহাবাদ, বোম্বাই এবং কলকাতা প্রভৃতি স্থানের স্কাউটিং ও গাইডিং পরিদর্শন করেন।

৮ই নভেম্বর কলকাতায় রাজ্যপালভবনে বাংলার পুরাতন স্কাউট কর্নেল উইলসনের সম্মানার্থে এক স্কাউট র‍্যালী হয়। পশ্চিমবঙ্গের তদানিন্তন রাজ্যপাল ও পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ৯ই নভেম্বর সকালে দক্ষিণ কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসনের কাব-স্কাউট-রোভার ও স্কাউটটারদের উপস্থিতিতে

কর্ণেল উইলসন ভবানীপুরের নর্দানপার্কে অ্যাসোসিয়েসন প্যাভিলিয়নের বা নিবাস ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় সেই সমাবেশ পরিচালনা করেন। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় তাঁর ছাত্রজীবনে স্কাউট ছিলেন। তিনি পরে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্কাউট সংসদের সভাপতি ছাড়াও তিনি আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সহধর্ম্মিনী—খ্যাতনামা সমাজসেবিকা শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ ভারত স্কাউটস ও গাইডসের স্টেট কমিশনার (গাইডস) হিসাবে কাজ করেছেন। কর্ণেল উইলসন দক্ষিণ কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসনের জিলাকমিশনার শ্রীযুক্ত সত্যবসুর মহৎ প্রচেষ্টার প্রশংসা করে তাঁকে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযুক্ত বসু ১৯২২ সালে টালিগঞ্জে স্যর আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড ও মিঃ উইলসন (তখন কর্ণেল হননি) বাংলা তথা ভারতের প্রথম উডব্যাজ কোর্সে অন্যতম শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি বার্কেনহেড বিশ্বজ্যাম্বোরীতে ও গিলওয়েল পার্কে উডব্যাজ শিক্ষাশিবিরে যোগদান করেন। মিঃ উইলসন তখন গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ ছিলেন। ১৯৫০ সালে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু দক্ষিণ কলিকাতা বয় স্কাউটস সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনারের পদ হইতে অবসর গ্রহন করিলে শ্রীসত্য বসু ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার হন। শ্রী জে. এম. ঘোষ পরিচালিত প্রথম ট্রুপের স্কাউট হিসাবে তাঁর স্কাউটজীবনের প্রারম্ভ। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ভারত স্কাউটস ও গাইডসের স্টেটকমিশনার (স্কাউটস্) পদে থাকাকালিন সময়ে ২৫শে নভেম্বর ১৯৬৫ সালে ভুবনেশ্বরে পরলোক গমন করেন। স্কাউট সংঘে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৫৯ সালে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জাতীয় কার্য্যালয় তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্কাউটিং সম্মান "সিলভার এলিফ্যান্টে" ভূষিত করে।

কর্নেল উইলসন দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত স্কাউট প্যাভিলিয়ন পূর্ণাঙ্গ রূপ

পায় ১৯৫৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী বাংলার তদানন্তন মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের বরেণ্য সন্তান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক ও স্কাউট-গাইডদের সমাবেশে প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন। কলকাতায় অবস্থান-কালে কর্ণেল উইলসন ও ডেম লেসলী অনেক স্কাউট-গাইড অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। ১১ই ডিসেম্বর কর্ণেল উইলসন তাঁর পুরাতন বন্ধু-সহকর্মী ও বাংলার স্কাউট আন্দোলনের পুরোযায়ী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে যান ও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

ভারতত্যাগের পূর্বে কর্নেল উইলসন এক বিবৃতিতে বলেন যে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের স্কাউট শাখা ভারতে একমাত্র সর্বভারতীয় স্কাউট সংঘ হিসাবে বয়স্কাউটস ইণ্টারন্যাশান্যাল কনফারেন্সের সভ্য হিসাবে অনুমোদিত। তিনি আশা করেন যে শীঘ্রই গাইড সংস্থা ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েসন অব গার্লগাইডস ও গার্ল স্কাউটসের অনুমোদন প্রাপ্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের প্রতি এক বাণীতে তিনি বলেন যে কলকাতায় তাঁর স্কাউটজীবনের প্রারম্ভ। নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকারের স্কাউট মনোভাব অক্ষুন্ন আছে দেখে তিনি পরম প্রীত হয়েছেন ও নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

ভারতের স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫৩-৫৪ সাল এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকারের রেলমন্ত্রক এই সময় তাঁদের বিভাগের জন্য পৃথক স্কাউট-গাইড সংগঠনের অনুমোদনের জন্য ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জাতীয় কার্য্যালয়ের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। যদিও ১৯১৪ সালে সেণ্ট্রাল রেলওয়ের পুরাতন জি. আই. পি. রেলওয়েতে স্কাউটিং এর পত্তন হয়েছিল এবং লণ্ডনের রাজকীয় কার্য্যালয় থেকে স্কাউটারদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। এই সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ভারতের অন্যতম স্টেট অ্যাসোসিয়েসন হিসাবে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের অনুমোদন পায় ৯ই এপ্রিল ১৯৫৮ সালে। ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালেও ভারতীয় রেলপথে রোভারিং সুরু হয়েছিল। উত্তর রেলপথ এবিষয়ে অগ্রণী। ভারতীয় রেলপথে স্কাউট-গাইড আন্দোলনের সংগঠনে

শ্রী এস. এল. কুমারের দান অপরিসীম। শ্রীযুক্ত কুমার পাঞ্জাবের পুরাতন স্কাউটার। তাঁর প্রচেষ্টায় উত্তর রেলপথ ১৯৫৪ সালে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের রাজ্যসংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তিনি কয়েকবছর অনারারী অর্গানাইজিং কমিশনার (রেলওয়ে) এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় আজ ভারতের বিভিন্ন রেলপথের স্কাউট সংস্থাগুলি পৃথক রাজ্য স্কাউটস্ সংস্থা হিসাবে জাতীয় কার্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। রেলওয়ে স্কাউটিং-এর ইতিহাসে শ্রী এস. এল. কুমার চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের স্কাউটিং সংগঠনে সর্বশ্রী এ. কে. বসু, প্রভাস দে, এস. কৃষ্ণান, সত্য বসু, পি. টি. ভেনুগোপাল, এ. এস. লতিফ, অমিয়কুমার রায়চৌধুরী, পূর্নেন্দু দাস, নীলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অম্বিকাচরন চক্রবর্তী, চিন্ময় চক্রবর্তী ও সুবলচন্দ্র পালের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অধিকাংশই বাংলার (যুক্ত বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গ) পুরাতন স্কাউট ও স্কাউটার।

১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে পূর্ব রেলপথ স্কাউট সংস্থা জাতীয় কার্যালয় কর্তৃক পৃথক রাজ্যশাখা হিসাবে অনুমোদন পায়। পূর্ব রেলপথের স্কাউটার-প্রশিক্ষণকেন্দ্র মধুপুরে স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে স্কাউট আন্দোলন সংঠিত হয়। এই রেলপথের স্কাউটার-প্রশিক্ষন-কেন্দ্র আদ্রাতে (পুরুলিয়া-পশ্চিমবঙ্গ) ও মধ্যপ্রদেশের খোদরিতে স্থাপিত হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ের নয়টি অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। রেলবিভাগের কর্মচারী সাহায্য তহবিল (Staff Benefit Fund) রেলকর্মচারী ও তাদের পুত্রকন্যাদের স্কাউট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আংশিক খরচ বহন করে। ভারতীয় রেলপথে স্কাউট-গাইড আন্দোলনের বিস্তার ও উন্নতিকল্পের জন্য রেলমন্ত্রক (রেলওয়ে বোর্ড) রেলওয়েজ স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস বোর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯৮৪-৮৫ সালে ভারতীয় রেলপথের ৯টি অঞ্চলের স্কাউট-গাইড আন্দোলনের উন্নতি ও বিস্তারকল্পে ১১·৬৫ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমগ্র ভারতীয় রেলপথে স্কাউট-গাইডের সংখ্যা

৮৪ হাজারের বেশী। ভারতে এবং ভারতের বাইরে স্কাউট সম্মেলন ও বিশ্বস্কাউটিং এর বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করে ভারতীয় রেলপথের স্কাউট-গাইডরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। রেলমন্ত্রকের সহযোগিতায় ও আর্থিক অনুদানে সমগ্র ভারতের ৯টি বিভাগে স্কাউটার-গাইডার শিক্ষণ-শিবির স্থাপিত হয়েছে। এই সব স্থায়ী শিক্ষণ-শিবিরে (Permanent Training Centre) স্কাউট-গাইড আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্নপ্রকার শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। ভারতীয় রেলপথের স্কাউট-গাইড আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত স্কাউটার-গাইডাররা শিক্ষণ-শিবির পরিচালনায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। ভারতের বিভিন্নরাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থা ও জাতীয় স্কাউট-গাইড সংস্থা এই সব অভিজ্ঞ স্কাউটার-গাইডারদের তাদের প্রশিক্ষণ-শিবির পরিচালনার জন্য সাহায্য গ্রহন করে।

রেলমন্ত্রকের পরিচালনায় আজ পর্য্যন্ত দুটি জ্যাম্বোরেট সমাবেশ যথাক্রমে ১৯৮১ ও ১৯৮৫ সালে সেকেন্দ্রাবাদ ও ত্রিচিনাপল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় রেলবিভাগের জেনারেল ম্যানেজারদের সহায়তায় রেলমন্ত্রক প্রতিবছর নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রেসিডেন্টস স্কাউটস ও গাইডসদের রেলপথের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করেন। ভারতের স্কাউট-গাইড আন্দোলনের উৎসাহকল্পে ভারতীয় রেলপথের সহযোগিতা প্রশংশনীয়। ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জাতীয় কার্য্যালয় বিভিন্ন রেলপথের অভিজ্ঞ ও কৃতী স্কাউটার-গাইডারদের জাতীয় সম্মান "সিলভার ষ্টার" ও "সিলভার এলিফ্যাণ্ট" পদকে ভূষিত করে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন।

ভারত স্কাউটস ও গাইডস প্রতিষ্ঠার পর বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসুর উদ্যোগে দুটি স্কাউটার শিক্ষণ-শিক্ষা সম্মেলন হয়। বিভিন্ন রাজ্য ডেপুটি ক্যাম্পচীফরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় পাঞ্জাব-রাজ্য স্কাউটার প্রশিক্ষণ-শিবির কেন্দ্র তারাদেবীতে—১৯৫৪ সালের ২৩শে মে থেকে ৩রা জুন। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ঐ বছরেই ভারতের জাতীয়

স্কাউটার-গাইডার শিক্ষন কেন্দ্র পাঁচমারীতে ২৬শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। এই দুই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হয় যে স্কাউটার-শিক্ষা-শিক্ষনে গিলওয়েল পার্কের শিক্ষন-নীতি অনুসৃত হবে।

১৯৫৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের প্রথম সারাভারত জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠিত হয়। হায়দ্রাবাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর রামকৃষ্ণ রাও এই জ্যাম্বোরীর উদ্বোধন করেন। ২রা জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জ্যাম্বোরী নগরে আসেন ও সমবেত স্কাউট-গাইডদের মার্চ-পাষ্টে অভিবাদন গ্রহন করেন। তিনি স্কাউট-গাইড আন্দোলনের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে বলেন যে সারাভারতে বর্তমানের ৫ লক্ষ স্কাউট যেন ভবিষ্যতে ৫০ লক্ষে পৌছায়। ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারীতে জাতীয় স্কাউট-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (National Training Centre) উদ্বোধন করেন ভারতের তৎকালিন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে এই পাঁচমারীতেই ১৯৩৩ সালে গিলওয়েল পার্কের দ্বিতীয় ক্যাম্পচীফ মিঃ জে. এস. উইলসন—কাব স্কাউট ও রোভার উডব্যাজ কোর্স পরিচালনা করেন।

স্কাউটার-প্রশিক্ষনে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের ক্যাম্পচীফ (স্কাউটস) এর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন—শ্রীযুক্ত হরদয়াল সিং, শ্রী জে. আই. মুথাইয়া (জিম), শ্রী টি. ভি. নীলকণ্ঠম, কর্নেল ভি. কে. সুন্দরম, শ্রী রামস্বরূপ ধীমান, শ্রী জি. রঙ্গরাও ও শ্রী বি. ডি. শেঠ (অস্থায়ী)। বর্তমানে ক্যাম্পচীফকে জাতীয়-প্রশিক্ষণ-অধিকর্তা (National Training Commissioner) বলা হয়। এই প্রসঙ্গে বলি যে ভারত স্কাউটস ও গাইডস স্থাপনার পর প্রথম ক্যাম্পচীফ (National Camp Chief) এর পদ অলঙ্কৃত করেন পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়ী। প্রথম ক্যাম্পচীফ গাইডস এর দায়িত্বভার গ্রহন করেছিলেন শ্রীমতী এম. সি. মোহিনী।

জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সারাভারত জ্যাম্বোরী ১৯৫৬ সালের ২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। রাজস্থানের রাজ্যপাল জ্যাম্বোরীর উদ্বোধন করেন। জাতীয় কমিশনার ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু জ্যাম্বোরীতে যোগদানকারী স্কাউট-গাইডদের স্বাগতঃ-শুভেচ্ছা জানান।

১৯৫৮ সালে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জাতীয় কমিশনার বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসুর বিশেষ অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংস্থার সম্পাদক শ্রীসরোজ ঘোষ জাতীয় সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরোজ-দা স্কাউট আন্দোলনে যোগ দেন ১৯১৪ সালে। ১৯২১ সালে ডালাণ্ডা হাউজে—বর্তমানে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল—স্কাউট সমাবেশে হাওড়া জিলা অ্যাসোসিয়েসনের পেট্রোল লীডার রূপে চীফ স্কাউটের সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদানের সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। ১৯২৪ সালে বাংলা তথা ভারতের স্কাউট আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসুর নিকট হতে তাঁর স্কাউটার শিক্ষণে প্রথম শিক্ষা। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউট সংঘের সহকারী প্রাদেশিক সংগঠক সম্পাদক ছিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সাল থেকে ৩০শে এপ্রিল ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউটস সংঘের ও ভারত স্কাউটস ও গাইডসের—পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের প্রাদেশিক সংগঠক সম্পাদক, স্টেট সেক্রেটারী, ডেপুটি ক্যাম্পচীফ, হেডকোয়ার্টার্স কমিশনার ফর ট্রেনিং, লীডার ট্রেনার প্রভৃতি সক্রিয় দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ১৯৩৮ সালে শ্রীনিকেতনে স্কাউট মাষ্টার শিক্ষন-শিবিরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধিত করার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে হল্যাণ্ডের ভোগেলজাঙ্গে পঞ্চম বিশ্বস্কাউট জ্যাম্বুরীতে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং ঐ বছরেই গিলওয়েল পার্কে কর্নেল উইলসনের পরিচালনায় ১২৫তম স্কাউট উড ব্যাজ শিক্ষা শিবিরে যোগদান করেন। তিনি ভারতবর্ষে স্কাউট আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন বিস্তার ও উন্নতিকল্পে বিচারপতি ভিভিয়ান বসু ও শ্রীমতি লক্ষ্মী মজুমদার—এই দুই খ্যাতনামা জাতীয় কমিশনারের সমস্ত পরিকল্পনাকে

বাস্তবায়িত করেছেন। নূতন দিল্লীর রিগ্যাল বিল্ডিং থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেটের রিং রোডস্থ ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জাতীয় কার্য্যালয়, পাঁচমারীতে জাতীয় স্কাউটার-গাইডার প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ১৯৫৯ সালে নূতন দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ আন্তর্জাতিক বয়স্কাউট সম্মেলন (17th International Boy Scouts Conference) সমস্তই সরোজ-দার জাতীয় সম্পাদক (১৯৫৮-১৯৬৫) কালে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় স্কাউটিং-এর সর্বোচ্চ সম্মান "সিলভার এলিফ্যান্ট" দ্বারা সন্মানিত এই কর্ম্মবীর স্কাউটার ৯ই মার্চ ১৯৮৫ সালে—৮৪ বছর বয়সে অমরধামে গমন করেন।

সপ্তদশ আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস সম্মেলন (17th International Boy Scouts Conference) অনুষ্ঠিত হয় নূতন দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে—২৮শে জুলাই থেকে ৪ঠা অগষ্ট ১৯৫৯ পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশে আন্তর্জাতিক স্কাউটিং-এর অনুষ্ঠান এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভ্যদেশ হিসাবে ভারত স্কাউটস ও গাইডসের ৬ জন প্রতিনিধি (Deligate) এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনের সংগঠক কমিটির সভানেত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদারের অনুরোধে আন্তর্জাতিক বিউরো ভারতের ২১টি রাজ্য অ্যাসোসিয়েসন থেকে ৪২ জন প্রতিনিধিকে পরিদর্শক হিসাবে ঐ সম্মেলনে যোগদান করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। বিশ্বের ৬০টি দেশের স্কাউট প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ২৯শে জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই সম্মেলনে এক সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের বিভিন্ন দিনে স্কাউটিং-এর বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন—বিচারপতি ভিভিয়ান বসু—জাতীয় কমিশনার, লর্ড রাওলেন—কমনওয়েল চীফ স্কাউট, মিঃ জন থারম্যান—ক্যাম্পচীফ গিলওয়েল পার্ক, মিঃ জি. আর. প্যাডোলিনা—এক্‌জিকিউটিভ কমিশনার ফর ইষ্ট বয় স্কাউটস্ ইণ্টারন্যাশানাল বিউরো এবং ব্যারাকপুরের আর্চবিশপ—দি রাইট রেভারেণ্ড আর. ডব্লু. ব্রায়ান (১৯০৫-১৯৮০)—হেড কোয়াটার্স কমিশনার ফর ট্রেনিং পশ্চিমবঙ্গ। ইনি

ব্রাউন টিপ নামে স্কাউট জগতে পরিচিত। ইংলণ্ডের গিক্রল্যাফট সীরিজের "উলফ কাব" পুস্তকের রচয়িতা ব্রাউন টিপের কাবিং সম্বন্ধীয় ভাষণ সকলের অন্তর স্পর্শ করে। এই সময়েই ভারতে প্রথম রোভার মুট অনুষ্ঠিত হয় নূতন দিল্লীতে। এই রোভার মুটে যোগদানকারী রোভাররা আন্তর্জাতিক সম্মেলন সহায়ক হিসাবে কাজ করে। ব্রতী শিক্ষা মালার অন্যতম সম্পাদক স্কাউটার শ্রীসুধীন্দ্র-মোহন চক্রবর্তী এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে বয় স্কাউট ইণ্টারন্যাশানাল বিউরোতে কাজ করে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

বিশ্বের প্রধান গাইড (World Chief Guide) লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েল (১৮৮৯-১৯৭৭) নূতন দিল্লীতে আসেন ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে। দিল্লীর স্কাউট-গাইডরা বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সারা ভারত জ্যাম্বোরীতে যোগদান করেছিলেন। আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাট ও বিহার ছাড়া তিনি ভারতের স্টেট অ্যাসোসিয়েসন-সমূহের স্কাউট গাইড কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন। কলকাতায় লেডী বি. পি. আসেন ১০ই ফেব্রুয়ারীতে। কলকাতায় থাকাকালে তিনি অনেক স্কাউট-গাইড অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে দঃ পূঃ রেলপথ, পূর্ব রেলপথ ও পশ্চিমবঙ্গ—এই তিন স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের কমিশনাররা দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সদর কার্য্যালয় গার্ডেনরীচে এক ভোজসভায় সম্বর্দ্ধিত করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে (ঢাকুরিয়া লেক) তিন স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের এক সম্মিলিত র‍্যালীতে লেডী বেডেন পাওয়েলকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী সকালে তিনি দ্বিতীয় কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসনের হেডকোয়ার্টার্স ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এখানে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—

"আশা করবো, তোমাদের এই হেডকোয়ার্টার্স একদিন যেন বিদ্যুৎ-জন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সেখান থেকে বিদ্যুতের প্রবাহ যেন দিক বিদিকে যায় ধাবিত হয়ে। এ বিদ্যুৎ স্কাউটিং-এর বিদ্যুৎ। স্কাউটিং-এর এই প্রাঙ্গন আত্মতৃপ্তির

ক্ষেত্রমাত্র যেন না হয়ে ওঠে। আশা করবো স্কাউটিং-এর উদার আকাশে সেই প্রেরণা যেন অব্যাহত থাকে যাতে করে তার পরিসর ছাড়িয়ে স্কাউট হবার সুযোগ পায়। স্কাউট তার গণ্ডী ছাড়িয়ে স্কাউটার হবার অবকাশ খোঁজে। ভাবী যুগের কালের প্রবাহের মাঝে দ্বিতীয় কলকাতা আলোক-স্তম্ভের মতো এই বার্তা নিয়েই যেন দাঁড়িয়ে থাকে।"

সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত স্কাউটার ও কমিশনারদের মধ্যে পূর্বতন নিখিল ভারত বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ বসুকে দেখে লেডী বি. পি খুব আনন্দিত হন ও তাঁর সঙ্গে পুরাতন দিনের কথাবার্তা বলেন। ভারত ছাড়ার আগে তিনি বলেন, "আমার স্বামীর সঙ্গে আমি ভারতবর্ষে আসি ৪০ বছর আগে ১৯২১ সালে। আমরা আবার আসি নূতন দিল্লীতে প্রথম নিখিল ভারত জ্যাম্বোরীতে যোগদান করবার জন্য ১৯৩৭ সালে। এই জ্যাম্বোরীর সুন্দর ও মধুর স্মৃতি গভীর ভাবে আমার স্মৃতিকোঠায় তোলা রয়েছে। লেডী বি. পি. ভারতের জাতীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্র পাঁচমারীতে থাকেন ২০শে থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। পাঁচমারীতে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে বি. পি. মেমোরিয়াল গাইড ভবনের উদ্বোধন করেন। সেই সময় অনুষ্ঠিত সারাভারত স্কাউট-গাইড কমিশনারস্ মিটিং-এ যোগদান ও রোভার রেন্জারস্ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

১৯৬১ সালের ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জাতীয় পরিষদের (National Council) অধিবেশন কলকাতার সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রাল স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়পরিষদের অধিবেশন এই প্রথম। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ সম্মিলিতভাবে স্কাউট-গাইড আন্দোলনের নানা তথ্য সম্বলিত একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করে। ডক্টর হৃদয় নাথ কুঞ্জরু (১৮৮৭—১৯৭৮), তদানিন্তন জাতীয়

কমিশনার এই অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন। ১৪ই নভেম্বর শিশুদের পরমপ্রিয় চাচা নেহেরুর শুভজন্মদিন উপলক্ষে সারাভারতের স্কাউট-গাইড সংস্থা কাব ও বুলবুলদের জন্য একটি বিশেষ সমাবেশের আয়োজন করে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের কিংগস স্কাউট বা গাইডস ব্যাজের অনুরূপে 'ভারত স্কাউটস' ও 'ভারত গাইডস' নামে স্কাউট-গাইডদের জন্য বিশেষ সম্মানসূচক ব্যাজের পরিবর্তিত নামকরণ হয়। এই বছরে আমাদের রাষ্ট্রপতি ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের পদগ্রহন করতে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত, দক্ষ ও নিপুন স্কাউট-গাইডদের যথাক্রমে অশোকস্তম্ভ সমন্বিত প্রেসিডেন্টস স্কাউট ও প্রেসিডেন্টস গাইড অনুজ্ঞা-পত্রগুলিতে এই প্রথম তাঁর স্বাক্ষর দেন। স্কাউট-গাইডদের সর্বোচ্চ ব্যাজ এখন থেকে যথাক্রমে ভারত স্কাউটস ও ভারত গাইডসের পরিবর্তে প্রেসিডেন্টস স্কাউট ও গাইড নামে অভিহিত হয়। ২৮শে নভেম্বর ১৯৬১ সালে নূতন দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রথম প্রেসিডেন্টস স্কাউট-গাইড সমাবেশে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য স্কাউট সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টস স্কাউট ও গাইডদের অনুজ্ঞা-পত্র প্রদান করেন। পরদিন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু প্রেসিডেন্টস স্কাউট ও গাইডদের তাঁর বাসভবনে আপ্যায়িত করেন। এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সাল ভারতের স্কাউট গাইড আন্দোলনে এক গৌরবময় অধ্যায়ের নূতন পদক্ষেপ সৃষ্টি করেছে।

এই বছরে আন্তর্জাতিক স্কাউটার-প্রশিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণক্রম আন্তর্জাতিক ট্রেনিং দি টীম কোর্সের প্রবর্তন হয়। স্কাউটার কথাটির পরিবর্তিত নাম হয় 'ইউনিট লীডার'। স্কাউটার-প্রশিক্ষণকে ইউনিট লীডার ট্রেনিং আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের জাতীয় স্কাউটার-প্রশিক্ষণ পরিবর্তিত রূপ গ্রহন করে ১৯৬৯ সালে এবং অন্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও ট্রেনিং দি টীম কোর্সের অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন রিজিওন্যাল ট্রেনিং কমিটির চেয়ারম্যান বৃন্দ এই প্রশিক্ষণের শিক্ষা নির্ঘণ্ট করার ভারপ্রাপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি

যে ১৯৩৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্কাউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র গঙ্গানগরের "নৃপেন পার্কে" প্রথম সারাভারত ডেপুটিক্যাম্পচীফ প্রশিক্ষণশিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেই শিবির পরিচালনা করেছিলেন ভারতের পূর্বতন বয়স্কাউটস সংস্থার তদানিন্তন প্রশিক্ষণ-অধিকর্তা (ক্যাম্পচীফ) শ্রীজি. টি. জে. থেডিয়াস। এই প্রশিক্ষণশিবির অনুষ্ঠানের ২৩ বছর পর স্কাউটার-প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণের পরিবর্তিত নাম হয় "ট্রেনিং দি টীম কোর্স"। ক্যাম্পচীফ, ডেপুটি ক্যাম্পচীফ এর পরিবর্তিত নাম হয় ডাইরেকটার অব লীডার ট্রেনিং বা জাতীয় প্রশিক্ষণ-অধিকর্তা (National Training Commissioner) ও নেতৃত্ব-প্রশিক্ষণ অধিকর্তা বা লীডার ট্রেনার। ১৯৬৯ সাল থেকে সারা বিশ্বে ইউনিট লীডার প্রশিক্ষণ ৫টি স্তরে (5 Tier) সংগঠিত হয়। প্রথম স্তরে—পরিচয়জ্ঞাপক প্রশিক্ষণশিবির বা Introductory Training Course—৩ দিনের ১৮ ঘণ্টার কার্যক্রম—কাব—স্কাউট ও রোভার বিভাগের জন্য একই সাধারণ প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে—প্রারম্ভিক বা প্রিলিমিনারী প্রশিক্ষণ। তৃতীয় স্তরে—প্রাক্ উড্ ব্যাজ প্রশিক্ষণ। চতুর্থ স্তরে—হিমালয় উড ব্যাজ—প্রথম পর্বের প্রশিক্ষণ (আলোচনামাধ্যম প্রশিক্ষণ-শিবির)। পঞ্চম স্তরে—হিমালয় উড ব্যাজ দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণ (১০ দিনের প্র্যাক্টিক্যাল প্রশিক্ষণ শিবির)।

৯ই থেকে ১৮ই জুন ১৯৬২ সালে ভারতে প্রথম এয়ার স্কাউটমাষ্টারস্ প্রশিক্ষণ-শিবির পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিশ্রুত স্কাউটার—স্কাউট আন্দোলনের কাব বিভাগের পুরোয়ায়ী—বিংলপুরুষ—রোনাল্ড উইনস্টন ব্রায়ান এই প্রশিক্ষণের নেতৃত্ব দেন। তিনি স্কাউট জগতে ব্রাউনটিপ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অবিভক্ত ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যে ব্রাউনটিপ কাব উড ব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেছেন। বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন ১৯২৮ সালে ইংলণ্ডের গিলক্র্যাফট সিরিজের Wolf Cubs বইটি রচনা করে। এই বই এর স্থান স্কাউট-আন্দোলন প্রবর্তক রচিত Wolf Cubs Handbook এর পরেই। ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে

অনুষ্ঠিত সপ্তদশ আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস সম্মেলনে তাঁর কাবিং সম্পর্কীয় ভাষণ, প্রথম কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসনের ফিনিক্স গ্রুপ হেডকোয়াটার্সে ব্রাউনটিপ পরিচালিত কাব-মাষ্টারস প্যালাভার, স্কাউটমাষ্টারস স্টাডি সার্কেল, স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও নিয়মকে ছেলেদের হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য তাঁর রচিত The Litany of the Scout Law, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে গঙ্গানগরে গিলওয়েল পার্কের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণীয় ভাষণ—The Gilwell Scouter প্রভৃতি তাঁকে সকলের মণিকোঠায় স্থান করে দিয়েছে। কাবমাষ্টার, স্কাউটমাষ্টার, রোভারস্কাউট লীডার, গ্রুপ স্কাউটমাষ্টার, সহকারী স্টেট কমিশনার, হেডকোয়াটার্স কমিশনার (ট্রেনিং), আকেলা লীডার, ডেপুটি ক্যাম্পচীফ ও লীডার ট্রেনার প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে—যিনি স্কাউটারদের কাছে ছিলেন এক জলন্ত উৎসাহ—এক জীবন্ত স্কাউটিং বিশ্বকোষ—যাঁর সংস্পর্শে স্কাউটারদের মধ্যে জাগিয়েছে স্কাউট আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের প্রেরণা। ভারতের স্কাউট আন্দোলনের সর্বোচ্চ সম্মান "সিলভার এলিফ্যাণ্টে" ভূষিত এই সর্বভারতীয় স্কাউট নেতা দি রাইট রেভারেণ্ড আর. ডব্লু. ব্রায়ান ৮ই অক্টোবর ১৯৮০ সালে হংকং এ দেহরক্ষা করেন।

১৯৬২ সালে ভারতের উপর চীনা সৈন্যদের আক্রমনের পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের জাতীয় কার্য্যালয়ের নির্দেশে ভারতের সমস্ত রাজ্য স্কাউট সংস্থায় জরুরী অবস্থার প্রস্তুতিকল্পে বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হয়। সেই কমিটির তত্বাবধানে স্কাউট-গাইড, রোভার-রেন্জার ও স্কাউটার-গাইডারদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, গৃহ শুশ্রূষা, সংবাদপ্রেরণ, এ. আর. পি ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

১৯৬৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের প্রথম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ পরলোক গমন

করেন। তাঁরই অনুমোদনে 'ভারত স্কাউট' ও 'ভারত গাইড' ব্যাজ যথাক্রমে প্রেসিডেন্টস্ স্কাউট ও প্রেসিডেন্টস গাইড ব্যাজ নামে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের সর্বোচ্চ স্কাউট-গাইড ব্যাজ হিসাবে পরিগণিত হয়।

১৯৬৩ সালের জুন মাসে ডেনমার্কে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ গার্লগাইড ও গার্ল স্কাউটসের বিশ্বসভায় গৃহীত প্রস্তাবে স্থির হয় যে ভারতবর্ষের পুনা সহরে এসিয়া অঞ্চলের জন্য একটি বিশ্বসংস্থা কেন্দ্র স্থাপিত হবে। মহারাষ্ট্র সরকার ৭ একর জমি ও এক লক্ষ টাকা এই প্রকল্পের জন্য অনুদান দেন। স্থির হয় যে এই বিশ্বকেন্দ্রের নাম হবে "সঙ্গম"। এই "সঙ্গম" কেন্দ্র হবে এসিয়া অঞ্চলের চতুর্থ বিশ্বকেন্দ্র এবং সারা বিশ্বের গার্লগাইড ও গার্লস্কাউটসদের মিলিত হবার স্থান। সংস্কৃতভাষায় "সঙ্গম" কথাটির অর্থ "এক সঙ্গে যাওয়া"। পৃথিবীর অন্য তিনটি বিশ্বকেন্দ্রের মত এর উদ্দেশ্য হবে বিশ্বের বিভিন্নদেশ থেকে আগত মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের স্পৃহার উন্মেষ ঘটানো। গার্লগাইড ও গার্লস্কাউটর্স এর বিশ্বপরিষদ "সঙ্গমের" রূপায়নের জন্য ভারতের শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদারকে সভানেত্রী (বিশ্বপরিষদের সদস্যা এবং চীফ কমিশনার (গাইডস্) এবং বিশ্বের বিভিন্ন গাইডসংস্থার মোট ৮ জন গাইডারকে নিয়ে একটি পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করেন।

২৮শে জুলাই এর ভোরে এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় স্কাউটিং জগতে এক বিরাট শোকের ছায়া নেমে আসে। ফিলিপাইনস বয়স্কাউটস সংস্থার ২৩ জন বয়স্কাউটসের একটি দল সংযুক্ত আরব বিমান সংস্থার একটি বিমানে একাদশ বিশ্বস্কাউট জ্যাম্বোরীস্থল গ্রীসের ম্যারাথন অভিমুখে যাত্রাকালে বিমানটি বোম্বাইএর উপকূলভাগে দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়। বিমানের আরোহীযাত্রী ২৩ জন স্কাউট ও চালক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরন করে। ৭ই আগষ্ট শ্রী ডি. পি. যোশী তদানিন্তন জাতীয় সংগঠক কমিশনার ও মহারাষ্ট্র রাজ্য স্কাউটসংস্থার ৩০০ জনের অধিক স্কাউট-গাইড, স্কাউটার-গাইডার ও কমিশনারগণ সকাল

৬টায় বোম্বাই এর সান্তাক্রজ বিমানবন্দরে একটি শোকাজ্ঞাপক সমাবেশে মিলিত হয়। সেইসব স্কাউটদের দেহাবশেষ ভারতস্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস পতাকাদ্বারা আবৃত একটি সুদৃশ্য পুষ্প সজ্জিত আধারে স্থাপন করা হয়। সকলের নীরব প্রার্থনার পর স্কাউটার-গাইডাররা ঐ আধারটি বহন করে নিয়ে একটি ট্রাকের উপর স্থাপন করে। ট্রাক থেকে যখন আধারটি বিমানের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয় তখন সমবেত স্কাউট-গাইডরা অশ্রুসজল নয়নে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্কাউটার জি. পি. নেরিক—ফিলিপাইনসের জাতীয় স্কাউট প্রধান, এই শবাধার গ্রহন করবার জন্য তাঁর দেশের স্কাউটসংস্থার পক্ষ থেকে এসেছিলেন। ফিলিপাইনসে নিযুক্ত ভারতের কনসাল জেনারেল শ্রী কে. এম. মোদী এই শোকানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রয়াত স্কাউটদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ভারতস্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের জাতীয় কার্য্যালয়ের পক্ষ থেকে ফিলিপাইনস বয়স্কাউটস সংস্থা ও প্রয়াত স্কাউটদের অভিভাবকদের নিকট শোকবার্তা প্রেরণ করা হয়।

একাদশ বিশ্বস্কাউট জ্যাম্বোরীর কথা বলি। এই জ্যাম্বোরীতে ভারতবর্ষ থেকে মাত্র একজন স্কাউটার—শ্রী যামিনী সরকার যোগদান করেছিলেন। স্কাউটার সরকার দ্বিতীয় কলকাতা সংঘের বহু পুরাতন স্কাউট। ভারতীয় টী বোর্ডের সহযোগিতায় তিনি এই বিশ্বজ্যাম্বোরীতে যোগদান করেছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও সুমধুর ব্যবহার জ্যাম্বোরী কর্তৃপক্ষ ও জ্যাম্বোরী যোগদান-কারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করে। যামিনী দা জাতির পিতা মহাত্মাগান্ধীর পূত সন্নিধ্যলাভ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

৮ই নভেম্বর শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার—চীফ কমিশনার (গাইডস) আকাশবাণীর দিল্লীকেন্দ্র থেকে প্রেসিডেণ্টস স্কাউট ও গাইডব্যাজের ইতিবৃত্ত, প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। ৯ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ নির্বাচিত স্কাউট-গাইডদের

নিজ স্বাক্ষরিত প্রেসিডেন্টস স্কাউট-গাইড অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬১ সালে প্রথম এই অনুজ্ঞাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান হয়। তদানিন্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ভারতের রাষ্ট্রপতি অসুস্থতাহেতু সেই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে অপারগ হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণাণ অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করেন। চৈনিক আক্রমনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত পরিস্থিতির ফলে ১৯৬২ সালের প্রেসিডেন্টস স্কাউট-গাইড সমাবেশ ও অনুজ্ঞাপত্র অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৪ সালে ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, সিলোন. মালয়েসিয়া, ফিলিপাইনস এবং সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের গাইড প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পুনাতে 'সঙ্গমের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন বিশ্ব গার্লগাইড ও গার্ল স্কাউটসের অধিকর্তা ডেম লেসলী হোয়াটলে। অসুস্থতাসত্বেও তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ৩১শে জানুয়ারী ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নূতন দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ ষ্টেটে (১৬ নং রিং রোড) ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের নিজস্ব ভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন। এই দিনটি ভারতবর্ষের স্কাউট-গাইড আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার—অর্থসংগ্রহ পরিষদের সভানেত্রীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে স্কাউট-গাইডদের নিজস্বভবনের বহুজনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভবপর হল। বিভিন্নজনের বড় অনুদানের মধ্যে ছিল ভারতের প্রতিটি স্কাউট-গাইডদের ২৫ পয়সা অর্থসংগ্রহ তহবিলে অর্পন।

এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হলেন। ভারতবর্ষের স্কাউটিং-গাইডিং ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হলেন। তিনি ডক্টর হৃদয় নাথ কুঞ্জরুর স্থলাভিষিক্ত হন। ২৭শে মে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু অমরধামে গমন করেন। ভারতবর্ষের স্কাউট আন্দোলন তাদের একজন অতিপ্রিয় সুহৃদকে হারালো। যিনি বলে-

ছিলেন। "এই সুন্দর আন্দোলনে ভারতের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের যোগদান করা উচিত।" ১৯৫২ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারাভারত স্কাউটার গাইডার সম্মেলন, ১৯৫৪ সালে সেকেন্দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম সারাভারত স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরীতে, ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস সম্মেলনে তাঁর ভাষনাদি স্কাউট-গাইড আন্দোলনের প্রতি তাঁর আস্থা ও পরম প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সারা ভারতের স্কাউট-গাইডরা এই মহান নেতা ও দেশপ্রেমিকের অমর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। সারা বিশ্বের স্কাউট-গাইড নেতৃবৃন্দ আমাদের জাতীয় কার্য্যালয়ে পরলোকগত নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বার্তা পাঠান।

১৬ই নভেম্বর ইংলণ্ডের গার্লগাইডস সংস্থার কমনওয়েলথ কার্য্যালয়ের চীফকমিশনার মিস অষ্টিস গিবস ভারতবর্ষে আসেন ও বিভিন্ন স্কাউট-গাইড অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কলকাতায় তাঁর সম্মানে আয়োজিত দক্ষিন-পূর্ব রেলপথের সদর কার্য্যালয় গার্ডেনরীচে-কলকাতায় অবস্থিত তিন রাজ্যসংস্থার স্কাউট-গাইড কমিশনাররা তাঁর সম্মানে এক মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। চতুর্থ নিখিলভারত স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরী ২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব রেলপথের রাজ্যসংগঠন কমিশনার (স্কাউটস) শ্রী পুর্ণেন্দু দাসের নেতৃত্বে এই প্রথম ১০ জন স্কাউট সোভিয়েট রাশিয়ার আরটিক যুবশিবিরে যোগদান করে। ১লা আগষ্ট এই দল আরটিক অভিমুখে যাত্রা করে।

১৯৬৫ সালের ২রা এপ্রিল ব্রতীশিক্ষামালার পক্ষ থেকে প্রথম বাঙ্গালী স্কাউটমাষ্টার ও যুক্তবাংলার স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও জ্যোতিস্ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঘোষের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও রেজিষ্ট্রার শ্রী জে. এম. ঘোষ নামে খ্যাত জ্ঞানেন্দ্রমোহন ১৯১৩ সালে বেঙ্গলী বয়স্কাউটস লীগের প্রথম ট্রুপে স্কাউটমাষ্টার হিসাবে যোগদান করেন। সেসময় ভারতীয়দের স্কাউট আন্দোলনের সভ্য

হওয়ার বাধা-নিষেধ ছিল। তিনি ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তৃতীয় কলিকাতা (বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতা) অ্যাসোসিয়েসনের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত অনেক স্কাউটার আজও এই মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে আছেন। এই কীর্তিমান স্কাউটার—যিনি প্রথম ও বর্তমান যুগের মধ্যে এক যোগসূত্রের মত ছিলেন ২২শে মার্চ ১৯৭২ সালে তাঁর কলকাতাস্থিত বাসভবনে অমৃতধামে গমন করেন। ২০শে মে রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ রাষ্ট্রপতি ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদারকে পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত করেন। শ্রীমতী মজুমদার গাইড কমিশনারের পোষাক পরিহিত হয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে 'পদ্মশ্রী' গ্রহন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

শ্রীসরোজ ঘোষ জাতীয় সম্পাদকের পদ থেকে অবসর গ্রহন করায় ১৫ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের রাজ্য সম্পাদক সরোজদার অনুজপ্রতিম ও হাতেগড়া শ্রীসুশীল দাস—ভারত স্কাউটস ও গাইডসের জাতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। সূর্য্যগ্রহণ মেলা উপলক্ষে ১৩ই থেকে ২৩শে নভেম্বর কুরুক্ষেত্রে গার্লগাইডরা এক সেবাশিবির পরিচালনা করে। নভেম্বর মাসে ভারত সফরে আসেন আন্তর্জাতিক স্কাউটারস—প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ মিঃ জন থারম্যান। তিনি ২৬শে নভেম্বর দিল্লীতে রাষ্ট্রপতিভবনে প্রেসিডেন্টস স্কাউট ও গাইড সমাবেশে যোগদান করেন। তাঁর উপস্থিতিতে ২৭শে নভেম্বর দিল্লীতে গিলওয়েল রি-ইউনিয়ন বা ইংলণ্ডস্থিত প্রথম গিলওয়েল পার্কগ্রুপের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের যে কোন অনুমোদিত স্কাউটসংস্থা থেকে উডব্যাজ প্রাপ্ত স্কাউটাররা প্রথম গিলওয়েল গ্রুপের সভ্য বলে পরিগণিত হন। গিলওয়েল রি-ইউনিয়ন হচ্ছে গিলওয়েল পরিবারের মিলনসভা বা পারিবারিক মিলোৎসব। দিল্লীর এই রি-ইউনিয়ন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল। সেই রি-ইউনিয়নে ক্যাম্পচীফ আমাদের পরমপ্রিয় জাতীয় কমিশনার শ্রীমতী লক্ষ্মী

মজুমদারকে প্রথম গিলওয়েল গ্রুপের সভ্যপদভুক্ত করার কথা ঘোষনা করেন এবং সভ্যজ্ঞাপক প্রতীকচিহ্ন হিসাবে গিলওয়েল স্কার্ফ, ওগল ও বীডস পরিয়ে দেন। শ্রীমতী মজুমদার বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা যিনি এভাবে সম্মানিত হলেন। বিশ্বের প্রধান গাইড লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েল ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত বি. পি শতবার্ষিকী বছরে প্রথম এই সম্মানে ভূষিত হন।

শ্রীমতী লক্ষী মজুমদার ১০ বছর বয়সে কলকাতা মহানগরীতে ব্রাউনী হয়ে গার্লগাইড আন্দোলনে যোগদান করেন। তারপর গাইড ক্যাপ্টেন, ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার (গাইডস), ডেপুটি চীফ কমিশনার (গাইডস) ও জাতীয় কমিশনার—ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস এইভাবে স্কাউট-গাইড আন্দোলনের সেবা-পূজা করেছেন আমাদের অতিপ্রিয় লক্ষী-দি। বিশ্বে প্রথম মহিলা যিনি যুগ্মভাবে স্কাউট-গাইড আন্দোলনে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্য্যন্ত মোট ১৯ বছর ভারত স্কাউটস ও গাইডসের সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন। তিনি ছিলেন ভারত স্কাউটস ও গাইডসের তৃতীয় জাতীয় কমিশনার। তাঁর আগে জাতীয় কমিশনার ছিলেন ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও বিচারপতি শ্রীভিভিয়ান বসু। বিশ্বের বিভিন্নদেশে বিশ্বগাইড সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস সম্মেলনের সংগঠন কমিটির সভানেত্রী, ভারত স্কাউটস ও গাইডসের অর্থসংগ্রহ কমিটি, গৃহনির্ম্মান কমিটি, পুনাতে এসিয়ান রিজিয়নের গাইডদের জন্য নির্ম্মিত বিশ্বভবন—"সঙ্গম" এর সংগঠন, পরিকল্পনা ও পরিচালকমণ্ডলীর সভানেত্রী প্রভৃতির গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন সুচারুরূপে। ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেটে অবস্থিত ভারত স্কাউটস ও গাইডসের নিজস্ব ভবন, পাঁচমারীতে জাতীয় স্কাউট-গাইড প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্কাউটিং-গাইডিং সাহিত্যের প্রকাশনা প্রভৃতি তাঁর কর্ম্মধারার বিকাশ ও পূর্ণতা। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্ণিত "Little human dynamo" কথাটির যৌক্তিকতা প্রমান করেছে তাঁর কার্য্যাবলীতে। বিশ্বের

বিভিন্ন প্রান্তের স্কাউট সংস্থা দ্বারা তিনি সম্মানিত হয়েছেন। বয়স্কাউটস আমেরিকার গোল্ড উড ব্যাজ ও সিলভার ওয়ারল্ড মেডেল। শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্থান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের স্কাউট সংস্থা তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ স্কাউট সম্মানে ভূষিত করেছেন। সিঙ্গাপুর স্কাউট সংস্থা ভূষিত করেছেন তাঁদের স্বর্ণসার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, গত ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭৭ সালে এসিয়া প্যাসিফিক বয়স্কাউটস রিজিয়নের ফিলিপাইনস আঞ্চলিক পরিষদ তাঁকে আলা-আলা এওয়ার্ড প্রদান করে। সারা ভারতের স্কাউট-গাইড প্রিয় লক্ষ্মী-দি ওয়ারল্ড অ্যাসোসিয়েসন অব গার্লস্কাউটস ও গার্লগাইডস বিশ্বসভার অন্যতম সভ্যা হিসাবে কাজে করেছেন নয় বছর।

মিঃ থারম্যান আমাদের জাতীয় স্কাউটার-গাইডার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পাঁচমারীতে ট্রেনিং দি টীম কোর্স ও অ্যাডমিনস্ট্রেশন কোর্স প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন। ট্রেনিং দি টীম কোর্সে ভারতের সমস্ত স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের নির্বাচিত ডেপুটি ক্যাম্পচীফ ও সহকারী ডেপুটি ক্যাম্পচীফবৃন্দ যোগদান করেছিলেন, দঃ পূঃ রেলপথ স্কাউটসংস্থা থেকে সর্বশ্রী সুবল পাল, অমর সেন ও লেখক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউটসংস্থা থেকে শ্রীসুধীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী অন্যতম ছিলেন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। ৮ই ডিসেম্বর পাঁচমারীতে ক্যাম্পচীফের পরিচালনায় ভারতস্থিত প্রথম গিলওয়েল পার্ক গ্রুপের অষ্টমবার্ষিক মিলোৎসব হয়। এই সভায় গ্রুপের নূতন সভ্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার যোগদান করেছিলেন। ৯ই ডিসেম্বরের সকালের অনুষ্ঠানে তিনি মিঃ থারম্যানকে ভারতের স্কাউট-গাইড আন্দোলনের সর্বোচ্চ সম্মান "সিলভার এলিফ্যান্ট" দিয়ে সম্মানিত করেন। পাঁচমারীর জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিঃ থারম্যানের আগমনকে চিরস্মরনীয় করে রাখবার জন্য কেন্দ্রের একটি অংশের নামকরন করা হয় "থারম্যান ট্রেনিং সেণ্টার"।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদে কুম্ভমেলা উপলক্ষে রোভার স্কাউটস ও স্কাউটারদের সেবাকার্য্য সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

এই বছরে কাব আন্দোলনের "সুবর্ণজয়ন্তী" সারা বিশ্বের স্কাউটসংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষেও উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, দঃ পূঃ রেলপথ ও পূর্ব রেলপথ এই তিন স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধিদের নিয়ে কাব-জুবিলী কমিটি গঠিত হয়। জুবিলী কমিটির এক সভায় 'ব্রাউন টিপ'কে সভাপতি ও লেখককে কনভেনার-সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়। জুবিলী কমিটি এই তিন স্টেট অ্যাসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত কাবপ্যাক সমূহের কাছে জুবিলী বৎসরের (১৯৬৬-৬৭) জন্য পালনীয় একবিশেষ কর্মসূচী উপস্থান করে। ১৯শে মার্চ গঙ্গানগর স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বরেলপথ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ—এই তিন রাজ্য স্কাউটসংস্থার প্যাক-স্কাউটারদের এক সারাদিন ব্যাপী কাউন্সিল সভা হয়। শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার—জাতীয় কমিশনার এই কাউন্সিল সভার উদ্বোধন করেন। কর্ণেল ভি. কে. সুন্দরম—ক্যাম্পচীফ (স্কাউটস) এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন। কাবিং এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তব্য রাখেন ব্রাউনটিপ, কর্ণেল সুন্দরম, সর্বশ্রী অলক ঘোষ (স্টেট কমিশনার—পঃ বঙ্গ), অমিয় রায়চৌধুরী (হেড কোয়ার্টার্স কমিশনার ট্রেনিং) —পূর্ব রেলপথ ও দঃ পূঃ রেলপথের পক্ষ থেকে লেখক (হেঃ কোঃ কমিশনার কাব ও সহকারী ডেপুটি ক্যাম্পচীফ)। গঙ্গানগর প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা আলোচনা, গান, হুঙকার, খেলা ইত্যাদিতে মুখরিত হয়ে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে গঙ্গানগর প্রশিক্ষণকেন্দ্রে দুটি বৃক্ষচারা রোপণ করেন শ্রীমতী মজুমদার ও কর্ণেল সুন্দরম, কাব আন্দোলনের পঞ্চাশবৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ব্যাজ ও কাবিংএর নানা তথ্যসম্বলিত একটি স্মারক ফোল্ডার প্রত্যেক যোগদানকারী স্কাউটারকে উপহার দেওয়া হয়। এই অধিবেশনে অলক-দা ও অম্বিকা-দা রচিত বিশেষ জুবিলী গান, পুর্ণেন্দু দাস (পূঃ রেল) রবীন চট্টোপাধ্যায় (পূঃ রেল) ও দীপক ঘোষের (পঃ বঙ্গ) রচিত বিশেষ হুঙকার সকলের কাছে খুব আকর্ষনীয় হয়েছিল। এই কাউন্সিল সভার অংশ বিশেষ আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র 'সংবাদ-বিচিত্রায়' প্রচার

করে। আকাশবাণীর সান্ধ্যকালীন সংবাদেও এই অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রচারিত হয়।

এই বছরে গঙ্গানগরে তৃতীয় রিজিয়ন্যাল হিমালয় স্কাউট উড ব্যাজ (দ্বিতীয় পর্ব) ও সহকারী ডেপুটি ক্যাম্পচীফের প্রশিক্ষণ কর্ণেল সুন্দরমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ পর্য্যন্ত নূতন দিল্লীতে প্রথম সারাভারত প্যাক-স্কাউটার্স সম্মেলন অনুষ্ঠীত হয়। দি রাইট রেভারেন্ড আর. ডাব্লু. ব্রায়ান—কাবিং জগতের দিক্‌পাল, জাতীয় কার্য্যালয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সম্মেলনে যোগদানকারী প্যাক-স্কাউটারদের কাবিং সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতারাজীর অংশীদার করেন। ইংলণ্ডের ব্রাউনী প্রশিক্ষক— মিস্ এম. এল. লীসন সেই সম্মেলনে অন্যতম বক্তা ছিলেন। সম্মেলনের শেষদিনে শ্রীমতী মজুমদার ব্রাউনটিপকে ভারতের স্কাউট আন্দোলনের সর্বোচ্চ সম্মান সিলভার এলিফ্যাণ্ট প্রতীকে ভূষিত করেন—যোগ্যব্যক্তির যোগ্যতার পূর্ণ স্বীকৃতি দান। ২২শে থেকে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত ভারতের ঐতিহ্যপরায়ন দ্বিতীয় দ্বিতীয় কলিকাতা স্কাউটগ্রুপ তাঁদের বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ কার্য্যালয়ে গ্রুপের সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করে। ২৩শে জুনের স্কাউট সমাবেশে পৌরহিত্য করেন শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার। দেশ-বিদেশের স্কাউটার নেতৃবৃন্দ এই উপলক্ষে তাঁদের শুভেচ্ছা প্রেরণ। এই গ্রুপের পক্ষ থেকে সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৬ই অক্টোবর লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েল—বিশ্বের প্রধানগাইড পুনাতে গার্লগাইডস ও গার্লস্কাউটসদের বিশ্বকেন্দ্র "সঙ্গমের" উদ্বোধন করেন। এই বিশ্বকেন্দ্র এসিয়া মহাদেশীয় অঞ্চলে তৃতীয় বিশ্বকেন্দ্র। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বকেন্দ্র যথাক্রমে ইউরোপে ও মেক্সিকো সহরে অবস্থিত। ২৩শে নভেম্বর শ্রীমতী মজুমদার দক্ষিণ কলিকাতা স্কাউট প্যাভিলিয়নে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রয়াত স্কাউট নেতা সত্যবসুর আবক্ষমূর্তির আবরন উন্মোচন করেন। সংঘের

প্রাক্তন জিলা স্কাউট কমিশনার সত্যবসুর নামে এই প্যাভিলিয়ন এর নামকরন হয়—সত্য বসু প্রাঙ্গন।

২৫শে নভেম্বর দক্ষিণ পূর্ব-রেলপথের সদর কার্য্যালয় গার্ডেনরীচে এই রেলপথের স্টেট হেডকোয়ার্টার্স প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার—জাতীয় কমিশনার। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্কাউট-গাইড সমাবেশে ঐ রেলপথের উচ্চপদস্থ বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ, পূর্ব রেলপথ ও পশ্চিমবঙ্গ স্কাউট সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই বছরের শেষভাগে বিশ্ব স্কাউটিং এর হীরক জয়ন্তী উৎসব বছর উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের উপনগরী কল্যাণীতে পঞ্চম নিখিল ভারত স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরী (২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭) অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী—ব্রতী শিক্ষামালার যুগ্ম সম্পাদক জ্যাম্বোরী সংগঠন কমিটির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই জ্যাম্বোরীর উদ্বোধন করেন। নিখিল ভারত স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরী পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে ডিসেম্বর জ্যাম্বোরী প্রাঙ্গনে জাতীয় কমিশনারের সভানেত্রীত্বে ভারতস্থ প্রথম গিলওয়েল পার্ক গ্রুপের পুর্নমিলন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত থেকে অনেক উড ব্যাজ প্রাপ্ত স্কাউটার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারতের স্কাউটার-প্রশিক্ষণ-অধিকর্তা কর্নেল ডি. কে. সুন্দরম। ভারতের প্রধানতম স্কাউটার ও প্রাক্তন স্কাউটার-প্রশিক্ষণ-অধিকর্তা সর্দার সাহেব হরদিয়াল সিং ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংস্থার স্টেট কমিশনার (স্কাউটস) শ্রীঅলককুমার ঘোষের স্কাউট আন্দোলনের বিভিন্ন সমস্যাদি সম্বন্ধে বক্তব্য সকলের অন্তর স্পর্শ করে। জ্যাম্বোরীর সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডক্টর জাকির হোসেন। পঞ্চম জ্যাম্বোরীর সংগঠক সম্পাদক স্কাউটার শ্রী গৌর সরকার এই দিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের স্কাউট আন্দোলনের সর্বোচ্চ সম্মান সিলভার এলিফ্যাণ্ট পদকে ভূষিত হন। স্কাউটার সরকার

দ্বিতীয় কলিকাতা স্কাউট সংস্থার পুরাতন স্কাউট। বিভিন্ন বিশ্বস্কাউট জ্যাম্বোরী; ইণ্ডাবা প্রভৃতিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আন্তর্জাতিক স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কমিটির অন্যতম প্রশিক্ষক সভ্য স্কাউটার সরকার—বিশ্বস্কাউট কমিটির সভ্য হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

১৯৬৮ সালে মহারাষ্ট্রের কয়না নগরে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যকল্পে রাজ্য স্কাউট সংস্থার স্টেট কমিশনার (স্কাউটস) মেজর আর. জি. সালভির নেতৃত্বে স্কাউট-গাইডরা অভূতপূর্ব পারদর্শিতার সঙ্গে সেবাশিবির পরিচালনা করে। সিলোন (শ্রী লঙ্কা) গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েসনের স্বুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করে দেশে ফেরার পথে ২০শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই এর সান্তাক্রজ বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করলেন বিশ্বের প্রধান গাইড লেডী বেডেন পাওয়েল। বিমানঘাঁটিতে তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানানো হল। শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার—জাতীয় কমিশনার, পশ্চিম ও মধ্য রেলপথের চীফ কমিশনারগণ ও মহারাষ্ট্রের স্টেট কমিশনার (গাইডস) বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। চীফ গাইড ঐ দিনই উদ্বোধন করলেন স্কাউট আন্দোলনের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পশ্চিম, মধ্য রেলপথ ও মহারাষ্ট্র রাজ্য স্কাউট সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে "ভারতবর্ষে স্কাউট আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস" এর এক বিশেষ মডেল ও চার্ট সমন্বিত প্রদর্শনী। ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহত্তর বোম্বাই কর্পোরেশন এর মেয়র তাঁকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী লেডী বি. পির ৭৯তম জন্মদিন পালন করা হল। ঐদিন বোম্বাই রাজভবনে লেডী বি. পিকে প্রথম অভিনন্দন জানালো একটি কাব ও বুলবুল। এই প্রসঙ্গে বলি যে লেডী বি. পি বোম্বাই এর রাজ্যপালের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী তারা চেরিয়ানের অতিথি হয়ে রাজভবনে অবস্থান করেছিলেন। ঐ দিন সকালে কাব-বুলবুলরা এক সমাবেশে তাঁকে জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ জানায়। সন্ধ্যায় শিবাজী পার্কে অনুষ্ঠিত এক ক্যাম্পফায়ারে স্কাউট-গাইডরা তাঁকে অভিনন্দন জানালো। বোম্বাই থেকে লেডী বি. পি 'পুনা' গেলেন। "সঙ্গমে" ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের

জাতীয় পরিষদের সভ্যদের সহিত মিলিত হলেন। সেই অনুষ্ঠানে চীফ গাইড যাঁদের ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান "সিলভার এলিফ্যাণ্ট" প্রতীকে ভূষিত করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ স্কাউট সংস্থার স্টেট সেক্রেটারী রণেন ঘোষ ও ভারতের ক্যাম্প চীফ (স্কাউটস) কর্ণেল ভি. কে. সুন্দরম।

২৪শে ফেব্রুয়ারী লেডী বি. পি হজ তীর্থ সেবাব্রতী ৬ জন মুসলমান রোভারকে তাঁর আশীর্বাদ জানান। ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস জাতীয় কার্য্যালয় কর্ত্তৃক নির্বাচিত এই রোভার স্কাউটরা সৌদী আরাবিয়াতে এক সেবাশিবির পরিচালনা করে প্রশংসা অর্জন করে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী চীফ গাইড বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির PAWAI SCOUT CAMP এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রাঙ্গনে চীফ গাইডকে এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার, জাতীয় কমিশনার তাঁকে Silver Elephant প্রতীকে ভূষিত করেন। এই দিন রাত্রে বিশ্বগাইড প্রধান লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন।

ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের জাতীয় কার্য্যালয়ের সুপারিশে ভারতীয় রেলমন্ত্রক আমাকে দক্ষিণ-পূর্ব-রেলপথ রাজ্য স্কাউট সংস্থার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক স্কাউটার-প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র গিলওয়েল পার্কে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করেন। ১৬ই জুন বিকাল ৫-৩০ মিঃ-এ (লণ্ডন সময়) আমি ও শ্রী কে. এস. সম্পত—সহকারী প্রশিক্ষণ অধিকর্তা (স্কাউটস) গিলওয়েল পার্ক এর মাটি স্পর্শ করতেই মনে হল যে আমরা সৌভাগ্যবান— স্কাউটিং এর জন্মভূমিতে—বিশ্বস্কাউটিং এর স্কাউটার-প্রশিক্ষণ গবেষণাগার— বি. পির ভাষায় "The Home of Scouting" ও তাঁর পরমপ্রিয় স্থানে আসার সুযোগ পেয়েছি। এখানে ভারতের কত স্বনামধন্য-খ্যাতনামা-আদর্শস্থানীয়-একনিষ্ঠ স্কাউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন—যাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে ভারতের অসংখ্য স্কাউটার। একজন বর্ষিয়ান স্কাউটার

আমাদের অভ্যর্থনা করে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন ও বললেন—এটি 1st Gilwell Park Group এর গ্রুপ ডেন। সারা পৃথিবীব্যাপী 1st Gilwell Park Group এর সভ্যদের ও মিঃ পি. বি. নেভিলের আর্থিক অনুদানে এ স্কাউট ডেন তৈরী হয়েছে। মনে পড়ে গেল সেই মিঃ নেভিল যাঁর প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালে Gilwell Park এর পত্তন হয়। Group Den এর দরজায় Gilwell Park এর প্রতীক—একটি কাঠের Log এর উপর প্রোথিত কুঠার। শুনলাম এই প্রতীক বি. পি পরিকল্পিত। স্কাউটারের পরিচয় জানলাম—মিঃ বেয়ারলেন—ক্যাম্প চীফের ডেপুটি। পরের দিন আমরা ক্যাম্পচীফ মিঃ জন থারম্যানের কাছে গেলাম। আমরা দুজনেই তাঁর পুর্ব পরিচিত। ১৯৬৫ সালে পাঁচমারীতে তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তাঁকে স্কাউট অভিবাদন জানাতেই তিনি বাম হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন "তোমাদের Gilwell Park এ স্বাগতঃ জানাচ্ছি।"

এই কথা বলে পাশে দাঁড়ানো সহকারী ক্যাম্পচীফবৃন্দ মিঃ অ্যালেন, মিঃ কেম্প ও মিস মিলানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা প্রধান প্রশিক্ষণ ভূমিতে এলাম। গিলওয়েল পার্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১০৮ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৯১৯ সালের ২৬শে জুলাই এই কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। বিশ্বের নানা স্থান থেকে স্কাউটাররা এখানে উডব্যাজ, ট্রেনিং দি টীম ও অন্যান্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে আসেন। এখানে প্রথম উডব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবির হয় ১৯১৯ সালের ৮ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্কাউটারদের প্রথম পুর্ণমিলন সভা ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় চীফ স্কাউটকে 1st Gilwell Park Group এর Hony. Scoutmaster নির্বাচিত করা হয়। সেই বছরের মে মাসে প্রথম কাব উডব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালে প্রথম রোভার উডব্যাজ, ১৯২৮ সালে কমিশনারস, ১৯৩৭ সালে গ্রুপ স্কাউট মাষ্টারস এবং ১৯৫৬ সালে Training Team member

দের জন্য TRAINING THE TEAM প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়।

প্রথম উডব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেছিলেন এই Gilwel Park-এর প্রথম ক্যাম্পচীফ—ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস গিডনী, চীফ স্কাউট লর্ড বেডেন পাওয়েল তাঁর মাটাবিলি অভিযানে পাওয়া কুডু হর্ন বাজিয়ে সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন, আরো বললেন যে ১৯২০ সালে বি. পিকে যখন লর্ড উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তখন তিনি Lord Baden Powell of Gilwell নামে ভূষিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং বৃটিশ সম্রাট সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

গিলওয়েল স্কার্ফ এর কথা বলতে গিয়ে বললেন এর মধ্যে অমর হয়ে আছেন তিনজন। প্রথমজন হলেন গিলওয়েল পার্কের দাতা Mr. W. de. Bois Maclaren, Scarf এর পিছনে যে চার কোনা কাপড় আছে সেটি হল Maclaren Tartan Patch—Maclaren পরিবারের ঐতিহ্য বহন করছে। দ্বিতীয় জন হলেন ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা-বিশিষ্ট—দক্ষিন-আফ্রিকার জুলুল্যাণ্ডের রাজা ডিনি জুলু। তাঁর স্মৃতিকে বহন করছে দুটি কাঠের টুকরো বা বীডস। এ দুটি হল Wood Badge Beads. ডিনি জুলুর যে কণ্ঠহারে যে সব Beads ছিল—এ দুটি তার হুবহু নকল। রাজকীয় দরবার বা উৎসবের সময় ডিনি জুলু ১২ ফুট বিস্তৃত এক হাজার বা তার বেশী বীডস সমন্বিত একটি কণ্ঠহার পরিধান করতেন। বীডসগুলি নানা মাপের ছিল। কতগুলি ৪ ইঞ্চি লম্বা আবার কতগুলো ছিল খুব ছোট। Gilwell Museum এ, দেখালেন ডিনিজুলুর ব্যবহৃত কণ্ঠহার। তারপর বললেন Wood Badse Beads লাগানো থাকে একটি Leather thong এ। এর কথা বলতে গিয়ে বললেন ম্যাফেকিং অবরোধের কাহিনী। সেই অবরোধের সময় একজন বৃদ্ধ আফ্রিকান বি. পি. র বিষন্নতার কারণ জানতে পেরে তাঁর গলা থেকে চামড়ার মালাটি নিয়ে বি. পি. র হাতে দিয়ে তাঁকে গলায় পরতে অনুরোধ করেছিলেন।

আমাদের অভ্যর্থনা করে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন ও বললেন—এটি 1st Gilwell Park Group এর গ্রুপ ডেন। সারা পৃথিবীব্যাপী 1st Gilwell Park Group এর সভ্যদের ও মিঃ পি. বি. নেভিলের আর্থিক অনুদানে এ স্কাউট ডেন তৈরী হয়েছে। মনে পড়ে গেল সেই মিঃ নেভিল যাঁর প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালে Gilwell Park এর পত্তন হয়। Group Den এর দরজায় Gilwell Park এর প্রতীক—একটি কাঠের Log এর উপর প্রেথিত কুঠার। শুনলাম এই প্রতীক বি. পি পরিকল্পিত। স্কাউটারের পরিচয় জানলাম—মিঃ বেয়ারলেন—ক্যাম্প চীফের ডেপুটি। পরের দিন আমরা ক্যাম্পচীফ মিঃ জন থারম্যানের কাছে গেলাম। আমরা দুজনেই তাঁর পুর্ব পরিচিত। ১৯৬৫ সালে পাঁচমারীতে তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত হয়েছিলাম। তাঁকে স্কাউট অভিবাদন জানাতেই তিনি বাম হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন "তোমাদের Gilwell Park এ স্বাগতঃ জানাচ্ছি।"

এই কথা বলে পাশে দাঁড়ানো সহকারী ক্যাম্পচীফবৃন্দ মিঃ অ্যালেন, মিঃ কেম্প ও মিস মিলানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা প্রধান প্রশিক্ষণ ভূমিতে এলাম। গিলওয়েল পার্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন বর্তমানে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১০৮ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৯১৯ সালের ২৬শে জুলাই এই কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে। বিশ্বের নানা স্থান থেকে স্কাউটাররা এখানে উডব্যাজ, ট্রেনিং দি টীম ও অন্যান্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে আসেন। এখানে প্রথম উডব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবির হয় ১৯১৯ সালের ৮ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্কাউটারদের প্রথম পুর্ণমিলন সভা ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় চীফ স্কাউটকে 1st Gilwell Park Group এর Hony. Scoutmaster নির্বাচিত করা হয়। সেই বছরের মে মাসে প্রথম কাব উডব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালে প্রথম রোভার উডব্যাজ, ১৯২৮ সালে কমিশনারস, ১৯৩৭ সালে গ্রুপ স্কাউট মাষ্টারস এবং ১৯৫৬ সালে Training Team member

দের জন্য TRAINING THE TEAM প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়।

প্রথম উডব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেছিলেন এই Gilwel Park-এর প্রথম ক্যাম্পচীফ—ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস গিডনী, চীফ স্কাউট লর্ড বেডেন পাওয়েল তাঁর মাটাবিলি অভিযানে পাওয়া কুডু হর্ন বাজিয়ে সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন. আরো বললেন যে ১৯২০ সালে বি. পিকে যখন লর্ড উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তখন তিনি Lord Baden Powell of Gilwell নামে ভূষিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে এবং বৃটিশ সম্রাট সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

গিলওয়েল স্কার্ফ এর কথা বলতে গিয়ে বললেন এর মধ্যে অমর হয়ে আছেন তিনজন। প্রথমজন হলেন গিলওয়েল পার্কের দাতা Mr. W. de. Bois Maclaren, Scarf এর পিছনে যে চার কোনা কাপড় আছে সেটি হল Maclaren Tartan Patch—Maclaren পরিবারের ঐতিহ্য বহন করছে। দ্বিতীয় জন হলেন ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা-বিশিষ্ট—দক্ষিন-আফ্রিকার জুলুল্যাণ্ডের রাজা ডিনি জুলু। তাঁর স্মৃতিকে বহন করছে দুটি কাঠের টুকরো বা বীডস। এ দুটি হল Wood Badge Beads. ডিনি জুলুর যে কণ্ঠহারে যে সব Beads ছিল—এ দুটি তার হুবহু নকল। রাজকীয় দরবার বা উৎসবের সময় ডিনি জুলু ১২ ফুট বিস্তৃত এক হাজার বা তার বেশী বীডস সমন্বিত একটি কণ্ঠহার পরিধান করতেন। বীডসগুলি নানা মাপের ছিল। কতগুলি ৪ ইঞ্চি লম্বা আবার কতগুলো ছিল খুব ছোট। Gilwell Museum এ, দেখালেন ডিনিজুলুর ব্যবহৃত কণ্ঠহার। তারপর বললেন Wood Badse Beads লাগানো থাকে একটি Leather thong এ। এর কথা বলতে গিয়ে বললেন ম্যাফেকিং অবরোধের কাহিনী। সেই অবরোধের সময় একজন বৃদ্ধ আফ্রিকান বি. পি. র বিষন্নতার কারণ জানতে পেরে তাঁর গলা থেকে চামড়ার মালাটি নিয়ে বি. পি. র হাতে দিয়ে তাঁকে গলায় পরতে অনুরোধ করেছিলেন।

বলেছিলেন—এটি তাঁর মায়ের দেওয়া—সৌভাগ্যের প্রতীক। সঙ্গে থাকলে বি. পি. জীবনের দুর্যোগ কেটে যাবে। পরে তাই হয়েছিল—বি. পি. ম্যাফেকিং বিজয়ী হয়েছিলেন। সেই অজানা-অনামী আফ্রিকান হলেন উড ব্যাজের তৃতীয় স্মরনীয়। স্কাউটার-শিক্ষণ-প্রশিক্ষক বা লীডার ট্রেনার ৪টে বীডস ও সহকারী লীডার ট্রেনার ৩টে বীডস ব্যবহার করেন। Gilwell Park এর Camp Chief বা Director of Leader Training পরেন ৬টা বীডস—যার সমস্তগুলিই হল ডিনি জুলুর পুলুর ব্যবহৃত বীডস। এই কথা বলে নিজের গলার বীডস দেখিয়ে বললেন—এই বীডস ব্যবহার করেছেন প্রথম ক্যাম্পচীফ ক্যাপ্টেন গিডনী, দ্বিতীয় ক্যাম্পচীফ কর্নেল উইলসন। আমার পরে যিনি এখানকার অধিকর্তা হবেন তিনিও ব্যবহার করবেন এই বীডস। আগে যাঁরা ডেপুটি ক্যাম্পচীফ নিযুক্ত হতেন তাঁদের ডিনিজুলু ব্যবহৃত একটি বীড ও তিনটি প্রতিরূপ বীডস দেওয়া হত। বর্তমানে সকলকেই প্রতিরূপ বীডস দেওয়া হয়। উডব্যাজ প্রশিক্ষণের প্রথম যুগে যাঁরা কাব উড ব্যাজ পাবার যোগ্যতা অর্জন করতেন তাঁদের দেওয়া হত 'আকেলা ব্যাজ'। গিলওয়েল মিউজিয়ামে রাখা চামড়ার Thong এ বাঁধা বীডসের পরিবর্তে দুটি নেকড়ের দাঁত কণ্ঠহারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে এ কথা বললেন। দেখালেন Scouting for Boys এর Original manuscript ও ৬ খণ্ডে প্রকাশিত সেই বই এর প্রথম মুদ্রন।

তিনমাস Gilwell এ থাকাকালে আমরা মোট ৭টি প্রশিক্ষন শিবিরে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি মিঃ থারম্যানের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে। এর মধ্যে একটি ছিল আন্তর্জাতিক ট্রেনিং দি টীম ফোর্স। জন থারম্যান বিশ্বস্কাউটিং এ প্রথিতযশা ও অগ্রগণ্য পুরুষ ছিলেন, স্কাউটার-প্রশিক্ষণ বিষয়ে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ১৯৪৩ সালে তিনি গিলওয়েল পার্কে ক্যাম্পচীফ হয়ে কর্নেল উইলসনের স্থলাভিষিক্ত হন। ক্যাম্পচীফকে বর্তমানে ডাইরেক্টার অব লীডার ট্রেনিং বলা হয়। ২৬ বছর ধরে মিঃ থারম্যান সারা বিশ্বে স্কাউটার-প্রশিক্ষণ

বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। গিলওয়েল পার্ক বহু বছর বিশ্ব স্কাউটিং এর স্কাউটার-প্রশিক্ষণের মর্ম্মকেন্দ্র ছিল। এখন প্রায় প্রত্যেক দেশেই গিলওয়েল পার্কের অনুরূপে স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং সেই সবদেশে জন থারম্যানের শুভ পদার্পন হয়েছে ও তিনি যেখানে ট্রেনিং দি টীম কোর্স পরিচালনা করেছেন। তিনি কর্ণেল উইলসনের পর সারা বিশ্বে স্কাউটার প্রশিক্ষণের নব্যরীতির অগ্রনী পুরুষ বলে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন। স্কাউটিং এর মূলধারাকে বজায় রেখে বর্তমান যুগোপযোগী নব্যশিক্ষার বিবর্তনের মূল প্রচারক ছিলেন মিঃ জন থারম্যান। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, অপরূপ শিক্ষণ-পদ্ধতি অনেকের মত আমাকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ও আকৃষ্ট করে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী। স্কাউটার প্রশিক্ষণ ব্যাপারে তিনি সারা বিশ্বে নিজের বৈদগ্ধ এবং পাণ্ডিত্যগুণে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের বিনয় অনুকরণীয় এবং তাঁকে অক্ষয় গৌরবের অধিকারী করে রাখবে। তাঁর পূত সান্নিধ্যধন্য প্রত্যেকেই অন্তরে এক সুগভীর প্রেরণা লাভ করবেন। ১৯৮৫ সালের ১০ই এপ্রিল লণ্ডনে তাঁর জীবনাবসান হয়।

গিলওয়েল পার্ক থেকে স্কাউট আন্দোলন সংগঠক প্রশিক্ষণের জন্য কয়েক দিন ২৫ নং বাকিংহাম প্যালেস রোডের কার্য্যালয়ে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বলি যে Boy Scouts World Bureau স্থাপিত হয় ১৯২০ সালে। চীফ স্কাউট—লর্ড বি. পি International Committeeর Chairman নির্বাচিত হন। International Committee মিঃ হুবার্ট মার্টিনকে নিয়োগ করেছিলেন। সেই হুবার্ট মার্টিন—যাকে বলা হয়—বিশ্ব স্কাউটিং এর স্থপতি—এই ২৫ নং বাকিংহাম প্যালেস রোডের একটি ঘরে প্রথম International Bureauর কাজ সুরু করেন।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত—৫৭ বছর ধরে এই ২৫ নং বি. পি. রোডে পূর্বতন রাজকীয় কার্য্যালয় ও বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসনের (যুক্তরাষ্ট্র)

কার্য্যালয় ছিল। স্কাউট আন্দোলন প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে এই কার্য্যালয় থেকে সারা বিশ্বের স্কাউট আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হত। সাময়িক ভাবে বেডেন পাওয়েল হাউজে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্কাউট সংস্থার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়। BP house এর সন্নিকটে কুইনস গেটে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় স্কাউট সংস্থার কার্য্যালয়। ইংলণ্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ১৬ই নভেম্বর ১৯৭৬ সালে এই ভবনের উদ্বোধন করেন।

গিলওয়েলে স্কাউটার-প্রশিক্ষণ ছাড়া বিভিন্ন কাউন্টি অ্যাসোসিয়েসনের স্কাউট গ্রুপ প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র পরিদর্শন কুইনস স্কাউট অভ্যর্থনা সমাগমে যোগদান ও ২২টি দেশের স্কাউট প্রতিনিধি যোগদানকারী ষষ্ঠ এসেক্স আন্তর্জাতিক জ্যাম্বোরীতে সংগঠন কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। গিলওয়েল পার্কে সারাদিন ব্যাপী 'কাবেদের দিন' আমাদের স্মৃতিতে চির-জাগরূক হয়ে থাকবে। National Cub-Scout Board এই সারাদিন ব্যাপী 'কাবেদের দিন' পরিচালনা করেন। ৬ই জুলাই ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত ৩২ হাজার কাব ও তাদের আকেলাদের জন্য Gilwell Park এ নানাবিধ হাতের কাজ ও সঙ্গীত প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন রকমের খেলা প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের অংশীদার করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৭৬ সাল থেকে Cub Day র পরিবর্তে পাঁচদিন ব্যাপী কাব-স্কাউট সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা হয়েছে।

১৩ই অগষ্ট দর্শনের দিন স্থির এই মর্মে একদিন হাম্পটন কোর্ট প্যালেস থেকে বিশ্বের প্রধান গাইড লেডী বেডেন পাওয়েলের আমন্ত্রণ পেলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁর আবাস "টিউডর" অংশে পৌঁছে দেখলাম অনেক বিদেশী স্কাউটার আমাদের মত চীফ গাইডের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষারত। আহ্বান পাবার পর একটা প্রচণ্ড আবেগপূর্ণ মনে হলের দিকে অগ্রসর হলাম। আমার স্কাউট জীবনের বিশেষ দিন। বিশ্বের প্রধান গাইডের—এক মহিয়সী মহিলার সম্মুখীন হবো আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে—কোন র‍্যালী, কনফারেন্স বা মিটিং এ নয়—তাঁর আবাসস্থলে—যা বৃটিশ সম্রাট বি. পির প্রতি দেশ ও জাতির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ

তাঁর সহধর্মিনী লেডী বেডেন পাওয়েলকে ঐ প্রাসাদের এর Grace and Favour apartment এ বিনা খরচে আজীবন থাকার সর্তে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশের ব্যবস্থা করেছেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম অনেকে বসে আছেন। আর সেই অশীতিপর বৃদ্ধা "হ্যালো" বলে বাঁম হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। আমার শ্রদ্ধা-অভিবাদন জানিয়ে পরিচয় দিয়ে জানালাম যে বি. পি. কে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি, আজ দেখছি বি. পি.র প্রতিভূকে—যাঁর মধ্যে বি. পি.র সান্নিধ্য স্পর্শ পাবো। খুব খুশী হলেন চীফ গাইড, পরিচয় করিয়ে দিলেন বি. পি.র প্রামান্য জীবনী গ্রন্থ "Baden Powel—The two lives of a Hero"র লেখক খ্যাতনামা আমেরিকান স্কাউটার মিঃ উইলিয়াম হিলকোর্ট ও তাঁর স্ত্রী মিসেস হিলকোর্টের সঙ্গে।

বি. পি. ব্যবহৃত জিনিষপত্র দেখালেন ও জানালেন যে আরো জিনিষপত্র ও ছবি লণ্ডনের কেনসিংটন মিউজিয়াম Baden Powell House ও Gilwell Park এ সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য দেওয়া হয়েছে। Gilwell Park সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন "বি. পি. যখনই ইংলণ্ডে থাকতেন তখনই গিলওয়েল পার্কে চলে যেতেন। গিলওয়েল ছিল তাঁর অতীব প্রিয়। দেশের বাইরে বা অসুস্থ না থাকলে তিনি প্রতি বছর গিলওয়েল রি-ইউনিয়নে যোগ দিতেন। ওঁর সঙ্গে শেষবার গিলওয়েল ক্যাম্প করি ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। বি. পি. শতবার্ষিকী বৎসর—১৯৫৭ সালে আমাকে 1st Gilwell Park Group এর Hony. member করা হয় সেই বছর থেকে আমি প্রতি বছর গিলওয়েল পুনর্মিলন সভায় যোগদান করি।

তাঁর জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে যা জানালেন সেই সব কথা এখানে বলছি। লর্ড বেডেন পাওয়েল—বিশ্ব স্কাউট প্রধান ও স্কাউটিং-গাইডিং প্রতিষ্ঠাতা জন্মেছিলেন ১৮৫৫ সালে—দুই বিশ্ব-স্কাউট-গাইড প্রধানের জন্ম তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারী। লেডী বি. পি চীফ স্কাউট অপেক্ষা ৩২ বছরের ছোট। বি. পি বা জেনারেল বেডেন পাওয়েলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়

প্রচলিতভাবের ব্যতিক্রমের জন্য সাধারণের কাছে এ বিষয়ে এক জিজ্ঞাসু মনোভাব আছে। স্কাউটার-গাইডারদের কাছেও এর নানারকম ব্যাখ্যা শুনে থাকি। তার পর বললেন—

সেটা ১৮৯৫-৯৬ সাল হবে। চীফ স্কাউট তখন পশ্চিম আফ্রিকার রণাঙ্গনে। সেই সময় তিনি সেখানকার দুই উপজাতি সম্বন্ধে এক উপাখ্যান শুনেছিলেন। এর মধ্যেই আমরা পাবো বাম হাতে করমর্দ্দনের তাৎপর্য্য। এই উপজাতিরা পাশাপাশি থাকতেন। কিন্তু সব সময়েই তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরস্পরের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি লেগে থাকতো। এই মনোভাব তাঁদের উভয় পক্ষেই খুব ক্ষতিকারক ছিল। এইরকম ঘটনা বহু যুগ ধরে চলে আসছে। একদিন এক বৃদ্ধ উপজাতি নেতা তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন যে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করে তাঁরা এক সঙ্গে সুখে-শান্তিতে থাকবেন।

যখন কিছুদিনবাদে অপরপক্ষ তাদের আক্রমণ করলো তখন এ পক্ষের সৈন্যদল প্রতিরোধ করতে এগিয়ে না গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পশ্চিম আফ্রিকাতে একটা Code of Honour ছিল। যে, অস্ত্রহীন সৈনিক— যে আত্মরক্ষায় অপারক—তাকে কখনও আক্রমণ করা হবে না, এই সময় আক্রমণকারী সৈন্যদল একটি জিনিষ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। রক্তপিপাসু দানবের উদ্যত খড়্গ হাতেই রয়ে গেল। তারা দেখল এক বৃদ্ধ—একা অস্ত্র-শস্ত্র বিহীন অবস্থায় ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। অপ্রত্যাশিত ও কল্পনাতীত ব্যাপার। কোথায় গেল সেই যুদ্ধের উন্মাদনা। তারা এক্ষেত্রে কি করা উচিত বোধ হয় ভাবছিল।

শত্রুসেনার মধ্যে গিয়ে বৃদ্ধ নেতা তাঁর বর্ম ও ঢাল নামিয়ে রাখলেন ও বললেন—"আমি এসেছি নিরস্ত্র অবস্থায়। আমি আমার বাম হাত তোমাদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। এটি হল বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের প্রতীক। প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকা উচিত নয়। এখন থেকে আমরা

বন্ধুভাবে ও শান্তিতে থাকতে চাই এবং আমি বিশ্বাস করি যে তোমরাও আমাদের প্রতি অনুরূপ ভাবাপন্ন হবে।"

তারপর অনেক বছর পর আমার স্বামী বয়স্কাউটস আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন। তিনি জানতেন যে ছেলেমেয়েরা রহস্যময় ইঙ্গিত ভালবাসে। সেইজন্য তিনি ঠিক করলেন যে আমাদের এই "রহস্যময় ইঙ্গিত"টি থাকবে—আমরা অন্যদের থেকে আলাদাভাবে করমর্দ্দন কোরবো। এই আন্দোলনে আমরা পরস্পর-পরস্পরকে বিশ্বাস করি এবং সম্ভাষণের নূতন প্রথা হবে আমাদের নিজস্ব রীতি। সাধারণে প্রচলিত ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে করমর্দ্দন এই আন্দোলনে চালু থাকবে। হৃদ্‌পিণ্ড অপেক্ষাকৃতভাবে বাম হাতের খুব কাছে। স্কাউট-গাইড যে প্রদেশ, দেশ বা জাতিরই হোক্ না কেন—যতই অপরিচিত হোক না কেন বাম হাতে করমর্দ্দনের মধ্যে একে অপরের অন্তরে হৃদয়ের স্পর্শ পাবে।

এই বলে চীফ গাইড চুপ করলেন। সকলে একনিবিষ্টভাবে তাঁর কথা শুনছিলেন, এবারে বিদায় নেবার পালা। আমরা তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা-অভিবাদন জানিয়ে হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেসের লেডী বি. পির কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম।

যাঁরাই চীফগাইডের পূত সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদেরই মনে হয়েছে যে বি. পি এখনও বেঁচে আছেন তাঁর মধ্যে। কারন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে চীফ স্কাউটের ভাষা, ধ্যান ও ধারনা। তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করছি ১৯৬০ সালে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নিখিল ভারত জ্যাম্বোরীতে সমবেত স্কাউট, গাইড, স্কাউটার, গাইডার ও কমিশনারদের যে অপরূপ নূতন ও অভূতপূর্ব সঙ্ঘধ্বনি দিয়েছিলেন সেই কথা বলে। তিনি বলেছিলেন—"কেবল আরো একটি" ("Just one more")। অপরূপ সঙ্ঘধ্বনি। অনেক কাজ করতে বলছেন না—আহ্বান করছেন শুধু একটি বেশী কাজের জন্য। তাঁর এই অভূতপূর্ব আহ্বান সকলের প্রতি—স্কাউট, স্কাউটার, গাইডার ও কমিশনার। বললেন

আর্কাডিয়ান জাহাজে ১৯১২ সালে। বি. পি ছিলেন সেই জাহাজে স্কাউটিং সংগঠনের জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, পানামা প্রভৃতি দেশে যাত্রী। সেই বছরের ৩০শে অক্টোবর তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই উপলক্ষে স্কাউটরা ১ পেনী করে চাঁদা দিয়ে নব-দম্পতিকে একটি রোলস রয়েস গাড়ী উপহার দেয়। গার্লগাইড আন্দোলনে যোগদান করেন ১৯১৬ সালে—সাসেক্সের কমিশনার। বৃটিশ যুক্তরাজ্যের প্রধান গাইড নির্বাচিত হন ১৯১৮ সালে। তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯২৮ সালে স্থাপিত হয় World Association of Girl Guides and Girl Scouts. (W A G G G S)। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে ভারতের তদানিন্তন গার্লগাইডস অ্যাসোসিয়েসন এই বিশ্বসংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। বিশ্ব গার্লগাইড ও গার্ল স্কাউটস সংস্থা ১৯৩০ সালে তাঁকে বিশ্ব গাইড প্রধান (World Chief Guide) নির্বাচিত করেন। এই নির্বাচনের সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন "I will do my best to help everybody everywhere". [এই প্রসঙ্গে বলি যে ৪৭ বৎসর ধরে তিনি এই মর্য্যাদাপূর্ণ পদে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে ২৬শে জুন ১৯৭৭ সালে—৮৮ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়সে বি. পি জীবনের শেষ শিখা, তাঁর শেষ বার্তাবহক—ঈশ্বর কর্ত্তৃক বৃহত্তর কর্মের জন্য আহ্বায়িত হন "(Called for higher Service)। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সমাপ্তি হয়ে যায় একটি যুগ।]

তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই ১৯৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারীর একটি ঘটনার কথা। ১৯৬১ সালে তিনি শেষবার কলকাতায় এসেছিলেন। স্কাউটিং-গাইডিং প্রসারের জন্য সারা বিশ্ব পরিভ্রমন করেছেন পাঁচবার। যেখানেই গেছেন স্কাউট-গাইডদের সঙ্গে কথা বলেছেন, স্কাউটার-গাইডার ও তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করবার জন্য ছোট-বড় সকলেই ছিল পরম আগ্রহান্বিত। কাউকেই তিনি নিরাশ করতেন না। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সদর কার্য্যালয় গার্ডেনরীচে এসেছেন ১৯৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী। স্কাউট-গাইড ও তাদের নেতারা চীফ গাইডকে দর্শনের

জন্য ও তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দনের জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষায় রত। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠলো। তাঁর সময় খুব কম। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ স্পর্শ থেকে কেউ বঞ্চিত হলেন না। সকলে এক সঙ্গে হাতের উপর হাত রেখে তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করেছিল। ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সাল দঃ পূঃ রেলপথ ভারত স্কাউটস ও গাইডসের কাছে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন।

২২শে ফেব্রুয়ারী তাৎপর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন যে এই দিনটি সারা পৃথিবীর স্কাউট-গাইডদের কাছে একটি স্মরণীয় দিন। এদিন তাদের 'প্রতিষ্ঠাতার দিন' (Founders' day)। তারা সকলে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে লর্ড বেডেন পাওয়েলকে যিনি এই বিশ্বে স্কাউটিং ও গাইডিং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেহেতু তাঁরও জন্মদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী সেইজন্য গার্লগাইডস ও গার্ল স্কাউটসরা এই দিনটিকে "চিন্তার দিন" বা "Thinking Day" বলে পালন করে। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন যে ১৯২৬ সালে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক গার্ল গাইডস ও গার্লস্কাউটস সম্মেলন ২২শে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে Thinking Day বলে পালন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। আরো বললেন যে, ১৯৩২ সালে পোলাণ্ডে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিশ্ব গার্লগাইডস ও গার্লস্কাউটস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২২শে ফেব্রুয়ারী বিশ্বের সমস্ত গার্লগাইডস ও গার্লস্কাউটসরা এক পেনী বা নিজের দেশের সমমুদ্রায় বিশ্বসংস্থার তহবিলে জমা দেয়। এই অর্থ গার্লগাইডিং ও গার্লস্কাউটিং এর উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হয়। আর যারা বিশ্বের স্কাউটরা তাদের পরম প্রিয় বি. পির জন্মদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ব স্কাউট বন্ধুত্ব দিবস (World Scout Friendship Day) হিসাবে পালন করে। স্কাউটদের প্রদত্ত অর্থ 'বিশ্বস্কাউট বন্ধুত্ব তহবিলে' জমা হয় এবং সেই অর্থ স্কাউট আন্দোলনের প্রসার ও উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হয়।

আমরা স্কাউট-গাইডরা Left handshake বা বাম হাত দিয়ে করমর্দ্দন কেন করি এর তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করাতে চীফ গাইড জানালেন যে

শুধু একটি বেশী টেষ্টে সফল হও—একটি ব্যাজ পাবার জন্য, পেট্রোলের জন্য একটি নূতন বন্ধু, একজন স্কাউটার / গাইডার, একজন সাহায্যকারী এবং সমর্থক, প্রাক্তন স্কাউট-গাইড সংস্থার জন্য একজন সভ্য, সমাজের জন্য একটি ভাল কাজ, একটি প্রার্থনা ও শুভচিন্তা যাতে ভারতের সর্বস্তরে স্কাউটিং-গাইডিং এর আদর্শ বিস্তার লাভ করে।

গিলওয়েল পার্কে থাকাকালে যে সব মহান স্কাউটারদের পূর্ত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন—বিশ্বস্কাউটিং এর এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ "বেলজ উইলসন" বা জন স্কিনার উইলসন। তাঁর পুন্যদর্শন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সৌভাগ্য হয় ৮ই সেপ্টেম্বর—যেদিন ছিল ৪২তম গিলওয়েল পরিবারের মিলন সভার (গিলওয়েল রি-ইউনিয়ন) শেষ দিন। প্রসঙ্গতঃ জ্যানাচ্ছি যে ৪২তম রি-ইউনিয়নে শুরু হয় গিলওয়েল পার্কের সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসব। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত ৪৩তম রি-ইউনিয়নে সমাপ্তি হয় এই সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার ২ ঘণ্টা আগে থেকে অপেক্ষা করছি। সেই রকমই রীতি। দেরী হলে প্রবেশ দুঃসাধ্য। Rostram এর উপর এসে একে একে স্কাউট নেতৃবৃন্দ যথা—স্যর (বর্তমানে লর্ড) চার্লস ম্যাকলীন—কমনওয়েলথের চীফ স্কাউট, জন থারম্যান, রবীন গোল্ড প্রভৃতি এসে আসন গ্রহন করলেন। অনুষ্ঠান সুরু হবে স্কাউটের নিজস্বরীতিতে প্রার্থনা দ্বারা (Scouts own)। আরম্ভ হবার কয়েক মিনিট আগে এলেন গুনমুগ্ধ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতবন্ধু কর্ণেল যে. এস. উইলসন। সেই শান্ত, স্মিত-মুখ। অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হবার মাত্রই ভীড় ঠেলে তাঁর কাছে গেলাম। অভিবাদন জানিয়ে পরিচয় দিতেই বাম হাত বাড়িয়ে দিলেন গিলওয়েল পার্কের একদা স্থপতি কর্ণেল উইলসন। শ্রী সম্পত পাঁচমারীর জাতীয় স্কাউটার-প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত জেনে প্রশিক্ষন কেন্দ্র সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন। আমাকে বললেন ভারতবর্ষ বিশেষ করে কলকাতা আমার স্কাউট জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র—সেইজন্য কলকাতার

কাউকে দেখলে সেই মুখস্মৃতি মনকে দোলা দেয়। শুনতে চাইলাম স্কাউটিং এর ফেলে আসা দিনগুলির কথা। আমাদের সঙ্গে পরিভ্রমনরত অবস্থায় কর্ণেল উইলসন যা বলেছিলেন সেই সব কথা সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

১৯১৭ সালে প্রথম কলিকাতা সংস্থার Old Mission Church Troop এর সহকারী স্কাউটমাষ্টার হিসাবে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করেন মিঃ জে. এস. উইলসন—কলকাতার সিনিয়র ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। তারপর প্রথম কলিকাতা সংস্থার ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার। জানালেন যে সে যুগে কোন ভারতীয় ছেলেকে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করতে দেওয়া হত না। তদানিন্তন বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে গোপন নির্দ্দেশনামা ছিল "Scouting-might train them revolutioneries".

স্যর আলফ্রেড পিকফোর্ড (পি কি নামে খ্যাত), জে. এম. ঘোষ, জ্যাক (জে. এ. কারথাম) প্রভৃতির সহযোগিতায় সেই সময়কার প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে কলকাতায় স্কাউট আন্দোলন বিস্তারে সহায়তা করেছিলেন। ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত বাংলা তথা ভারতের প্রথম উড ব্যাজ প্রশিক্ষণ শিবিরের কথা জানালেন। প্রশিক্ষণ নেতা ছিলেন পি কি ও তিনি ছিলেন সহকারী। যখন তাঁকে গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ নিযুক্ত করা হয় তখন B. P. মত প্রকাশ করেছিলেন যে What is loss to Bengal is gain to England. ২০ বছর (১৯২৩-১৯৪৩) ক্যাম্পচীফ হিসাবে কাজ করার জন্য কেবল ইংলণ্ড লাভবান হয়নি উপকৃত হয়েছে সারা বিশ্ব। ১৯৩৮ সালে International Committeeর আমন্ত্রণে ক্যাম্পচীফের গুরু দায়িত্বের সঙ্গে Hony. Director এর কাজ করেছিলেন এবং তারপর তিনি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত International Bureauর (বর্তমানে World Bureau) ডাইরেক্টার হিসাবে তাঁর অপূর্ব কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। Director, International Bureau থাকাকালে ভারতবর্ষের স্কাউট আন্দোলনের পরিদর্শনে এসেছিলেন ১৯৫২ সালে। ১৯৫৩ সালে Liechtension এ অনুষ্ঠিত চতুর্দ্দশ আন্তর্জাতিক

বয়স্কাউটস সম্মেলন তাঁকে International Committeeর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেন। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস পরিষদ তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের সৌভাগ্যলাভ করে। তিনি International Fellowship of former Scouts & Guides এর সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। ভারতবর্ষ সমেত বিশ্বের ১২টি দেশ কর্ণেল উইলসনকে তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ স্কাউট সম্মানে ভূষিত করে নিজেরা গৌরবান্বিত হয়েছেন। ১৯৩৭ সালে বি. পি স্বয়ং তাঁকে বিশ্ব স্কাউটিং এর সর্বোচ্চ সম্মান Bronze Wolf এ ভূষিত করেন। ২১শে থেকে ২৮শে অগষ্ট ১৯৬৯ সালে ফিনল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশ বয়স্কাউট বিশ্ব সম্মেলনে কর্ণেল উইলসন যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "প্রশিক্ষণ"। তাঁর উপস্থিতিতে এই অধিবেশনে সারা বিশ্বের স্কাউটার-প্রশিক্ষণের কর্তৃত্ব গিলওয়েল পার্ক থেকে বিশ্বস্কাউট দপ্তরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং স্কাউটার-প্রশিক্ষণ ও বিশ্বস্কাউট সাব কমিটির পুনর্বিন্যাস হয়। ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর গিলওয়েল পার্কের ৫০ বৎসর পূর্তি বা সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এর পরে তাঁকে কোন বয়স্কাউটস সম্মেলনে দেখা যায় নি। তার কারণ লণ্ডনে ১৯শে ডিসেম্বর অকস্মাৎ এই বিরাট স্কাউট আন্দোলন সংগঠক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম স্কাউটার-প্রশিক্ষণ-প্রশিক্ষক ভারতবন্ধু কর্ণেল জে. এস. উইসনের ৮১ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ ঘটে। ভারতবর্ষে এই মহান নেতার তিরোধানের সংবাদ পৌছালে তাঁর সহকর্মী ও অসংখ্য অনুরাগীবৃন্দ শোকাভিভূত হয়। ভারতের প্রায় প্রত্যেক স্কাউট সংস্থার মুখপত্রে এই শোকজ্ঞাপক সংবাদ ও তাঁর ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রকাশিত হয়।

আমাদের গিলওয়েল প্রশিক্ষণ-পর্ব শেষ হল। স্কাউটিং এর গবেষণা কেন্দ্র এবং শক্তিগৃহ—বিশ্বস্কাউট ভ্রাতৃত্বের আধ্যাত্মিক কার্য্যালয় গিলওয়েল পার্ক থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর মিঃ থারম্যান ও অন্যান্য বন্ধুদের থেকে গভীর ভারাক্রান্ত মনে বিদায় গ্রহণ করি। ক্যাম্পচীফ তাঁর ডেপুটি মিঃ বেয়ারলেনকে আমাদের

বিদায় দেবার জন্য হিথরো বিমান বন্দরে পাঠিয়েছিলেন। আজও গিলওয়েলের সব সুখ-স্মৃতি মনে পড়লে মন ভরে ওঠে। বিশেষ করে মনে পড়ে ইংলণ্ডের খ্যাতকীর্তি স্কাউটার মিঃ রালফ রীডার রচিত সেই গান দুটি—"Back to Gilwell" ও "In my dreams. I'm going back to Gilwell".

লণ্ডন থেকে প্যারিস হয়ে আমরা জেনেভা (সুইজারল্যাণ্ড) যাই। বিমান বন্দরে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন বয়স্কাউটস বিশ্বদপ্তরের সেক্রেটারী-জেনারেল ডক্টর লেজলো নেগী ও তাঁর সহকর্মীদ্বয় মিঃ জ্যারেট ও মিঃ সীবোল্ড। ১লা ১৯৬৮ সালে ডক্টর নেগী সেক্রেটারী-জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। তিনি স্কুল জীবনে স্কাউট ছিলেন—স্কাউট মাষ্টার হয়ে কাজ করেছেন বহুদিন। এই পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন স্কাউট নেতা তাঁর কার্য্যভার গ্রহন করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন—"১৯০৮ সালে স্কাউটিং ফর বয়েজ প্রকাশের সময় থেকে আজও বি. পির আদর্শ ও শিক্ষারীতি কার্য্যকরী। তাঁর সেই সুমহান আদর্শ ও পরিকল্পনা একটা কঠিন সীমিত বেড়াজালের মধ্যে থাকবে এটা বি. পির অভিপ্রায় ছিল না। এই জন্য তিনি সব সময় বলতেন যে এই আন্দোলন তালের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলবে এবং এর কর্মধারার উন্নতি সাধন করতে চেষ্টা করবে।" ডক্টর নেগী আরো যা বলেছিলেন সেটা তাঁর ভাষাতেই বলছি "Faith in the principles set out by B. P. does not mean faith to routine and out of date methods, but remaining close to the spirit of the Founder".

বাঙ্গালোরে (জানুয়ারী ১৯৮৬) অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরীতে ডক্টর নেগী যে অপূর্ব ভাষন দিয়েছিলেন তার কিছু অংশ জানিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন—"Without top quality leadership there is no top quality Scouting & Guiding". এক ফরাসী লেখকের রচনা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন "From the alter of our ancestors, let us guard the flames and not the ashes".

আমাদের পূর্ব-নির্দ্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে আমরা জেনেভাতে যাকে বলা হয় বিশ্বস্কাউটিং এর কেন্দ্র বিন্দু বা রাজধানী তিনদিন থাকি এবং বিশ্বস্কাউট দপ্তর বা কার্য্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। এই বিশ্বস্কাউট দপ্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্কাউট সংস্থাগুলিকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করছে। জেনেভা থেকে আমরা রোম যাই সেখানে ঐ দেশের আন্তর্জাতিক কমিশনার রোমের স্কাউট আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত করেন। এর পর আমরা কায়ারো যাই এবং ঐ দেশের স্কাউট কার্য্যালয়ে কিছু সংখ্যক স্কাউটারদের সঙ্গে মিলিত হই ও স্কাউটিং সম্বন্ধে এক আলোচনা সভায় যোগদান করি। কায়রো থেকে আমাদের ইরানের স্কাউট সংস্থা পরিদর্শনে যাবার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ আমাদের সেই কর্মসূচী বাতিল করতে হয়। কায়রো থেকে সরাসরি আমরা নূতন দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে অবতরন করি ১৪ই সেপ্টেম্বর।

ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রকের সহযোগিতায় সরকার পরিচালিত উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে—যথা—মানা (মধ্য প্রদেশ), মাটিয়া (আসাম), দণ্ডকারণ্য ও চান্দাতে (মহারাষ্ট্র) উদ্বাস্তু শিবিরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কাউট গাইড গ্রুপ সংগঠিত হয়। মানা শিবিরের ১২ জন স্কাউট ও ১৬ জন গার্লগাইড প্রেসিডেন্টস স্কাউট ও প্রেসিডেন্টস গাইড ব্যাজ পাবার সম্মান অর্জন করে। মানা ও চান্দাতে প্যাকস্কউটারস প্রশিক্ষণ শিবির সর্বশ্রী পুর্ণেন্দু দাস ও বিমল করের তত্বাবধান ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

কমনওয়েথ দেশসমূহের চীফ স্কাউট—স্যার চার্লস ম্যাকলীন ও মিঃ পীটার কুক—কমনওয়েথ সেক্রেটারী—যাঁদের সঙ্গে গিলওয়েল প্রবাসকালে বিশেষ ঘনিষ্টতা হয়েছিল—ভারত পরিভ্রমণের জন্য মাদ্রাজের মীনামবাজার বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন ৪ঠা অক্টোবর। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে বর্তমানে চীফ স্কাউট কমনওয়েথ পদটির বিলোপ সাধন করা হয়েছে। মাদ্রাজ, দক্ষিণ রেলপথ, বোম্বাই ও মধ্যরেলপথের স্কাউটিং-গাইডিং পরিদর্শন করে স্যর চার্লস

ও মিঃ কুক দিল্লীতে আসেন ও রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্টস স্কাউট-গাইড সমাবেশে যোগদান করেন। দিল্লী থেকে তাঁরা পাঁচমারীতে জাতীয় স্কাউটার-গাইডার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যান এবং সেখানে ১১ই অক্টোবর ভারতের একদা জাতীয় কমিশনার—বর্ষিয়ার স্কাউট নেতা ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর ৮০তম জন্মোৎসবে যোগ দেন। সেই অনুষ্ঠানে স্যর চার্লস জাতীয় কমিশনার শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার তাঁর লেখা ভারতের স্কাউট আন্দোলনের ঐতিহাসিক তথ্য-সমন্বিত "A dream came to be true" গ্রন্থটি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপ ডক্টর কুঞ্জরুর করকমলে অর্পন করেন। জাতীয় সংগঠক কমিশনার—শ্রী ভি. পি. যোশী—তাঁর পরিকল্পিত ভারতের স্কাউট-গাইডদের সেবা প্রকল্পের বিবরণাদি সমৃদ্ধ একটি অ্যালবাম ভারতের স্কাউট-গাইডদের পক্ষ থেকে ডক্টর কুঞ্জরুর হস্তে অর্পন করেন। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার স্যর চার্লসকে ভারতের সর্বোচ্চ স্কাউট-গাইড সম্মান সিলভার এলিফ্যান্টে ভূষিত করেন।

পাঁচমারী থেকে স্যর চার্লস ও মিঃ কুক বোম্বাই মেল যোগে হাওড়া স্টেশনে পৌছান ১৪ই অক্টোবর। সেখানে পঃ বঙ্গ, পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের তিন রাজ্য স্কাউট প্রধান ও কমিশনারবৃন্দ তাঁদের স্বাগতঃ জানান। ঐদিন সন্ধ্যায় কলকাতার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংস্থার স্টেট কমিশনার (স্কাউটস)—শ্রীঅলককুমার ঘোষের নেতৃত্বে তিন রাজ্য সংস্থার প্রযোজনায় এক বিশেষ অগ্নিসভায় তাঁদের সম্বৰ্দ্ধিত করা হয়। কলকাতায় অবস্থানকালে দক্ষিন কলিকাতা সংস্থার প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন—দঃ পূঃ রেলপথ স্কাউট সংস্থার কার্য্যালয় গার্ডেনরীচে স্কাউট-গাইড সমাবেশে যোগদান—ঐ রেলপথের অফিসারস ক্লাব প্রাঙ্গনে তিন রাজ্য সংস্থার স্কাউটার গাইডার ও কমিশনারদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন ইত্যাদি স্যর চার্লসের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। নানা ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা গার্ডেনরীচ থেকে শালিমার পর্যন্ত লঞ্চে পরিভ্রমণ করেন। গার্ডেনরীচ ডিস্ট্রিক্ট সংস্থার স্কাউটার যতীন্দ্রনাথ প্যারেল ও তার শালিমার গ্রুপের স্কাউট-গাইডরা এই পরিভ্রমণে স্যর চার্লস ও মিঃ কুকের সঙ্গে ছিলেন।

কলকাতা থেকে বিদায় নেবার প্রাককালে দমদম বিমান বন্দরে স্যর চার্লসকে দঃ পূর্ব রেলপথ স্কাউট সংস্থার পক্ষ থেকে ঐ রেলপথের স্কাউট-গাইড প্রধান—শ্রী জে. এন. রায়, স্টেট কমিশনার স্কাউটস ও গাইডস শ্রী আই. পি. বাহাল ও শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত গার্ডেনরীচে অনুষ্ঠানসমূহের আলোকচিত্রের একটি অ্যালবাম উপহার দেন। স্যর চার্লসের আগমনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য কলকাতাস্থিত তিন রাজ্য স্কাউট-সংস্থার স্কাউটিং-গাইডিং কার্য্যাবলীর বিবরণ-সমন্বিত একটি সুন্দর স্মারকগ্রন্থ স্যর চার্লসকে অর্পন করা হয়।

১৯৬৯—৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বর গিলওয়েল পার্কের ৫০ বছর পূর্তি বা সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয় পৃথিবীর সমস্ত স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ভারতেও এই উৎসব বিশেষ মর্য্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, তারাদেবী, বোম্বাই, পাঁচমারী, আদ্রা, মধুপুর ও গঙ্গানগর স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে এই উপলক্ষে উডব্যাজ প্রাপ্ত স্কাউটারদের বিশেষ মিলন সভা অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আদ্রাতে দুদিন ব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এই রেলপথের রাজ্যসংস্থার পক্ষে লেখক আহ্বায়ক-সচীব হিসাবে "গিলওয়েল পার্ক সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব" পুস্তিকার সম্পাদনা করেন, লেডী বেডেন পাওয়েল, জন থারম্যান, মিঃ বেয়ারলেনের শুভেচ্ছা-অভিনন্দন ও গিলওয়েল পার্কের ইতিহাস সম্বলিত এই পুস্তিকা এই রেলপথের উডব্যাজ প্রাপকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঙ্গানগরে এই উপলক্ষে উডব্যাজ প্রাপ্তদের সমাবেশে গিলওয়েল পার্কের প্রতীক স্থাপন করা হয়। বিশ্ববিশ্রুত স্কাউটার দি রাইট রেভারেণ্ড আর. ডব্লু. ব্রায়ান এখানে The Gilwell Scouter শিরোনামে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। গিলওয়েল পার্কের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে যোগদান করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউট সংস্থার স্টেট কমিশনার (স্কাউটস) শ্রীঅলক কুমার ঘোষ ও সহকারী রাজ্য কমিশনার

(স্কাউটস শ্রীগৌর সরকার ইংলণ্ড যান সেখানে ঐতিহাসিক সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ও ৪৩তম গিলওয়েল রি-ইউনিয়নে যোগদান করেন।

২রা অক্টোবর ১৯৬৯ সাল থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত জাতীয় কার্য্যালয়ের নির্দেশে সারা দেশে স্কাউট-গাইড সংস্থাগুলি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর শতবার্ষিকী উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে জাতীয় কার্য্যালয় স্কাউট-গাইডদের জন্য বিশেষ ব্যাজ প্রকাশ করেন। সমগ্র কর্মসূচী জাতীয়, রাজ্য ও জিলা এই তিনটি স্তরে প্রনয়ন হয়েছিল। কাব-বুলবুলদের জন্য মহাত্মাজীর জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে একটি Scrap Book গঠন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়, শতবার্ষিকী উৎসবের কর্মসূচী অনুযায়ী সারাভারতে কয়েকটি প্রান্তীয় রোভার ও রেনজারদের সমাগমের আয়োজন হয় বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা এই সমস্ত প্রান্তীয় সমাগমের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। ১৯৭০—পূর্ব পাকিস্থান (পূর্ব বঙ্গ) থেকে উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত থাকায় সারা ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এক বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়। জাতীয় কমিশনারের আবেদনে প্রত্যেক রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। উত্তর-সীমান্ত রেলপথের স্কাউট-গাইডরা জাতীয় কমিশনারের হাতে তাদের সংগৃহীত অর্থ, পুরাতন পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও ঔষধ নানা উদ্বাস্তু শিবিরের শরনার্থীদের জন্য অর্পন করে। জাতীয় পশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৯শে মে থেকে ২রা জুন পর্য্যন্ত প্রথম সারা ভারত স্কাউটারস-গাইডারস সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল—"আরো বেশী ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল আকর্ষণীয় স্কাউটিং-গাইডিং কর্মসূচী। জাতীয় কমিশনার শ্রীমতী লক্ষী মজুমদার এই সেমিনারে পৌরোহিত্য করেন।

সমস্ত বিশ্বের গার্ল গাইডস সংস্থা মহাসমারোহে নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গার্ল গাইডস আন্দোলনের হীরক জয়ন্তী-বৎসর পালন করে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং প্রভৃতি বন্যাবিধ্বস্থ ও অতিবৃষ্টিজনিত স্থানগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের স্কাউট-

গাইডরা অর্থ, খাদ্যদ্রব্যাদি ও ঔষধপত্র বস্ত্রাদি সংগ্রহে একযোগে কাজ করে। রামকৃষ্ণমিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহযোগে রোভার ও স্কাউটাররা ত্রানসামগ্রী বণ্টন প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যে নিজেদের নিয়োগ করে।

১৯৭১—মানা ও সল্টলেকের সাময়িক আশ্রয়শিবিরে পূর্ব বাংলার শরনার্থীদের মধ্যে স্কাউট-গাইডরা সেবাকার্য্য করে। ভারতবর্ষে প্রথম প্রফেসনাল স্কাউটারস-গ্যাইডারস প্রশিক্ষণ-শিবির (২৫ অক্টোবর—৬ই নভেম্বর) জাতীয় স্কাউটার-গাইডার প্রশিক্ষণ শিবির পাঁচমারীতে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সম্পাদক শ্রীসুশীল দাস—এসিয়া-প্যাসিফিক রিজিয়নের মিঃ সিলভেষ্টার এর সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করেন। শ্রীসুশীল দাস জাতীয় সম্পাদক, ভারতের পক্ষ থেকে হংকং-এ অনুষ্ঠিত প্রথম এসিয়া-প্যাসিফিক Full time Scouters Institute-এ এক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। ১লা আগষ্ট থেকে বয়স্কাউটস বিশ্বদপ্তর কর্ত্তৃক এসিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সংযোগ সাধনকারী অধিকর্তা (Co-ordinating Commissioner) হিসাবে নিযুক্ত হলেন ভারতের জাতীয় সংগঠক কমিশনার শ্রী ভি. পি. ধাওয়ান। তিনি প্রথম ভারতীয় যাঁকে বয়স্কাউটস বিশ্বদপ্তর এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করলেন। ম্যানিলা কার্য্যালয় থেকে তিনি শ্রীলঙ্কা ভারতবর্ষ, নেপাল ও ভূটান প্রভৃতি দেশের স্কাউট সংস্থাগুলির সংযোগরক্ষাকারী অধিকর্তা হিসাবে ভারপ্রাপ্ত হলেন। পূর্বতন যুক্ত পাঞ্জাব বয়াস্কউটস সংস্থার কর্মী শ্রী ধাওয়ান জাতীয় কার্য্যালয়ে যুগ্ম জাতীয় সংগঠক কমিশনার হিসাবে নিয়োজিত হন। ১৯৬২ সালে, তারপর ৩ বৎসর পর, ১৯৬৫ সালে তিনি জাতীয় সংগঠক কমিশনার পদে উন্নিত হন। স্কাউটার-প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক শ্রীযুক্ত ধাওয়ান সপ্তম বিশ্বজ্যাম্বুরী, ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক সম্মেলন (অষ্ট্রিয়া), ১৯৬০ সালে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রফেশনাল স্কাউটরস ট্রেনিং সম্মেলন ও ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম অষ্ট্রেলিয়ান জ্যাম্বুরীতে যোগদান করেছেন ভারতের

পক্ষ থেকে। ১৯৬৭ সালে তাঁকে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের সর্বোচ্চ সম্মান সিলভার এলিফ্যাণ্টে ভূষিত করা হয়।

১৯৭২—জাতীয় কার্য্যালয়ের নির্দেশে লেখক মানা উদ্বাস্তু শিবিরে কাব উড ব্যাজ (২য় অংশ) প্রশিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করেন (১১—১৯ মার্চ)। শ্রী জি. রঙ্গ রাও—সহকারী ক্যাম্পচীফ (স্কাউটস)—বর্তমানে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের ডাইরেক্টার শ্রী বিমল কর—সংগঠক কমিশনার (শরনার্থী) লেখকের সহযোগী ছিলেন। সল্টলেকে শরনার্থীদের সেবাকার্য্যের জন্য জাতীয় কার্য্যালয় কর্তৃক Evaquees Service Project নামে কমিটি গঠিত হয়। ব্রাউন টিপ ও শ্রী অমিয় কুমার রায়চৌধুরীকে (পূর্ব রেলপথ) যথাক্রমে কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। লেখককে এই কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করবার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। সল্টলেক শিবিরে শরনার্থীদের নিয়ে কয়েকটি প্যাক-স্কাউটারস প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। লেখক দঃ পূঃ রেলপথের প্রশিক্ষণ-পরিষদের পক্ষ থেকে একটি প্রশিক্ষণ-শিবিরের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। সহযোগী ছিলেন শ্রী সমীর চৌধুরী—সহকারী সংগঠক কমিশনার —পশ্চিমবঙ্গ (বর্তমানে পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা) ও স্কাউটার বিমলেন্দু শেখর মণ্ডল (দঃ পূঃ রেলপথ)।

ভারতের স্বাধীনতার রৌপ্যজয়ন্তী উপলক্ষে ১৫ই আগষ্ট থেকে সারা ভারতের স্কাউট-গাইড সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রভাত ফেরী, জাতীয় ও দেশাত্মমূলক সঙ্গীতাদি, সম্মিলিত 'গুড টার্ন' পতাকা উত্তোলন ও নানাপ্রকার সমাজসেবামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জাতীয় কার্য্যালয় ১৯৭২-৭৩ সালকে কাব-বুলবুল বৎসর বলে ঘোষনা করেন। কাব-প্যাক ও বুলবুল ফ্লক যাতে ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে, বস্তিবাসী ও গ্রামীন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংগঠিক সেই বিষয়ে জাতীয় কার্য্যালয় থেকে ভারতের সমস্ত রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্য স্কাউট সংস্থার প্রচেষ্টায় ঐ রাজ্যে সমস্ত স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত

স্কাউট-গাইডিং ইচ্ছাধীন বিষয় বলে পরিগণিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে আদিবাসী উন্নতকামী স্কুল ও আবাসিক ছাত্রাবাসে স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়।

১৯৭৩—১৭ই এপ্রিল অবিভক্ত বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—অক্লান্ত সংগঠক—বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও শিরোমণি ও আরো অনেক যুব-কল্যানমূলক সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট নৃপেন্দ্রনাথ বসু তাঁর দক্ষিণ কলিকাতার বাসভবনে মহানির্বাণ লাভ করলেন। নির্বাপিত হল যুক্ত বাংলা—ভারতের স্কাউট আন্দোলনের প্রথম যুগের শেষ শিখা। অমরলোকে গমন করলেন—এক খ্যাত-কীর্তি স্কাউটার—১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় জ্যাম্বোরীর প্রধান নায়ক, বিগিনার্স স্কাউটারস (পরবর্তীকালে প্রিলিমিনারী প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণের উদ্ভাবক, ভারতে সী স্কাউটস প্রশিক্ষণের উদ্যোক্তা, প্রথম ভারতীয় স্কাউটার প্রশিক্ষণ অধিকর্তা (ডেপুটি ক্যাম্প চীফ), বাংলাভাষায় স্কাউটিং সাহিত্যের জাগতে এক দিশারী পুরুষ—যাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল "ভারতবর্ষের বেডেন পাওয়েল"—সেই নৃপেন্দ্রনাথ বসু অমরধামে চলে গেলেন। কলকাতা বেতারের সন্ধ্যাকালীন সংবাদে তাঁর অমৃতলোকে গমনের সংবাদ ঘোষিত হয়। পরদিন স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্রে স্কাউট আন্দোলনের এই কিংবদন্তী পুরুষের পরলোক গমনের শোকজ্ঞাপক সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুতে স্কাউটিং সমাজের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হল। নৃপেন্দ্রনাথ অজস্র যুবমনে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে চলে গেলেন।

এই বছরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউট সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী, নানা কর্মধারার মধ্যে পালিত হয় সেই সঙ্গে রাজ্যসংস্থার বাংলা মুখপত্র "যাত্রীর" বিশেষ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা নানাবিধ রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৪—সারা বছর নানাবিধ অনুষ্ঠানাদি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের পঞ্চবিংশতি পূর্তি বৎসর পালন করা হয়। জাতীয় কমিশনারের নির্দেশে একটি জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা গঠিত হয়। ভারতের সমস্ত স্কাউট ও গাইড ইউনিটের কাছে জাতীয় কমিশনারের আবেদন সম্বলিত দুটি কার্ড পাঠিয়ে তাদের ইউনিটের পক্ষ থেকে ১০ টাকা অর্জন করে ঐ সংস্থায় প্রদান করতে বলা হয়। এইজন্য প্রত্যেক ইউনিট জাতীয় কার্য্যালয় থেকে দুটি ছাপানো ফরম পায়। জানানো হয় যে যারা এই সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকবে তারা কার্ড সংলগ্ন নির্দেশিত স্থানে স্বাক্ষর করবে। একটি ইউনিটে রাখা থাকবে ও অপর একটি পাঁচমারীর জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংগ্রহশালায় প্রদর্শনীর জন্য রাখা হবে। এই সংগৃহীত অর্থ সংগ্রহকারীদের রাজ্যের স্কাউট-গাইড আন্দোলনের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে।

১৫—১৯ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংস্থার 'হেডকোয়ার্টার্স কমিশনার (সার্ভিস) শ্রীঅধীর রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে বাঁকুড়া জেলার সুশুনিয়াতে এক পর্বতারোহন প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউটার ও রোভার স্কাউটস সমেত মোট ২২ জন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। শ্রীবসন্তকুমার দাস (১৯০৯—১৯৮১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউট সংগঠক কমিশনার ষষ্ঠ নিপ্পন (জাপান) জ্যাম্বোরীতে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন।

৭ই নভেম্বর দিল্লীর সন্নিকটস্থ ফরিদাবাদে সপ্তম জাতীয় স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরীর (৭—১১ নভেম্বর) উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। হরিয়ানা সরকার এই জাতীয় মিলন মেলায় প্রভূতভাবে সাহায্য করেন। এই মিলন মেলায় সমবেত স্কাউট-গাইডরা যে উদ্বোধন সঙ্গীত গায় তার রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ-প্রশিক্ষক ও রাজ্য কমিশনার শ্রীঅলককুমার ঘোষ। মিলন মেলার সমাপ্তি দিবসে স্কাউট-গাইডদের অভিবাদন গ্রহণ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীফকিরুদ্দীন আলী আমেদ। ১০ই নভেম্বর জ্যাম্বুরী নগরে বিশ্ব স্কাউটিংএর প্রশিক্ষণ বিভাগের অধিকর্তা মিঃ ক্রস

গারেন্সীর সভাপতিত্বে উডব্যাজ প্রাপ্ত স্কাউটারদের এক পুনর্মিলন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৫—আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ (৭—১১ জুলাই) উপলক্ষে নিউইয়র্কে গার্ল-গাইডস ও গার্লস্কাউটসের এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দলের তিনজন প্রতিনিধির অন্যতমা ছিলেন—শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংস্থার রাজ্য গাইড কমিশনার। নরওয়েতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ বিশ্বস্কাউট জ্যাম্বোরীতে (জুলাই ২৯—আগস্ট ৭) ভারতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য রাজ্য কমিশনার শ্রীঅলককুমার ঘোষ। কোপেনহেগেনে (ডেনমার্ক) অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশতি বিশ্ব স্কাউট সম্মেলনে (আগস্ট ৮—১৫) ভারতের ছয়জন প্রতিনিধির মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীযুক্ত অলক ঘোষ ও শ্রী জি. রঙ্গরাও (বর্তমান ডিরেক্টর)। ৯ই আগস্ট বিশ্ব সম্মেলনের যে আলোচনা সভা হয় তার মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল 'তৃতীয় বিশ্বে স্কাউটিং'। সেই সম্মেলনে আফ্রিকা স্কাউট কমিটির সভাপতি মিঃ সলোমোন টি মুনা যে মূল ভাষণ দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেন 'স্কাউট আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর নমনীয়তা ও সমস্ত পরিবেশের মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলবার ক্ষমতা। স্কাউটিংএর মূল উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্কাউটিংএর বিষয়বস্তুর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। যে ভাবেই হোক স্কাউটিং সমস্ত রকম বাধার সম্মুখীন হয়ে তার মোকাবিলা করে। এই সমতা রক্ষা করে চলাই সারা বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের স্কাউট নেতৃবৃন্দের নিকট এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান স্বরূপ। স্কাউটিংএর প্রভাবে এবং চরিত্রবান হবার প্রশিক্ষণের ফলে উন্নত দেশগুলিতে সৃষ্টি হবে এক নূতন নেতৃত্ব। যে নেতৃত্ব হবে বিবেকী, গঠনমূলক, সাহসী এবং একতা সচেতন সম্পন্ন—যারা বিশ্বশান্তির জন্য এবং সুষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য কাজ করবে।"

২৬শে নভেম্বর পাঁচমারীর জাতীয় প্রশিক্ষন কেন্দ্রে নবম প্রশিক্ষন-প্রশিক্ষকদের সম্মেলনের (Sandhan) উদ্বোধন করেন বিশ্ববিশ্রুত কাব প্রশিক্ষন-প্রশিক্ষক

ব্রাউন টিপ। সকলের অবগতির জন্য তাঁর ভাষণের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলাম। তিনি বলেন—"We belong to a Movement, and a Movement must move. The slogan I have used myself is "Specific objective plus Evaluation"—S.O.P.E., SOPE really is vltsı to all effective training. Let us go forward to our discussions then keeping in mind that Scouting is meant to be a game, also that we must move forward if we are to remain a living Movement and not stagnate to a living death."

১৯৭৬—এই বৎসর স্কাউট আন্দোলনের কাব বিভাগের ৬০ বৎসর পূর্তি। বি. পি. রচিত উলফ কাবস্ হ্যাণ্ডবুক বইটি প্রকাশের বছরকে (১৯১৬ সাল) আনুষ্ঠানিক ভাবে কাবিংএর প্রারম্ভ বলে গণ্য করা হয়। ১৯৭৪ সালের হিসাবে জানা যায় যে বিশ্ব স্কাউট সম্মেলনের ১০৯টি সভ্য দেশের কাবের সংখ্যা ৫,১৭২,৮০৬। ভারতবর্ষের ১৯৭৩-৭৪ সালের হিসাব মত কাবের সংখ্যা ১,২৯,৬৫৮। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও কাব বিভাগের হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই উপলক্ষে নূতন দিল্লীতে কাব-বুলবুল উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত করা হয়। এই বছরের ১৪ই নভেম্বর ছোটদের পরমপ্রিয় চাচা নেহেরুর শুভ জন্মদিনে এই অনুষ্ঠান পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে এই বছরে এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হয়।

বিশ্ববিখ্যাত পাদুকা-প্রস্তুতকারক বাটা ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রয়োজনায় ১৮ই ফেব্রুয়ারী "Youth marches on" শিরোনামে স্কাউট-গাইডদের বিভিন্ন কার্য্য-কলাপের একটি প্রামাণ্য তথ্যচিত্র বাটা ইণ্ডিয়ার কলিকাতাস্থিত প্রেক্ষাগৃহে দর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার ও লকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় কার্য্যালয়ের পরিচালনায় ানগর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৬—২৫ ফেব্রুয়ারী আঞ্চলিক হিমালয় উডব্যাজ (২য় পর্ব) প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের পাঁচটি রাজ্য স্কাউট-সংস্থার

স্কাউটারবৃন্দ এই শিবিরে যোগদান করেন। ৫—১৪ই মার্চ পাঁচমারীর জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় পেশাদারী স্কাউটার-গাইডার প্রশিক্ষণ শিবির। শ্রীযুক্ত সুশীল দাস—জাতীয় সম্পাদক—প্রশিক্ষণ অধিকর্তা। সহযোগী ছিলেন বয় স্কাউটস্ বিশ্ব সংস্থার প্রফেসনাল অধিকর্তা—মিঃ লারীমার ও বিশ্ব স্কাউট পরিষদের আঞ্চলিক অধিকর্তা মিঃ সিলডেষ্টার। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসংঘ থেকে অনেক পেশাদারি স্কাউটার-গাইডার এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন।

ভারতের প্রবীনতম স্কাউটার—প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক শ্রীরামস্বরূপ ধীমান প্রধানমন্ত্রীর শীল্ড প্রতিযোগিতা নামক কর্মপ্রকল্পের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। বর্তমান বৎসর থেকে বিভিন্ন প্রকার সমাজকল্যাণমূলক কাজের কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় কার্য্যালয় কর্তৃক স্কাউট-গাইড, রোভার ও রেনজারদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গানগর প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ২০০তম প্রাথমিক ট্রুপ-স্কাউটার প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১০—২১ অক্টোবর। ১৬৭ তম প্যাক-স্কাউটারস প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শিবির ১৫—২১শে অক্টোবর গঙ্গানগরে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রথম স্কাউটার প্রশিক্ষন শিবির যুক্ত বাংলায় কলকাতার উপকণ্ঠে টালীগঞ্জে ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং শততম স্কাউটার প্রশিক্ষণ শিবির ১৯৫৪ সালে গঙ্গানগরে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কার্য্যালয়ের পরিচালনায় পঞ্চদশ জাতীয় সংহতি শিবির ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতের নবীনতম রাজ্য সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত ও সিকিম থেকে মোট পাঁচশতজন স্কাউট-গাইড ও স্কাউটার-গাইডার এই শিবিরে যোগদান করে।

১৯৭৭—জাতীয় কার্য্যালয়ের প্রয়োজনায় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংস্থার পরিচালমায় ১৯—২৮ ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়াতে প্রথম গ্রামীণ রোভার স্কাউটস প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ যুবকদের প্রশিক্ষণের এইরূপ প্রচেষ্টা স্থানীয় যুবকদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ সঞ্চার করে এবং ২৪ জন যুবক পুরুলিয়ার ২৩টি গ্রাম থেকে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করে। এই প্রকার দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ শিবির

২—১১ মার্চ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বর্দ্ধমানের ২১টি গ্রাম থেকে ২৭ জন যুবক যোগদান করে। সর্বশ্রী বসন্ত দাস, ধর্মব্রত ঘোষ ও সমীর চৌধুরী নেহেরু যুব-কেন্দ্র ও গ্রাম-সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহযোগিতায় এই দুইটি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন।

১৯—২৩শে এপ্রিল জাতীয় কার্য্যালয়ের পরিচালনায় দিল্লী রাজ্য স্কাউট-প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র নিজামুদ্দিনে ক্যাবিংএর ৬০ বৎসর পূর্তি বা হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে প্রথম জাতীয় কাব-বুলবুল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব স্কাউটিংএর ইতিহাসে ভারতের এই প্রচেষ্টার কথা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। সারা ভারতের রাজ্য ও রেলপথ স্কাউট-গাইড সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত মোট ৩৫০১ জন কাব-বুলবুল এই ঐতিহাসিক সমাবেশে যোগদান করে। প্রার্থনা সঙ্গীত "হাম হৈ ছোটে ছোটে বাল" সমবেত কাব-বুলবুল দ্বারা এই সমাবেশে প্রথম গীত হয়। এই উপলক্ষে জাতীয় কার্য্যালয় কর্ত্তৃক একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

২৫শে জুন বিশ্বের প্রধান গাইড—লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েল অমরলোকে গমন করেন। জাতীয় কমিশনারের নির্দেশ মত সারা ভারতে স্কাউট-গাইড পতাকা অর্ধনমিত করে এক সপ্তাহ পরিব্যাপ্তি-কাল শোক পালন করা হয়। আমাদের জাতীয় কার্য্যালয় ও ভারতের সমস্ত স্কাউট-গাইড সংস্থার উদ্যোগে শোক জ্ঞাপক সমাবেশ হয়। জাতীয় কার্যালয় ও রাজ্যসংস্থার মুখপত্রগুলি লেডী বি. পি. সম্বন্ধীয় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গের মুখপত্র "যাত্রীর" লেডী বি. পি. সংখ্যা বিশ্বস্কাউট বিউরোর প্রশংসা লাভ করে। ১৯৭৩ সালে গৃহীত টেপরেকর্ডে বিশ্বগাইড প্রধানের বাণীর অনুলিপি ভারতের সমস্ত স্কাউট-গাইড মুখপত্রে প্রকাশ করা হয়। বিশ্বস্কাউট বিউরোর প্রচেষ্টায় ১২—২৩ আগষ্ট পর্য্যন্ত দিল্লীতে কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট সেমিনার / ওয়ার্কশপে ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বিশ্বস্কাউট বিউরোর প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। বিশ্ব-স্কাউট বিউরোর সেক্রেটারী-জেনারেল ডক্টর লেজলো নেগী ও বিশ্বস্কাউট কমিটির

সভাপতি মিঃ ক্রস গ্রানসীর উপস্থিতিতে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী বি. ডি. জাট্টি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

২২শে সেপ্টেম্বর আমাদের জাতীয় কমিশনার শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদারের স্বামী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার অমৃতলোকে গমন করেন। সারা ভারতের স্কাউট-গাইডরা প্রয়াত মজুমদারের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করে ও পরমপ্রিয় লক্ষ্মীদিকে তাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে। ১৬-২৫ নভেম্বর পাঁচমারীর জাতীয় স্কাউট-গাইড প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য শিবির সংগঠিত হয়। যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণ-প্রশিক্ষক মিস ভয়েস বাসবি গার্ল গাইডস ও গার্ল স্কাউটস বিশ্বসংস্থার পক্ষ থেকে এই উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন।

১৯৭৮—১৯৭৯ সালের শেষে এসিয়া-প্যাসিফিক রিজিয়নের স্কাউট কমিটির সভাপতি মিঃ রস হোনেন ও তাঁর সহধর্ম্মিণী মিসেস হোনেন ৬ সপ্তাহের জন্য ভারতবর্ষে আসেন। দিল্লীতে জাতীয় কার্য্যালয়ে কয়েকদিন অবস্থান করার পর তাঁরা পাঁচমারীতে জাতীয় স্কাউট-গাইড প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্কাউট সংস্থা পরিদর্শনের পর মিঃ হোনেন পশ্চিমবঙ্গে শুভ পদার্পণ করেন ৫ই জানুয়ারী। পশ্চিমবঙ্গের স্কাউটার-গাইডার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঙ্গানগরে যান ১২ই জানুয়ারী ও পঞ্চদশ হিমালয় স্কাউট উড ব্যাজ (২য় পর্ব) প্রশিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিত হন ও তাঁদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। ঐ দিনের মধ্যাহ্নকালীন অধিবেশনে মিঃ হোনেন বিশ্ব স্কাউট সংস্থার এসিয়া-প্যাসিফিক রিজিয়নের স্কাউট আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৫ই জানুয়ারী তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সদর কার্য্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান যে ২২টি দেশ (ইরান থেকে অষ্ট্রেলিয়া) নিয়ে গঠিত এসিয়া-প্যাসিফিক রিজিয়নের স্কাউট সংখ্যা ৬'৫ মিলিয়ন। কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের যুব-উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীকান্তি বিশ্বাস ও রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের এসিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক পরিষদের স্কাউট আন্দোলনের অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করেন। ১৬ই জানুয়ারী কলকাতার বিখ্যাত সংবাদপত্র স্টেটসম্যান ও অমৃতবাজার পত্রিকায় মিঃ হোনেনের সাংবাদিক বৈঠকের বিবরণাদি প্রকাশিত হয়।

জানুয়ারী ১০—১৭:—পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ রাজ্য সংস্থার রোভার

স্কাউটস, স্কাউটার ও গাইডারদের তিনটি দল দক্ষিণ-২৪ পরগণার সাগরদ্বীপে গঙ্গাসাগর উপলক্ষ্যে ভীড় নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা, অনুসন্ধান-কেন্দ্র ও মেলাসেবাকেন্দ্রে রোগী বহন ইত্যাদি কাজে মেলা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে। অন্ধ্রপ্রদেশের বন্যাত্রাণে সাহায্যের জন্য ভারতের সমস্ত রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থাগুলি ত্রাণ-সামগ্রী, খাদ্য, বস্ত্রাদি, ঔষধপত্র, অর্থ প্রভৃতি সংগ্রহ অভিযানে সামিল হয়। পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ রাজ্য স্কাউট সংস্থার রোভার স্কাউটাররা ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে পশ্চিমবাংলার বন্যাদুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করেন। দিল্লী রাজ্য সংস্থা তাঁদের এলাকাস্থ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য পরিচালনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বন্যা-প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে দুই গাঁট বস্ত্রাদি প্রেরণ করে। জাতীয় কার্য্যালয়ের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বন্যাদুর্গতকল্লে কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংস্থাকে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। ভারত সেবাশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে মিলিত ভাবে এই তিন সংস্থার রোভার ও স্কাউটাররা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণকার্য্যে অংশগ্রহণ করে।

ভারতের স্কাউট আন্দোলনের পুরোধা—যাঁকে বলা হয় ভারতীয় স্কাউটিংএর জনক—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক, সুদক্ষ, প্রবীণ সংসদবিদ—ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের প্রথম জাতীয় কমিশনার ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু (অক্টোবর ১৮৮৭—এপ্রিল ১৯৭৮) ৩রা এপ্রিল অমরধামে গমন করেন। তাঁর জাতীয় কমিশনার থাকাকালে ১৯৬১ সালের ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর কলকাতায় জাতীয় পরিষদের সভা হয়। তাঁর শ্রান্ত পরিশ্রান্ত অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য জাতীয় ও রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থার কার্য্যালয় স্কাউট-গাইড পতাকা অর্ধনমিত থাকে এবং শোক জ্ঞাপনের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায়শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৭৯—বিশ্ব স্কাউট সংস্থা এই বছরে "বিশ্বজ্যাম্বোরী বর্ষ" ও রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালনের জন্য নির্দেশ দেন। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য স্কাউট সংস্থাগুলি "বিশ্বজ্যাম্বুরী প্রশিক্ষণ শিবিরের" সংগঠন করে। এই বছরে "বাণী" (৩—৬ বৎসর বয়সের ছেলেমেদের জন্য) বিভাগের সূচনা করা হয়। স্কাউট আন্দোলনের সুদীর্ঘকালের গৌরবময় ঐতিহ্যবাহক ভারতবর্ষের বিশ্ব স্কাউংটিংএ নবতম সংযোজন। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষ্যে সারা ভারতে কাব-বুলবুলদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রশিক্ষণ প্রভৃতিও এই সমস্ত কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত

ছিল। জাতীয় কার্য্যালয়ের পরিচালনায় ভুবনেশ্বরে এক অবকাশ প্রশিক্ষণ শিবিরে গ্রাম ও সহরতলীর কাব-বুলবুলরা যোগদান করে। বিভিন্ন রাজ্য ও জিলা স্কাউট-গাইড সংস্থাগুলিও অবকাশ প্রশিক্ষণ শিবিরের সংগঠন করে। প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য মিতালী শিবির (Friendship Camp) জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পাঁচমারীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বালক-বালিকাদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণার বিংশ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

২৩—২৬ ফেব্রুয়ারী পাঁচমারীতে অনুষ্ঠিত মহাশিবরাত্রি মেলা উপলক্ষ্যে স্কাউট-গাইডদের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক চিকিৎসা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থানীয় জনসাধারণের প্রভূত সাধুবাদ অর্জন করে। ১৭ই জানুয়ারী "পূর্বতন স্কাউট-গাইডদের" ভারতীয় শাখার সাধারণ পরিষদের সভা মারাইমালাই নগরে অষ্টম নিখিল ভারত স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরী (১৮—২২ জানুয়ারী) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র ভারত থেকে ৪৮ জন প্রতিনিধি ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া ও গার্ল-গাইড ও গার্ল-স্কাউটসদের আন্তর্জাতিক পরিষদ থেকে পরিদর্শকবৃন্দ এই সভায় যোগদান করেন।

বিশ্বস্কাউট বিউরো কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে ভারতের জাতীয় সম্পাদক শ্রীসুশীল দাস ফিলিপাইনসে আঞ্চলিক স্টাফ ম্যানেজমেণ্ট প্রশিক্ষণে (২—১৩ মার্চ) যোগদান করেন ; ইংলণ্ডের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত সপ্তবিংশতি বিশ্বস্কাউট সম্মেলনে (১৫—২১শে জুলাই) যে সমস্ত স্কাউটার / কমিশনার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন—শ্রীসুশীল দাস—জাতীয় সম্পাদক, সর্দার লক্ষ্মণ সিং (বর্তমান জাতীয় কমিশনার) ও শ্রী এস. এন. চাটার্জী (উত্তর-সীমান্ত রেলপথ)। এই সভায় ঘোষণা করা হয় যে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েলের ব্রাউন সী দ্বীপে প্রথম পরীক্ষামূলক শিবির অনুষ্ঠানের ৭২ বছর পরে বিশ্ব স্কাউট সম্মেলনের ১১৭টি সদস্যসম্বলিত দেশের স্কাউট সংখ্যা ১৫ মিলিয়ন।

উডব্যাজ প্রশিক্ষণের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৩—২৫ ডিসেম্বর জাতীয়ই স্কাউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পাঁচমারীতে গিলওয়েল মিলন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ভারতের প্রবীন উডব্যাজ প্রাপকদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়।

১৯৮০—শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার—জাতীয় কমিশনার—ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের নিয়ম অনুযায়ী তিন বছরের জন্য সর্দার লক্ষণ সিংকে চীফ কমিশনার (স্কাউটস) ও শ্রীঅলককুমার ঘোষকে—ডেপুটি চীফ কমিশনার (স্কাউটস) পদে নিয়োগ করেন। সর্বশ্রী সিং উভয়েই ভারতের প্রবীনতম স্কাউটারদের অন্যতম এবং স্কাউটার-প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউট সংস্থার উদ্যোগে ৬ই থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তৃতীয় ক্যাম্পোরী লবন হ্রদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার—জাতীয় কমিশনার। শ্রীসুশীল দাস—জাতীয় সম্পাদক, ট্রুপ-স্কাউটার সেমিনারের উদ্বোধন করেন। ভারতের বৃহত্তম জিলা অ্যাসোসিয়েসন—দ্বিতীয় কলিকাতা সংঘের হীরক জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন হয় ১০ই মার্চ—তাঁদের "ভুয়ালকাভবন" কার্যালয়ে। কাব-বুলবুলদের কনিষ্ঠ বয়স্কদের জন্য বানী বিভাগ (Bunny Scheme) প্রবর্তন স্কাউট-গাইড আন্দোলনে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের নবতম অবদান। সারা ভারতের স্কাউট-গাইডরা জাতীয় বয়স্ক প্রশিক্ষণ (National Adult Education Programme বা N A E P) প্রকল্পে অংশ গ্রহন করে। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে কাব ও বুলবুলদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী পালন করা হয়। তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনামে মহামেঘম পুন্যস্নান উপলক্ষে ২০ লক্ষ স্নানার্থীর সমাগম হয়। এই উপলক্ষে দক্ষিণ রেলপথের ২০০ জনের উপর স্কাউট-গাইড, রোভার ও রেনজার বিভিন্ন প্রকার সেবাকার্য্যে অংশ গ্রহণ করে।

১৯৮১—এই বছরে আমরা হারিয়েছি আমাদের দুজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীকে। ব্রতী শিক্ষামালা সংগঠনে অন্যতম অগ্রনী ও দক্ষিণ কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসনের সহকারী জিলা কমিশনার, সহকারী লীডার ট্রেনার শ্রীঅর্ণবকুমার বিশ্বাস ১৩ই জানুয়ারী পরলোকগমন করে। স্কাউটিং-এর বিভিন্ন বিষয় ছেলেদের কাছে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য তার বিভিন্ন পরিকল্পনা ভোলবার নয়। তাঁর অমর আত্মা জ্যোতির্লোকে শান্তিতে থাকুক পরম

মঙ্গলময়ের নিকট সকলের মিলিত প্রার্থনা হয় দক্ষিণ কলিকাতা প্যাভিলিয়নের বিশেষ সভায়। ১লা মে শ্রীবসন্তকুমার দাস—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংস্থার রাজ্য সম্পাদক আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করে। সুধীনদার ভাষায় "অকালে অসীমে নীল হয়ে গেল আমাদের অতি নিকটের ব্রতী সংঘের উৎসর্গীকৃত এক প্রাণব-প্রাণোচ্ছল, একনিষ্ঠ মাধুর্য্যময় কর্ম্মী।" সারা ভারতের স্কাউট গাইডরা বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী দ্বারা General Assembly of United Nations কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বপ্রতিবন্ধী বৎসর পালন করে। বর্তমান বৎসরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে স্কাউটের সংখ্যা ১৬ মিলিয়নের বেশী। স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংস্থা ১৯৮১-৮২ সালকে বিশ্ব রোভার মুট (World Rover Moot Year) বৎসর বলে ঘোষনা করে।

১৯৭৮ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ১ লক্ষ স্কাউট-গাইড জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে অংশ গ্রহণ করে এবং স্কাউট-গাইডদের পরিচালনায় সারা ভারতে ৩০ হাজার বয়স্ক প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুষ্ঠান হয়। স্কাউট-গাইডদের প্রচেষ্টায় একশতের বেশী গ্রাম্য পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৮২—স্কাউট আন্দোলনের ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি ও স্কাউটিং-গাইডিং প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েলের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী বিশ্বের সমস্ত স্কাউট-গাইড সংস্থা কর্তৃক নানাবিধি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংস্থা ১৯৮২ সালকে "স্কাউটদের বৎসর বলে ঘোষণা করে। "স্কাউট বছর" অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় প্রতিষ্ঠাতার ১২৫তম জন্মদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী—বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর মাধ্যমে। স্থির হয় যে এই বছরের পরিসমাপ্তি হবে ১৯৮৩ সালের ১৪ই জুলাই কানাডাতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বিশ্ব স্কাউট জ্যাম্বোরীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে। স্কাউট আন্দোলনের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বের ৫৪টি দেশে বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।

নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়াড অনুষ্ঠানে স্কাউটার-গাইডার, রোভার ও রেনজাররা বিভিন্ন প্রকার সেবামূলক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। আগষ্ট মাসে

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে জাতীয় কমিশনারের প্রস্তাবে স্কাউট-গাইডদের জন্য যুগোপযোগী পরিবর্তিত-পরিবর্দ্ধিত কর্মসূচী (Revision of Boy / girl Programme) গ্রহণ করবার জন্য সর্দার লক্ষণ সিং—চীফ কমিশনার (স্কাউটস) কে সভাপতি করে ৭ জনের একটি Task force গঠিত হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম রোটারী ক্লাব কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে লেখক সেণ্ট্রাল সারভিসেস ক্লাব—বেলভিডিয়ারে রোটারিয়ানদের কাছে "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্কাউট আন্দোলন ও রোটারী আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রোটারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে গার্ডেনরীচ ও শালিমার (দঃ পূঃ রেলপথ) লোক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সর্বশ্রী প্রকাশ সাহু, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য্য, পার্থ ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ মিত্র ও নিখিল বর্মন সেই সভায় স্কাউট ক্যাম্পফায়ারের অংশ বিশেষ পরিবেশন করে। সেদিনের অনুষ্ঠানটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। নবম স্কাউট-গাইড জাতীয় জ্যাম্বোরী ২৭শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিহারের বুদ্ধ গয়ায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৩—শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার জাতীয় কমিশনারের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্থলে জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হলেন সর্দার লক্ষণ সিং। সর্দাজী মহারাষ্ট্রের স্টেট চীফ কমিশনার ছিলেন। ভারতের স্কাউট আন্দোলনে এই প্রথম একজন স্কাউটার প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক জাতীয় কমিশনারের পদে নির্বাচিত হলেন।

১৯৮৪—"স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংস্থা"কে আন্তর্জাতিক রোটারী পুরস্কার প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক অনুভূতি ভাবসম্পন্ন ধ্যান ধারনার পরিবেষক ও ধারক বলে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থা এই পুরস্কারের চতুর্থ প্রাপক। ২রা ডিসেম্বর ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনা উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থার সেবাকার্য্য সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

১৯৮৫ সালে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসের পরিচালনায় গার্ল গাইডিং আন্দোলনের হীরকজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়। নিরক্ষরতা প্রশিক্ষণ, বয়স্ক প্রশিক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে সচেতনতা, কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ ও জনমত গড়ে তোলা; রক্তদান শিবির প্রকল্প, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, পানীয় জল, ট্রাফিক ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, জন্ম পরিসংখ্যান, ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনা, প্রভৃতি এই সমস্ত কর্মধারা আন্তর্জাতিক যুববর্ষের কর্মনিচয়ের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।

২৩শে-২৭শে জানুয়ারী গোল্ডেন রক—তিরুচিরাপল্লীতে ভারতীয় রেল পথের নয়টি আঞ্চলিক স্কাউট-গাইড সংস্থার অনুমোদিত স্কাউট-গাইডরা এই জ্যাম্বোরেটে অংশ গ্রহণ করে। ৭ই-১১ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্কাউট সংস্থা লেক ময়দানে রাজ্য ক্যাম্পোরীর অনুষ্ঠান করে। পূর্বতন যুক্ত বাংলার স্কাউট আন্দোলনের প্রধান ঋত্বিক প্রয়াত নৃপেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে এই ক্যাম্পোরীর নামাঙ্কিত হয় "নৃপেন্দ্র নগর"। নতুন Boy/Girl Programme এর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি জাতীয় কার্য্যালয় থেকে ভারতের সমস্ত রাজ্য সংস্থাগুলি বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া দেশের জাতীয় সংহতির রক্ষাকল্পে প্রত্যেক স্কাউট-গাইড ইউনিটের নিকট নানাবিধ প্রশিক্ষণক্রমের অথ্যাদি প্রেরণ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য স্কাউট সংস্থা তাঁদের এলাকায় Non-formal education centre ও হস্ত-শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। জার্মানীর মিউনিক শহরে বিশ্বস্কাউট সম্মেলনে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসকে আন্তর্জাতিক যুববৎসরের বিভিন্ন কর্মশালার সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ফলক প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষ্যে দুই স্কাউট-গাইড বিশ্বসংস্থার পরিচালনায় ইন্দোনেশিয়ার সিবুবারে কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ও তৎবিষয়ক প্রশিক্ষণের ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। দঃ পূঃ রেলপথ স্কাউট-গাইড

সংস্থা থেকে রোভার স্কাউট শ্রী ভি. কে. রাও এই সম্মেলনে যোগদান করে। নভেম্বর মাসে কলিকাতা দূরদর্শন শ্রীরাও এর সঙ্গে এই বিষয়ক একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

জাতীয় কার্য্যালয় স্কাউট-গাইড ইউনিটগুলির জন্য "গীত ভারতী" নামক Mass community singing পুস্তিকা ও কমিউনিটি সঙ্গীতের ক্যাসেটের প্রকাশ করে। ভারত স্কাউট অ্যাণ্ড গাইডস ভারতের বৃহত্তম সংগঠিত যুব আন্দোলন বলে স্বীকৃতি লাভ করে। জাতীয় কার্য্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত মরুভূমি স্কাউটিং (Desert Scouting) এর বাস্তবে রূপায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাজস্থানে গ্রামীন রোভারিং সম্বন্ধে পরিকল্পনা রূপায়ন করবার প্রচেষ্টা হয়। এছাড়া উত্তর রেলপথ কর্তৃক কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক নয়, এই সম্পর্কে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। জাতীয় সংহতি রক্ষা প্রকল্পের একশতটি প্রচেষ্টার বিষয় ভারত স্কাউট ও গাইড মাসিক পত্রিকা মারফৎ ভারতের স্কাউট-গাইড ইউনিটগুলির নিকট জানানো হয়।

১৯৮৬—জানুয়ারী মাসে (৩—৯ই জানুয়ারী) ব্যাঙ্গালোরে ৭ দিন ব্যাপী দশম জাতীয় স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ বছর আগে ১৯৬০ সালে বিশ্বের প্রধান গাইড লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েলের উপস্থিতিতে এই ব্যাঙ্গালোরে তৃতীয় জাতীয় জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সারা ভারত ও বর্হিভারত থেকে ১৫ হাজারের বেশী স্কাউট-গাইড এই জাতীয় সমাবেশে যোগদান করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী এই জ্যাম্বোরী নগরে আসেন ও বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করেন। শ্রী গান্ধী এই মিলনমেলায় ভারতে স্কাউট-গাইড আন্দোলনের উন্নতিকল্পে এক কোটি টাকা মঞ্জুরীর কথা ঘোষণা করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের ১ ও ২ তারিকে নূতন দিল্লীতে জাতীয় কার্য্যালয়ের উদ্যোগে Challenge of Education শীর্ষক আলোচনাচক্রে ভারতের সমস্ত রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এপ্রিল মাসে

(১-১৮ এপ্রিল) জাতীয় কার্য্যালয়ের পরিচালনায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এক হাজারের বেশী স্কাউটার-গাইডার, রোভার ও রেনজার হরিদ্বারে পুর্ণ-কুম্ভমেলা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকার সেবাকার্য্যে অংশ গ্রহণ করে সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞ ভাজন হন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঙ্গানগরে দ্বিতীয় পশ্চিমবঙ্গ রোভার-মুট (২৪—২৭ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাঞ্চলে রোভারদের জন্য এই জাতীয় সম্মেলনের প্রচেষ্টা স্কাউট আন্দোলনের অগ্রগতিকে সাহায্য করবে।

আফ্রিকার ছেলেমেয়েদের জন্য অনুষ্ঠিত Sports-Aid programme ও Peace for peace & children নানাবিধ কর্মকাণ্ডে (৭—২৫ মে) সারা ভারতের স্কাউট-গাইডরা অংশ গ্রহণ করে। ভারতের সমস্ত জিলা স্কাউট-গাইড সংস্থা "বিশ্ব শান্তি বৎসর" উপলক্ষ্যে "বিশ্ব শান্তি পদযাত্রা" অনুষ্ঠানের সংগঠন করে ও পরিবেশ-দূষণ সম্বন্ধে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করে। জুন মাসের ১ তারিকে দক্ষিণ কলিকাতার ২৪তম অশোক গ্রুপের সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০ বছরপূতি উৎসব বিগত দিনের স্কাউট ও স্কাউটারদের উপস্থিতিতে এক মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন হয়। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে ডাক বিভাগ অশোক গ্রুপের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এক বিশেষ ডাক টিকিট প্রকাশ করেন। জুলাই মাসে বর্ষার আগমনে সমস্ত রাজ্য সংস্থার স্কাউট-গাইডরা ব্যাপকভাগে "বৃক্ষরোপন" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২৮শে সেপ্টেম্বর পুনেতে অবস্থিত গার্লগাইড ও গার্লস্কাউটসের চতুর্থ বিশ্বকেন্দ্র (বিশ্বের কনিষ্ঠতম) "সঙ্গমের" বিংশতম জন্মবার্ষিকী উৎসব সারা বিশ্বের গাইড প্রতিনিধিদের সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্বাপর বছরের মত এই বছরে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন—২রা অক্টোবর "স্কাউট-গাইড দিন" হিসাবে পালন করা হয়। সারাভারতের স্কাউট-গাইড সংস্থাগুলি বিভিন্ন সেবামূলক কার্য্যাবলীর মাধ্যমে এই দিন পালিত হয়। এই বছরে এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল কারণ জাতীয় কমিশনার

শ্রীযুক্ত লক্ষণ সিং সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে (সিকিম—ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য স্কাউট সংস্থা) স্কাউট-গাইডদের পরিবাতত শিক্ষাক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শ্রী জি. রঙ্গরাও ডাইরেক্টার ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে জাতীয় কমিশনার ঘোষণা করেন যে পুরাতন শিক্ষাক্রম ১৯৮৭ সালের শেষাংশ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকবে। ১৯৮৮ সালে নূতন ও পুরাতন শিক্ষাক্রম পাশাপাশি চালু থাকবে। ১৯৮৯ সালে নূতন পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম পুরোপুরিভাবে কার্য্যকরী হবে। স্কাউট-গাইড আন্দোলনের দুই বিশ্বসংস্থা ভারতের স্কাউট-গাইড সংস্থার এই পরিবর্তিত শিক্ষানীতিকে বিশ্বের আধুনিকতম কার্য্যক্রম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জাতীয় কমিশনার ও ডাইরেক্টার সিকিম থেকে কলকাতায় আসেন এবং পূর্ব রেলপথের সদর কার্য্যালয়ে তিন রাজ্য সংস্থার কার্য্যপরিষদের সভ্যা-সভ্যদের সহিত মিলিত হন। তাঁদের উপস্থিতিতে প্রথম কলিকাতা স্কাউট সংস্থার প্যাকলাট স্কাউট গ্রুপের সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন হয়।

২৩শে ডিসেম্বর—দক্ষিণ কলিকাতা অ্যাসোসিয়েসন নৃপেন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে নর্দান-পার্কস্থিত স্কাউট প্যাভিলিয়নের (সত্য বসু হল) সুসজ্জিত মঞ্চে অসংখ্য নৃপেন্দ্র অনুরাগী—প্রাক্তন স্কাউটদের উপস্থিতিতে ঐ সংস্থার প্রাক্তন জিলা কমিশনার—ভারতের স্কাউট আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম সংগঠক নৃপেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংস্থার চীফ কমিশনার ডাক্তার সলিল কুমার দত্ত। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন কলকাতা মহানগরীর মেয়র শ্রীযুক্ত কমলকুমার বসু। নৃপেন্দ্র স্মারক ভাষণ প্রদান করেন শ্রীঅলক কুমার ঘোষ—প্রাক্তন ডেপুটি চীফ কমিশনার (স্কাউটস) ও ডাক্তার সলিল কুমার দত্ত। মেয়র শ্রীকমল বসু তাঁর ভাষণে স্কাউট-গাইড আন্দোলনের উপযোগিতার কথা বলেন এবং সর্বভারতীয় স্কাউট নেতা নৃপেন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য দক্ষিণ কলিকাতা সংস্থাকে অভিনন্দন জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন

অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার বস, স্কাউটার অবনী কুমার বসু ও জিলা স্কাউট কমিশনার শ্রীতিমিরবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক এই স্মরণ সভায় "শতবর্ষের আলোকে নৃপেন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভার কার্য্য পরিচালনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবিজয় কুমার বসু।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে স্বল্প সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী স্কাউটার গাইডারের এই মানুষ গড়ার কাজে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস আপামর-সাধারণের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছে—একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। পৃথিবীতে একমাত্র এই দেশেই স্কাউট ও গাইড সংস্থা স্কাউটার-গাইডার প্রশিক্ষণ বিষয়ে এক যোগে পরিচালিত হচ্ছে।

আমাদের জাতীয় কার্য্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত ৪০টি রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থার সভ্য সংখ্যা ১১ লাখের উপর ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় রেলপথের ৯টি আঞ্চলিক রেলপথের এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের স্কাউট-গাইডরা এই পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বে ১৫০টি জাতীয় স্কাউট সংস্থার সভ্যসংখ্যা মোট ২.৫ কোটি। বর্তমানে বিশ্ব স্কাউট সম্মেলনের (World Scout Conference) অনুমোদিত সভ্য সংখ্যা ১১৯টি দেশ।

স্কাউটিংএর আত্মকথা

শ্রীসুধীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

আমি এখন আমার প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়—৭৯ বছর বয়স। আমার জীবনের এই কটি বছর যে আনন্দ উদ্দীপনা আর উত্তেজনার ভেতর দিয়ে আমি কাটিয়েছি তার বর্ণনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা—সীমাহীন সে আনন্দ—আর ভবিষ্যৎ ? আশা রাখি আরও নতুনতর আনন্দ আর সুখ আমার জীবনে আমি অনুভব করবো। কিন্তু সব থেকে সুখের কথা, আমার এ আনন্দের ভাগীদার পৃথিবীর হাজার হাজার ছেলে মেয়ে। তাদের প্রাণচাঞ্চল্য আমাকে উদ্জীবিত করে রেখেছে তাই আমার জীবনের সবকিছু বৈচিত্র আর সুখ দু'হাতে উজাড় করে দিতে আমি কোনদিন কার্পণ্য করিনি। এইসব ছেলে মেয়েরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—ওরাই আমার আদর্শ ও আকাঙ্খার প্রতীক—ওদের মাধ্যমেই আমি পৃথিবীর লোকের মাঝে বেঁচে আছি আর থাকবোও। আমার সার্থকতা এইসব ছেলেমেয়েদের মুখের হাসি আর প্রাণচাঞ্চল্য।

এ সব কথা থাক্—যা বলতে চাইছি তাহল কেমন করে আমার আর্বিভাব হ'ল এই পৃথিবীতে আর কেমন ভাবেই বা আমি বিকসিত হয়েছি দিনে দিনে। তারই কিছু লিপিবদ্ধ করতে চাই। আমাকে ভালভাবে জানতে হ'লে দরকার বইকি সেই ইতিহাস—তাই এই সুযোগে রোমন্থন করতে চাই সেই রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত।

আমার তখনও আত্মপ্রকাশের সময় হয়নি। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন কোন শক্তিধরকে যে আমার দু'হাত ধরে উঠিয়ে ধরবে—উদ্ধার করে আনবে আলো উদ্ভাসিত এই বিশ্বসংসারে।

দেশে দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখের হাসি যাচ্ছে মুছে—অবনতির বেড়া জালে জড়িয়ে পড়ছে তারা। এমনি ভয়ঙ্কর আবহাওয়া। আমি ব্যাকুল হয়ে তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি কেমন করে আমার প্রভাব আর আমার আলোর ছটায় এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আবার সুস্থ আর সজীব করে তুলতে পারি তারই দিশায়।

এমনি অন্বেষণের মাঝে তার দেখা পেলাম। নিজেকে সে গড়ে তুলেছে তার নিজের ছোটবেলা থেকে। তার শিক্ষা দীক্ষা সবই দেখি মিলে যায় আমার মনের সঙ্গে—তাই দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকেই মুখপাত্র হিসেবে গ্রহণ করি।

বড় ব্যস্ত—সৈনিক জীবনের কাজে, আজ এদেশ—কাল ওদেশ এমনিভাবে বেড়িয়ে বেড়ায় আমার আধারটি—তাই দেরী হয়ে গেল। তা যাক ক্ষতি নেই কিছু। আমি দেখতে পাই এই পুরুষটির মাধ্যমে আমার শিক্ষা আর ভাবধারার প্রথম প্রকাশ্য রূপ এঁরই অধীনস্থ সৈন্যদের শিক্ষার বাহন হিসাবে। সময় করে একসময় তাই তিনি লিপিবদ্ধ করলেন আমার শিক্ষারধারা। প্রকাশ পেলো 'এডস টু স্কাউটিং' (Aids to Scouting)। কিন্তু এ হোল প্রথম সোপান পৃথিবীতে ভিন্নরূপে আমার প্রকাশ—সময় তখন ১৮৯৯।

আমার ভাষক তখন সার্থকনামা সৈনিক—ম্যাফেকিং অবরোধের নায়ক। তাই তার লেখা 'এডস টু স্কাউটিং' প্রচার পেলো অভাবিতরূপে। সবাই খুশী, সবাই মানতে বাধ্য হয় এমনতো দেখিনি এর আগে, এমনতো কেউ ভাবিনি—আমি হাসি। কিন্তু ব্যস্ত হই—আমি প্রকাশ পেতে চাই ছোটদের মাঝে—বড়দের জন্য তো আছে অনেক ব্যবস্থা।

'এডস টু স্কাউটিং' প্রকাশেই সুরু হয় বিবর্তন—লেখক লেফ্‌টাণান্ট জেনারেল রবার্ট ষ্টিভেনসন স্মীথ বেডেন পাওয়েল এর দেশ ইংলণ্ডেই দেখা গেল প্রথম সাড়া। হোক না বড়দের জন্য হোক না সৈন্যদলের প্রিয় এই শিক্ষা—

বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এই শিক্ষাধারাকে প্রবাহিত করতে চাইলেন ছোটদের শিক্ষাধারার মধ্যে।

১৯০২ সালে আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে আর. এস. এস বি. পি যখন অনুরুদ্ধ হলেন এই সব শিক্ষাবিদের দ্বারা—যখন তারা এই ধরণের শিক্ষাপ্রণালীর আরও বিস্তারিত রূপ চাইলেন—তখন বি.পি বাধ্য হলেন তৎকালীন যে সব যুব সংস্থা ছিলো তাদের শিক্ষা ধারার পর্য্যালোচনায়। আমেরিকার আরনেষ্ট থম্পসন সিটন (Earnest Thompson Seton) প্রতিষ্ঠিত রেড ইণ্ডিয়ান বয়েজ স্কিম প্রমুখ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও আমি জানতাম অন্য কোন সমাধানের সম্ভাবনা নেই। তাই আমার এই শিক্ষাপ্রণালী ছোটদের উপযোগী করে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলেন বি.পি। যে শিক্ষাধারা তিনি সৈন্যদের জন্য করেছিলেন সেই একই ভাবধারায় ছোটদের উপযোগী করে লেখা চলতে থাকলো।

কিন্তু এত অল্পে শান্ত হলেন না বি. পি। তৎকালীন বয়েজ ব্রিগেডের (Boys Brigade) প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম স্মিথ (Sir Willium Smith) এবং আরো অনেকের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে থাকেন—এমনকি এই নতুন শিক্ষাপ্রণালী তিনি বয়েজ ব্রিগেডের শিক্ষা ধারার আওতায় আনতে চাইলেন। শুধু তাই নয় তিনি নিজে দেখতে চাইলেন আমার এই পদ্ধতি কতটা কার্য্যকরী হবে—তাই হাতে কলমে পরীক্ষা করার জন্য ১৯০৭ সালের ২৯শে জুলাই থেকে ৯ই আগষ্ট পুল হারবারের ব্রাউনসী দ্বীপে ২০টি ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে এক পরীক্ষামূলক শিবির পরিচালনা করলেন।

সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী ছেলের দল আমার শিক্ষাধারাকে মনে প্রাণে গ্রহন করল। বি.পি তার সাফল্যে উদ্ধুদ্ধ হয়ে লিপিবদ্ধ করলেন এই শিবিরের প্রতিদিনের রোজনামচা।

বি.পি কে সাহায্য করার জন্য কিন্তু নেপথ্যে আর একজন তখন এসেছেন—যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে আমার এই বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি

অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের আংশিক অঙ্গ হিসাবে কাজ করতে পারবে না। আমার চাই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রতা। তাই প্রায় ২০০০ পাউণ্ড এবং হেনরীয়েটা স্ট্রীটে (Henrietta Street) অফিস করার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি—শুধু তাই নয় "স্কাউটিং ফর বয়েজ" বইটি যাতে স্বল্পমূল্যে ছাপা হয় তার ব্যবস্থা চলতে থাকে।

ব্রাউন সী দ্বীপের শিবিরের রোজনামচা নিয়ে ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনটি খণ্ডে বি. পি প্রথম প্রকাশ করলেন তার চিন্তাধারাকে। আর তার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আর্থার পিয়ারসনের (পরে Sir Arthur Pearson) আন্তরিক সাহায্যে ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'স্কাউটিং ফর বয়েজের' (Scouting for Boys) প্রথম পাক্ষিক সংখ্যাটি প্রকাশ পেলো। এই রকম ছটি সংখ্যায় বইটি সম্পূর্ণ হয়। প্রকাশ্যভাবে এতদিনের জল্পনা কল্পনার শেষ করে আমি আত্মপ্রকাশ করলাম—যদিও পৃথিবীর মাটিতে আমার স্থান করে নিতে পেরেছিলাম ১৯০৭ সালের সেই পরীক্ষামূলক শিবিরে।

এর পরের ঘটনা অতি দ্রুততালে বয়ে যায়। 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' জনসাধারণের মধ্যে এত সমাদর লাভ করে যে সেই বৎসরেই আরও চারবার নতুন করে ছাপাতে হয়—আর তারপর আরও নতুন ভাব আদান প্রদানের জন্য এক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয় ১৯০৮-এর ১৪ই এপ্রিল 'দি স্কাউট' (The Scout) এই নাম নিয়ে।

'স্কাউটিং ফর বয়েজ' প্রকাশে আত্মতৃপ্তিতে আমি ভরে উঠেছিলাম, এত দিনের স্বপ্ন আমার সার্থক হতে চলেছে এই ভেবে। কিন্তু আমিও দিশেহারা হয়ে যাই এত তড়িৎগতিতে চলতে থাকে আমার প্রভাব। দিকে দিকে গড়ে উঠতে থাকে স্কাউট পেট্রোল 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বই পড়ে ছেলেরাই তৈরী করে নিজেদের দল। একা বি. পি তখন করবেন কি? হেনরিয়েটা স্ট্রীটের অফিস তখন কাজের চাপে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে তাই এই সব ছেলেরা এগিয়ে গিয়ে বয়স্ক লোকেদের আহ্বান জানিয়েছে তাদের দলপতি হবার। এ আহ্বান এড়িয়ে

গেছেন অনেকেই কিন্তু আবার সাদরে গ্রহণ করেছিলেনও অনেকে। স্কাউটরা নিজেরা তাদের স্কাউটমাষ্টার সংগ্রহ করে নেয় এই ভাবে। ছেলেদের মধ্যে আমাকে বিকিরণ করতে পেরে আমার শক্তি হয়ে উঠেছিল সহস্রগুণ বেশী—তাই এতদিনে আমি একা যা পারিনি এই সব ছোট ছোট ছেলেদের মাধ্যমে সেই অসম্ভব হোল সম্ভব। স্কাউটদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা আর সংগঠনমূলক নানান কাজে বি. পিকে বাধ্য করলো তার ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে—সৈন্যজীবন না স্কাউট জীবন? একা স্থির করা কঠিন হবে ভেবে লর্ড হালডেন (Lord Haldane) এবং সপ্তম এডওয়ার্ডের সঙ্গে পরামর্শ করেন আর তারপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের ইচ্ছানুসারে বি. পি বেছে নিলেন—দ্বিতীয়টি। আমি জয় করলাম বি. পিকে সম্পূর্ণভাবে। ৭ই মে ১৯৯০ সালে ৫৩ বছর বয়সে—৩৪ বছর সৈন্য বিভাগে কাজ করার পর বি. পি পদত্যাগ পত্র দিলেন।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে ছোট মেয়েদের মধ্যে তারাও নিজেরা তৈরী করেছে নিজেদের দল সকলের অজান্তেই একরকম। তাই ১৯০৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর লণ্ডনের ক্রিষ্টাল প্যালেসে (Crystal Palace) প্রথম স্কাউট সমাবেশের একটি কোনে বি. পি দেখতে পেলেন গুটি কতক মেয়েদের—স্কাউটদের মতই বেশবাস, হাতে লাঠি, গলায় স্কার্ফ—জিজ্ঞাসা করাতে দলপতি অনুরোধ জানিয়ে বললেন—তাঁরা গার্ল স্কাউটদের উল্ফ্ পেট্রোল—অনুগ্রহ করে বি. পি যেন তাদেরও ছেলেদের মত স্কাউটিং করতে দেন। বি. পিকে তাই চিন্তা করতে হল কিভাবে এই সব মেয়েদের স্কাউটিং-এর আনন্দের ভাগীদার করা যায়। এরই ফল স্বরূপ ১৯১০ সালে বি. পি গার্ল গাইড্স্ অ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত করলেন। স্কাউটিং-এর আনন্দ আর রোমাঞ্চের ভাগীদার হল মেয়েরাও।

১৯১০ শতকের ইংলণ্ডে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আমার জলে বিস্তৃতি। এতদিন ডাঙায় ছেলেদের নিয়ে খেলা করেছি, এখন শুরু হল সেই

সব স্কাউটদের নিয়ে নাবিক জীবনের মহড়া। "সি স্কাউটস" শাখার উদ্বোধনে আমার চলার পরিধি গেল অনেক বেড়ে। সি স্কাউটস্-এর কাজ ১৯১০ সালে আরম্ভ হলেও পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয় ১৯১২ সালে। প্রকাশ পেল 'সি স্কাউটিং' (Sea Scouting) বইটি।

১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত যা কিছু বলেছি এই এত বিচিত্র ঘটনা এ সবই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তারপর নিয়তির ইঙ্গিতে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই আন্দোলন। একদেশ থেকে আর এক দেশে আমার জয়যাত্রার কাহিনী এখানে বলা সম্ভব নয়—সে এক অন্য ইতিহাস, শুধু এইটুকু বলে রাখতে চাই—কোন গণ্ডির ভেতরে আমাকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি—তাই সকল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মনের মাঝেই আমি স্থান করে নিতে পেরেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্কাউট সংস্থার ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা পরিদর্শনের জন্য বি. পি যাত্রা করলেন সাগর পারে ১৯১২ সালে, আর এই সালেই ৪ঠা জানুয়ারী ইংলণ্ডে, বয়স্কাউটস অ্যাসোসিয়েসন 'রয়েল চার্টার' পেয়ে এক সংযুক্ত সংস্থায় পরিণত হল।

১৯১২ সালের বি. পির এই পরিভ্রমণ তাঁর জীবনের এক নতুন প্রভাতের সূচনা করে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ যাত্রাকালে জাহাজে বহুদিন আগে ক্ষণিকের দেখা কুমারী ওলেভ সেণ্ট ক্লেয়ার সোমশের (Olave Saint Clair Soames) পুনরায় দেখা পেলেন। আলাপ ক্রমশঃ ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়ে অবশেষে ১৯১২ সালের ৩০শে অক্টোবর পরিণয়ে সমাপ্তি হয়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, ১৯৩০ সালে নিজ কর্মদক্ষতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় লেডী বি. পি হলেন "ওয়ারল্ড চীফ গাইড" আর আজও তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত যদিও তিনি তাঁর নশ্বর দেহ ছেড়ে চলে গেছেন ২৬শে জুন ১৯৭৭ সালে।

আমার চলার পথে বাধার কি শেষ ছিলো? কিন্তু সব বাধাই অতিক্রম করতে পেরেছি এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা আর বয়স্কদের

প্রাণবন্ত সহায়তায়। অনেক বাধা আবার আমাকে নব দিগন্তের আভাষও দিয়েছে। তার একটি হোল—

অনেক মায়েরা তাঁদের ছেলেদের স্কাউটদলে যোগ দিতে দিতেন না যতক্ষণ না বড় ভাইটির সঙ্গে ছোট ভাইটিও যেতে পারছে। তাই বহু স্কাউটমাষ্টার বাধ্য হয়েই ছোটদেরও নিতেন আর 'ছোট স্কাউট' (Junior Scout) এই নাম দিয়ে তাদের খেলাধূলায় মাতিয়ে রাখতেন। বি. পিকে তাই চিন্তা করতে হয় কি ভাবে এদের পরিচালনা করা যায়। গার্ল গাইডস্‌দের মত এদের মাঝেও আমার আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখি আমি। নানান পরীক্ষার পর বি. পি, রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙ্‌ এর (Rudiard Kipling) জঙ্গলবুক (Jungle Book) থেকে তুলে নিলেন মুগলীর গল্প। ১৯১৬ সালে প্রকাশ পেলো 'দি উলফ কাবস্‌ হ্যাণ্ডবুক' (The Wolf Cubs Handbook)। ছোট ছেলেদের রূপকথার আবহাওয়ায় জঙ্গলের বিচিত্র পরিবেশের মাধ্যমে তৈরী হল তাদের শিক্ষার পরিকল্পনা।

এই সালেই উলফ কাব প্যাকের প্রবর্তন হল। কিন্তু সঠিকভাবে আরো সুদৃঢ় হয়ে কাব প্যাকের প্রচলন হয় ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে। কাব প্যাক–স্কাউট ট্রুপের মত সহজ গতি লাভ করেনি। প্যাকের স্কাউটারদের ভেতরে ট্রুপের মত শিক্ষা প্রচলন—পেট্রোলের ব্যবহার—এই সব মতদ্বৈধকর প্রথার প্রচলন দেখা যেতে থাকে প্রথম প্রথম। নতুন করে এই সব ভবিষ্যতের কাব মাষ্টারদের শিক্ষাদিয়ে তবেই শেষ পর্যন্ত সঠিকভাবে প্যাকের কার্যপ্রনালী নির্দ্ধারিত হয়।

আমার জয় যাত্রার প্রথম১০টি বছর এমনিভাবেই এগিয়ে চলে কিন্তু এই সব ছেলেরা যখন স্কাউট শিক্ষা শেষ করে কৈশোর কাটিয়ে যৌবনের প্রথম আলোর রেখা দেখতে আরম্ভ করলো তখন ঠিক এই ধরণের স্কাউটিং শিক্ষা তাদের মনে ধরলো না—নতুনভাবে নতুনরূপে চাইলো তারা স্কাউটিং শিক্ষা। ছোটদের জন্যে খেলা তাই বদল করতে হোল বি-পিকে স্কাউটোত্তর ছেলেদের জন্যে।

এখানেও বহু আলাপ আলোচনার পর অবশেষে ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি প্রকাশ পেলো এই নতুন শাখার কার্যপ্রণালী, পৃথকভাবে এবং বিস্তারিতভাবে এদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হল—নাম দেওয়া হল 'সিনিয়ার স্কাউটস্' (Senior Scouts)।

এই প্রথা কিন্তু বেশ উৎসাহজনক ভাবে চালু হল না—হয়তো প্রাক্ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়া তার জন্য খানিকটা দায়ী কিংবা হয়তো যে ভাবে এই শাখার শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয় সেটাও হতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত এই শাখার নাম বদলে করা হল 'রোভার স্কাউটস' (Rover Scouts)। প্রারম্ভিক শিক্ষা ধারাকে বদলে অন্যের সেবা ও সাহায্য করার ভাবধারায় এই সব বয়স্ক ছেলেদের শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চললো। ১৯১৮ সালে স্থরু হল রোভার স্কাউট শাখার কাজ। ৯২২ সালে বি-পি প্রকাশ করলেন তাঁর 'রোভারিং টু সাকসেস' (Rovering to success) বইটি। সেবা (Service) এই আদর্শের উপর নির্ভর করে নতুন বৈচিত্রপূর্ণ এবং পরিস্ফুট নিয়ম আর শিক্ষা প্রণালী এই সব প্রাক্তন স্কাউটদের আরো বেশী আগ্রহান্বিত করে তোলে।

এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি ৭ বছর থেকে ১৭ বছর পর্য্যন্ত ছেলেদের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ রইলাম না তার উর্দ্ধেও যারা রইলো তাদের নতুন নতুন খোরাক দেবার মত অনেক কিছুই আবিস্কৃত হল আমার খেলার মধ্যে। আজ আর বলতে দ্বিধা নেই আমার, রোভার 'ক্রু' স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ গ্রুপের—প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু—এই তিনটি শাখার বিভিন্ন স্কাউটারদের মধ্যে অনেক সময় নানান মতভেদ এমন কি মনোমালিন্যের সূত্রপাত দেখা দেয়। এই শাখাগুলির স্কাউটারদের ভেতরে সামগ্রিকভাবে কোন্ স্কাউটার গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন সে কথা নিয়েও মতভেদের সীমা ছিল না। নানানভাবে বি-পিকে তাই এই সব ছোটখাটো ব্যাপারেও তাঁর মতামত জানাতে হয়। পরিশেষে সব তর্ক বিতর্কের সমাপ্তি করে ১৯২৭ সালে এক নিরপেক্ষ চতুর্থ ব্যক্তির আগমন হয় এই গ্রুপ স্কাউটারদের মধ্যে, যাঁর উপর

এক অতীব গুরুদায়িত্ব আরোপিত হ'ল— গ্রুপের তিনটি শাখার ভেতরে সমতা হৃদ্যতা আর প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনমত উপদেশ দেওয়া ও সাহার্য্য করাই হল তাঁর কাজ। চতুর্থ এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটির নাম গ্রুপ স্কাউটমাষ্টার (Group Scoutmaster) আর এই জি. এস. এমকে সাহায্য করার জন্য এলেন গ্রুপ কাউন্সিল ও গ্রুপ কমিটির সভ্যরা। এতদিনে আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে সমর্থ হলাম। বর্তমানে জি. এস এমকে বলা হয় জি. এল. এস বা গ্রুপ লীডার (স্কাউটস্)।

এই সময়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—এতদিন আমার খেলায় মেতেছিলো একদিকে ছোট ছোট ছেলেরা অন্যদিকে মেয়েরা, পরে এলো ১৭ বছরের উপরের পুরুষ ও মহিলা। কিন্তু আমিতো স্থবির নই ? আমি গতিশীল। তাই আমাকে কোন সময়েই একভাবে নিয়মের কঠিন ব্যালে বেঁধে রাখতে পারেনি কেউ। আমার এই চঞ্চল প্রাণের পরশ এসে লাগলো সেই সব দুর্ভাগ্যের গায়ে যারা জন্মাবধি কোন না কোন, না কোন কারণে বিকলাঙ্গ—নতুন করে প্রাণ সঞ্চারিত হল এদের মধ্যে সকলের মত স্কাউটিং খেলায় যোগদান করতে পেরে। তৈরী হল 'হ্যাণ্ডিক্যাপড্ স্কাউটস্' (Handicapped Scouts) শাখা ১৯২৭ সালেই।

জলে-স্থলে আমার স্কাউটদল এইভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। অন্তরীক্ষও বাকী রইলো না—দেখা গেলো স্কাউটরা আকাশের দিকে তাদের আগ্রহভরা হাত বাড়াতে চায় তাই ক্রমে ক্রমে এই ইংলণ্ডেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪২ সালে সুরু হয় 'এয়ার স্কাউটস' শাখার কাজ। সি স্কাউটিং যেমন বি. পির বড় ভাই ওয়ারিংটনের (Warington) কাছে ঋণী—তাঁর অভিজ্ঞতা আর সক্রীয় সাহায্য যেমন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো সি স্কাউটস—তেমনি এয়ার স্কাউটিং বি-পির ছোট ভাই মেজর বেডেন পাওয়েলের নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় গড়ে উঠতে থাকে।

মাঝের অনেকগুলো বছর আমি এড়িয়ে গেছি কিছু না বলেই—যে সময়ের

মধ্যে আমার জীবনে নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়েছে বহুবার। আমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক যুব সংস্থায় পরিণত করার প্রয়াসে—স্কাউটিং খেলার নিয়মগুলিকে পরিশুদ্ধ করে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যে নতুন নতুন লোকের আবির্ভাব হয়েছে নিত্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। এবার তাদের সম্বন্ধে কিছু বলি।

স্কাউটারদের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বি.পি উপলব্ধি করেছিলেন। স্কাউটিং শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব না করে ছোটছোট ছেলেদের দায়িত্ব যে নিতে পারা যাবে না এ সত্যও সবাই স্বীকার করেন। তাই গোড়া থেকে চলতে থাকে স্কাউটারদের শিক্ষার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা।

১৯১৮ সালে ইংলণ্ডের এক স্কটিশ ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ডবলু. এফ. ডি বয়েস ম্যাকলারেন (W. F. de Bois Maclaren) তাঁর স্কাউটদের জন্য নিজস্ব এক শিবির ক্ষেত্র গড়ার মনস্থ করলেন। স্বাধীনভাবে যাতে স্কাউটরা শিবিরে কাটাতে পারে তার জন্য চাইলেন খানিকটা জমি। সকলের অনুরোধে তাঁর এই শিবির ক্ষেত্রে স্কাউটারদের শিক্ষাকেন্দ্রকেও তিনি স্থান দিতে রাজী হলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান মিললো এককালে রবীন হুড যে অরণ্যে তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বাস করতেন সেই এপিং ফরেষ্টের লাগোয়া চিংফোর্ডের গিলওয়েল পার্কে বিক্রয়ের খবর।

ম্যাকলারেনের সক্রিয় সাহায্যে ও অর্থদানে কেনা হল গিলওয়েল পার্ক (Gilwell Park)। আর কিছু রদবদল ও নতুন কয়েকটি ঘরবাড়ী তৈরী করে নিয়ে ১৯শে জুলাই ১৯১৯ সালে উদ্বোধন করা হল এই গিলওয়েল পার্ক—স্কাউটিংএর বাসগৃহ—যা পরবর্তীকালে বিশ্বস্কাউটিংএর বাসগৃহ বলে পরিগণিত হয়েছিল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত গিলওয়েল অনেক কিছু দিয়ে এসেছে আমাকে সাহায্য করেছে অভাবনীয়ভাবে—তুলে ধরেছে নানান ভাবে আমার শিক্ষার প্রতিটি খুঁটিনাটি সকলের সামনে। গিলওয়েল তাই শুধু আর কাব স্কাউটদের খেলার আর শিক্ষণ শিবিরের কেন্দ্র নয়—গিলয়েল, ব্রিটিশ স্কাউটস অ্যাসোসিয়ে-

সনের উদারতায় পরিণত হয়েছে এক আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। গিলওয়েল আজ বিশ্বের সমস্ত স্কাউটদের। বারে বারে মনে পড়ে প্রথম ক্যাম্পচীফ ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস্ গিডনিকে—তাঁর সেই অদমনীত অনুসন্ধিৎসু মন, স্কাউটিং শিক্ষাধারায় নতুন নতুন প্রণালীর প্রবর্তন করে আমাকে ছেলেদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা—আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সেই একই ভাবধারায় স্কাউটমাষ্টার আর কাবমাষ্টার তৈরী করার অদম্য উৎসাহ।

গিলওয়েল পার্কের দাতা Mr. W. de Bois Maclaren অমর হয়ে আছেন প্রথম গিলওয়েল পার্ক গ্রুপের স্কার্ফ গিলওয়েল স্কার্ফের মধ্যে। এই Scarf এর পিছনে যে চারেকোনা কাপড় আছে সেটি হল Maclaren Tartan Patch—Maclaren পরিবারের ঐতিহ্য বহন করছে। গিলওয়েল পার্কে প্রথম উডব্যাজ শিক্ষণ শিবির হয় ১৯১৯ সালের ৮ই হতে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বি-পি তাঁর ম্যাটাবিলি অভিযানে পাওয়া কুডু হর্ন বাজিয়ে সেই শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন। এই উডব্যাজ শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করেছিলেন গিলওয়েল পার্কের প্রথম ক্যাম্পচীফ ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিন গিডনী। যাঁদের দান আমাকে দিয়েছে নতুন আশা—নতুন জীবন গিলওয়েল পার্কের সেই তিনজন ক্যাম্পচীফ হলেন—ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস গিডনি (Capt. Francis Gidney)—১৯১৯—১৯২৩, কর্নেল জে. এস. উইলসন (Cal. J. S. Wilson) ১৯২৩—১৯৪৩ আর আর. এফ থারম্যান (R. F. Thurman) ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৯।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি আন্তর্জাতিক এই শিক্ষণ শিবির প্রধানই বা ক্যাম্পচীফ (পরবর্তীকালে ডিরেকটার অব লীডার ট্রেনিং) হলেন আমার শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের কর্ণধার। এঁরই সহকর্মী হিসেবে দেশে দেশে যেসব সহঃশিবির প্রধানরা বা ডেপুটি ক্যাম্পচীফ (বর্তমানে লীডার ট্রেনার) আছেন তাঁরা নিজের নিজের দেশে স্কাউটারদের শিক্ষা দেন। বিভিন্ন শাখার স্কাউটারদের জন্য বি-পি এখানেই উডব্যাজ শিক্ষার প্রবর্তন করেন, আর আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উডব্যাজ শিক্ষণ তাদের জাতীয় স্কাউটার-শিক্ষণ অধিকর্তার

মধ্যে আমার জীবনে নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়েছে বহুবার। আমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক যুব সংস্থায় পরিণত করার প্রয়াসে—স্কাউটিং খেলার নিয়মগুলিকে পরিশুদ্ধ করে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যে নতুন নতুন লোকের আবির্ভাব হয়েছে নিত্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। এবার তাদের সম্বন্ধে কিছু বলি।

স্কাউটারদের শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বি.পি উপলব্ধি করেছিলেন। স্কাউটিং শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব না করে ছোটছোট ছেলেদের দায়িত্ব যে নিতে পারা যাবে না এ সত্যও সবাই স্বীকার করেন। তাই গোড়া থেকে চলতে থাকে স্কাউটারদের শিক্ষার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা।

১৯১৮ সালে ইংলণ্ডের এক স্কটিশ ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার ডবলু. এফ. ডি বয়েস ম্যাকলারেন (**W. F. de Bois Maclaren**) তাঁর স্কাউটদের জন্য নিজস্ব এক শিবির ক্ষেত্র গড়ার মনস্থ করলেন। স্বাধীনভাবে যাতে স্কাউটরা শিবিরে কাটাতে পারে তার জন্য চাইলেন খানিকটা জমি। সকলের অনুরোধে তাঁর এই শিবির ক্ষেত্রে স্কাউটারদের শিক্ষাকেন্দ্রকেও তিনি স্থান দিতে রাজী হলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান মিললো এককালে রবীন হুড যে অরণ্যে তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বাস করতেন সেই এপিং ফরেষ্টের লাগোয়া চিংফোর্ডের গিলওয়েল পার্কে বিক্রয়ের খবর।

ম্যাকলারেনের সক্রিয় সাহায্যে ও অর্থদানে কেনা হল গিলওয়েল পার্ক (Gilwell Park)। আর কিছু রদবদল ও নতুন কয়েকটি ঘরবাড়ী তৈরী করে নিয়ে ২৯শে জুলাই ১৯১৯ সালে উদ্বোধন করা হল এই গিলওয়েল পার্ক—স্কাউটিংএর বাসগৃহ—যা পরবর্তীকালে বিশ্বস্কাউটিংএর বাসগৃহ বলে পরিগণিত হয়েছিল।

সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত গিলওয়েল অনেক কিছু দিয়ে এসেছে আমাকে সাহায্য করেছে অভাবনীয়ভাবে—তুলে ধরেছে নানান ভাবে আমার শিক্ষার প্রতিটি খুঁটিনাটি সকলের সামনে। গিলওয়েল তাই শুধু আর কাব স্কাউটদের খেলার আর শিক্ষণ শিবিরের কেন্দ্র নয়—গিলয়েল, ব্রিটিশ স্কাউটস অ্যাসোসিয়ে-

সনের উদারতায় পরিণত হয়েছে এক আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র। গিলওয়েল আজ বিশ্বের সমস্ত স্কাউটদের। বারে বারে মনে পড়ে প্রথম ক্যাম্পচীফ ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস্ গিডনিকে—তাঁর সেই অদমনীত অনুসন্ধিৎসু মন, স্কাউটিং শিক্ষাধারায় নতুন নতুন প্রণালীর প্রবর্তন করে আমাকে ছেলেদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা—আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সেই একই ভাবধারায় স্কাউটমাষ্টার আর কাবমাষ্টার তৈরী করার অদম্য উৎসাহ।

গিলওয়েল পার্কের দাতা Mr. W. de Bois Maclaren অমর হয়ে আছেন প্রথম গিলওয়েল পার্ক গ্রুপের স্কার্ফ গিলওয়েল স্কার্ফের মধ্যে। এই Scarf এর পিছনে যে চারেকোনা কাপড় আছে সেটি হল Maclaren Tartan Patch—Maclaren পরিবারের ঐতিহ্য বহন করছে। গিলওয়েল পার্কে প্রথম উডব্যাজ শিক্ষণ শিবির হয় ১৯১৯ সালের ৮ই হতে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। বি-পি তাঁর ম্যাটাবিলি অভিযানে পাওয়া কুডু হর্ন বাজিয়ে সেই শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন। এই উডব্যাজ শিক্ষণ-শিবির পরিচালনা করেছিলেন গিলওয়েল পার্কের প্রথম ক্যাম্পচীফ ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিন গিডনী। যাঁদের দান আমাকে দিয়েছে নতুন আশা—নতুন জীবন গিলওয়েল পার্কের সেই তিনজন ক্যাম্পচীফ হলেন—ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস গিডনি (Capt. Francis Gidney)—১৯১৯—১৯২৩, কর্নেল জে. এস. উইলসন (Cal. J. S. Wilson) ১৯২৩—১৯৪৩ আর আর. এফ থারম্যান (R. F. Thurman) ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৯।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি আন্তর্জাতিক এই শিক্ষণ শিবির প্রধানই বা ক্যাম্পচীফ (পরবর্তীকালে ডিরেকটার অব লীডার ট্রেনিং) হলেন আমার শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের কর্ণধার। এঁরই সহকর্মী হিসেবে দেশে দেশে যেসব সহঃশিবির প্রধানরা বা ডেপুটি ক্যাম্পচীফ (বর্তমানে লীডার ট্রেনার) আছেন তাঁরা নিজের নিজের দেশে স্কাউটারদের শিক্ষা দেন। বিভিন্ন শাখার স্কাউটারদের জন্য বি-পি এখানেই উডব্যাজ শিক্ষার প্রবর্তন করেন, আর আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উডব্যাজ শিক্ষণ তাদের জাতীয় স্কাউটার-শিক্ষণ অধিকর্তার

নেতৃত্বে ও লীডার ট্রেনারদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২১শে থেকে ২৭শে আগষ্ট পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংকীতে অনুষ্ঠিত দ্বাবিংশ বয় স্কাউটস বিশ্বসভার অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী স্কাউটার-শিক্ষণের কতৃত্ব গিলওয়েল পার্ক থেকে ওয়ারল্ড বিউরোতে স্থানান্তরিত হয়। আর এই বছরেই অনুষ্ঠিত হয় গিলওয়েল পার্কের সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০ বছর পূর্তি উৎসব এবং ৬ই থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গিলওয়েল সুবর্ণ-জয়ন্তী রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হয় গিলওয়েল পার্কে এবং রি-ইউনিয়ন সমাপ্তি দিবসে মিঃ জন থারম্যানের নিকট হতে মিঃ জন হাসকিন্স ডাইরেকটার অফ লীডার ট্রেনিংএর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৭শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর মিঃ থারম্যানের গিলওয়েল পার্কে শেষ সাপ্তাজান্তিক।

গিলওয়েলের পর বলতে হয়—আমার জীবনের সেই অপূর্ব আনন্দঘন কটা দিনের কথা। ১৯২০ সালের অলিম্পিয়ায় ১লা আগস্ট থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রথম জ্যাম্বোরী বা স্কাউটমিলন মেলা। আজও এই প্রথম মিলন মেলার ঘটনাবলী আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পৃথিবীর মাঝে আমার প্রয়োজনীয়তা আমার সার্থকতা প্রমাণ করে দেয় এই মেলা আর অবধারিত ভাবে সকলের অজান্তে দুটি অতি আবশ্যকীয় ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়—তার প্রথমটি হোল, কেবলমাত্র ঐ দেশের স্কাউটদের জন্য এই প্রথম মিলনমেলার সুরু হলেও আন্তর্জাতিক মিলনমেলায় এর পরিণতি—আর দ্বিতীয়টি সমবেত স্কাউটাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে প্রতি দ্বিতীয় বৎসর এক আন্তর্জাতিক স্কাউট সম্মেলনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কটি বছর বাদ দিয়ে আজ পর্যন্ত ৩০ বার এই বিশ্ব (আন্তর্জাতিক স্কাউট সম্মেলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে—বিভিন্ন দেশের স্কাউট নেতাদের নিয়ে। শেষের বিশ্বসম্মেলনটি ১৯৮৫ সালের জার্মানীর মিউনিকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব "মিলন মেলা" সম্মেলন ইত্যাদি পরিচালনা করার জন্য এই অলিম্পিয়াতেই সৃষ্টি হয় ইনটারন্যাশানাল

বিউরো—বর্তমানের ওয়ারল্ড বিউরো এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় ইনটারন্যাশানাল কমিটি—বর্তমানের বিশ্বস্কাউট কার্য্যনির্বাহক সমিতি বা ওয়ারল্ড স্কাউট কমিটি। স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংস্থার (The world organisation of the Scont Movement) প্রধান কর্মকেন্দ্রকে বলা হয় ওয়ারল্ড স্কাউট বিউরো বা বিশ্বস্কাউট দপ্তর বা কার্য্যালয়। বিশ্বস্কাউট সংস্থার মহাকরণ হল এই বিশ্বস্কাউট দপ্তর। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই দপ্তরের কাজ হল বিশ্বস্কাউট সভা (World Scout Conference) ও বিশ্বস্কাউট কার্য্যনির্বাহক সমিতির (World Scout Committee) পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। বয় স্কাউটস ইনটান্যাশান্যাল বিউরোর বর্তমানের পরিবর্তিত নাম World Scout Bureau প্রথম স্থাপিত হয়েছিল লণ্ডন সহরে ১৯২০ সালে। ৩৭ বছর International Bureauর অফিস লণ্ডন সহরে থাকে। ১লা জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে এই দপ্তরের কাজ সুরু হয় অটোয়াতে—৭৭ নং মেটকাফ ষ্ট্রীট, অটোয়া—৪। আবার ১৯৬৮ সালের ১লা মে এই দপ্তর স্থানান্তরিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে। বর্তমানে এখানে নিজস্ব ভবনে—Case Postale 78, 1218, Geneva—4। এই বিশ্বস্কাউট দপ্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্কাউট সংস্থাগুলিকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করছে। স্বল্প কথায় এই বিউরোর কর্মপদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা বলা বড় কঠিন—তা সত্বেও কিছু বলে রাখতে চাই বলেই নীচে আঁকলাম এই ছকটি—এ থেকেই বুঝতে পারা যাবে কত বিস্তৃত আর সুদূর প্রসারী এই বিউরোর প্রভাব।

কিন্তু তাঁর আগে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা আমেরিকার মিঃ এফ. এফ. পিবডিকে (Mr. F. F. Peabody)। যাঁর আর্থিক সাহায্যে এই বিউরোর কাজ প্রথম সুরু হয়। মিঃ হিউবার্ট এস্ মার্টিন (Mr. Hubert S. Martin) এই বিউরোর প্রথম প্রধান পরিচালক (Director) নিয়োজিত হন ১৯২০ সালে—যাঁকে বলা হয় "An extra-ordinary man to build something from almost nothing". তিনি ১৮ বছর সম্পূর্ণ অবৈতনিক

স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংস্থা

(The World organisation of the Scout Movement)

১৯৭৩ সালে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত ২৪ তম বয়স্কাউস ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে গৃহীত নাম

বিশ্বস্কাউট সভা (World Scout Conference)

সদস্যদেশ — সদস্যদেশ — সদস্যদেশ

→ বিশ্ব স্কাউট সভা ←

স্কাউট আন্দোলনের

"সাধারণ পরিষদ"

(২ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়)

ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটি

(বিশ্ব স্কাউট কার্য্যনির্বাহক সমিতি)

—বিশ্বের ১২টি দেশের ১২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি

সেক্রেটারী-জেনারেল

↓

ওয়ার্ল্ড স্কাউট বিউরো

(বিশ্ব স্কাউট দপ্তর)

সংবাদ সরবরাহ — উপদেশ — স্কাউটার শিক্ষণ — বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা — পরিদর্শন — ওয়ার্ল্ড স্কাউট বুলেটিন — উৎসাহ

রোভারমুট

ইত্যাদি

সদস্যদেশ — সদস্যদেশ — সদস্যদেশ

ভাবে এই কাজ পরিচালনা করে যান। তারপর ১৯৩৮ সালে International Committeeর আমন্ত্রণে Hony-Director এর কার্য্যভার গ্রহণ করেন কর্নেল জে. এস. উইলসন—যিনি ২০ বছর গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ ছিলেন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত কর্নেল উইলসন ক্যাম্পচীফের গুরু-দায়িত্বের সঙ্গে Hony-Director এর কাজ করেছিলেন এবং তারপর তিনি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত International Bureau (বর্তমানে World Scout Bureau) এর Director হিসাবে তাঁর অপূর্ব কর্ম্মদক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে Director হয়ে আসেন মেজর জেনারেল ডি. সি. স্প্রাই (Major General D. C. Spry) ইনি ১৪ বছর বয়স্কাউটস ওয়ারল্ড বিউরোর ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে বিংশতম ওয়ারল্ড কনফারেন্সের শেষে জেনারেল স্প্রাই অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পরে এলেন মিঃ আর. টি. লাণ্ড—ইনি Acting Director হয়ে কাজ করেন এবং কিছুদিন Acting Secretary General হিসাবেও কাজ করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ডক্টর লেজলো নাগী (Dr Lazlo Nagy) Secretary-General নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে Lisbon এ অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস সম্মেলনে স্থির হয় যে আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস সম্মেলন (International Boy Scouts Conference) যথাক্রমে Boy Scouts World Conference বা World Scout Conference নামে অভিহিত হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই International কথাটির পরিবর্তে World কথাটি ব্যবহার করা হবে। Boy Scouts International Bureauর পরিবর্তিত নাম হয় Boy Scouts World Bureau.

১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে আমেরিকার সিয়েটলেতে একবিংশ বয়স্কাউটস বিশ্বসম্মেলনে স্থির হয় যে ১৯৬৮ সালের ১লা মে থেকে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভাতে বয়স্কাউটস ওয়ারল্ড বিউরোর কার্য্যলয় স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ওয়ারল্ড স্কাউট কনফারেন্সের সদস্য বিশ্বের ১১৯টি দেশ।

এবারে আলোচনা করা যাক ওয়ার্ল্ড বুরোর কথা। ওয়ারল্ড স্কাউটবুরো বা বিশ্বস্কাউট দপ্তর বা কার্য্যালয়ে আছেন ৪০ জন কর্ম্মী। এঁরা স্কাউট আন্দোলনের উন্নতিকল্পে পৃথিবীর ৬টি বিভিন্ন স্থানে কাজ করছেন। এই বিশ্বস্কাউট দপ্তরের আঞ্চলিক অফিস আছে পৃথিবীর ৫টি দেশে। সেই দেশগুলি হল (১) কোষ্টারিকা (Costa Rica)—এখানে অবস্থিত বিশ্বস্কাউট দপ্তরের আঞ্চলিক অফিস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় অঞ্চলের স্কাউট আন্দোলনের উন্নতিকল্পে ভারপ্রাপ্ত। (২) সুইজারল্যাণ্ডে (জনেভা) ইউরোপীয় অঞ্চলের জন্য (৩) ফিলিপাইন (ম্যানিলা)—এসিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য (Asia Pacific Region) (৪) সিরিয়া (দামাস্কাস)—আরব অঞ্চলের জন্য ও (৫) নাইজিরিয়া—আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য।

বিশ্বস্কাউট মিলন মেলা এখন প্রতি ৪ বৎসর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গত পঞ্চদশ বিশ্বস্কাউট মিলন মেলা ১৯৮৩ সালে কানাডার আলবার্টাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অলিম্পিয়ার আর একটি ঘটনা দিয়েছে আমাকে অপার তৃপ্তি—৬ই অগষ্ট সমবেত ৮ হাজার বয় স্কাউট স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে একবাক্যে যখন বি-পিকে "বিশ্বের প্রধান স্কাউট" বলে গ্রহণ করলো তখন গর্বে আর আনন্দ বুক আমার ভরে ওঠে। যাদের জন্য বি-পি তাঁর সার্থক সৈন্য জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তাঁর জীবনের সব কিছু নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে দিয়েছিলেন—সেই সব ছোট ছোট ছেলেদের হৃদয় জয় করে সম্রাটের আসনে বসলেন—একি কম কথা ?

এই বিশ্বস্কাউট মিলন মেলা প্রসঙ্গে শুধু আর একটি মিলন মেলার কথা বলতে চাই—সেটা হলো ১৯৩৭ সালের নেদারল্যাণ্ডের (হল্যাণ্ড) ভোগেলএন জেঙ্গে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বিশ্বস্কাউট মিলন মেলা। ৯ই অগষ্ট—৮১ বৎসরের যৌবনত্তর বি-পি তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিদায় নিলেন স্কাউট সংঘ ও সমবেত স্কাউটদের কাছ থেকে। সেই বিদায় সভার শেষে সমবেত স্কাউটরা বিশ্বের একমাত্র প্রধান স্কাউটের কাছে আর একবার তাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা জানিয়ে B-Pর ভারাক্রান্ত মনকে উৎফুল্ল করে তোলে।

এতদিন বি-পিকে কেন্দ্র করে আমি ঘুরেছি, আমার ক্রমন্নোতি আর ক্রমবর্দ্ধমান সভ্য সংখ্যা বি-পির পরিচালনায় সঠিকভাবে চলে এসেছে তাই সক্রীয়ভাবে বি-পিকে হারিয়ে আমি হয়ে পড়ি মুহ্যমান। আঘাতের পর আঘাত এসে আমাকে শতছিন্ন করে দিতে চায়—৮ই জানুয়ারী ১৯৪১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নায়েরী, কিনিয়াতে (Nyeri, Kenya) ৮৪ বছর বয়সে বি-পি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। আমার ভাষক, ধারক পৃথিবীর বুক থেকে তাঁর 'প্যাক্স টু' ভবনে মহাশূন্যে চিরদিনের মতো বিলীন হয়ে গেল।

বুক বেঁধে আবার যখন উঠতে চাইলাম—শোকের আঘাত কাটিয়ে দ্বিধা সংশয় ভরা মন নিয়ে, তখন দেখি বি-পি যা দিয়ে গেছেন—তাঁরই তৈরী শত শত নেতারা ঠিক সেই ভাবেই পরিচালনা করেছেন আমার জীবনকে। আশার আলো দেখি আবার নতুন করে। এই সমস্ত অক্লান্ত কর্ম্মীদের জন্যই আমার সেই অপূরনীয় ক্ষতি আমি সহ্য করতে পেরেছি—আজও তাই বেঁচে আছি।

আর বেঁচে আছি হাজার হাজার প্রাণ-চঞ্চল যৌবনমত্ত সেই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য—যারা সবার অজান্তে প্রাণ-স্ফূর্তির এক অতি ক্ষুদ্র কণিকা আমাকে দিয়ে আসছে সেই প্রথমদিন থেকে আজও। তাই এখনও আমি কিশোর, আজও আমি তাদেরই মত দুর্দ্দম—কৌতূহলপ্রিয়—অদমনীত—অনুসন্ধিৎসু প্রাণধারায় পরিপূর্ণ।

—শ্রীসুধীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী

বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা

(World Scout Jamborees)

সাধারণত প্রতি চারবছর অন্তর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা সংগঠিত হয়। প্রত্যেক দেশ থেকে স্কাউট প্রতিনিধিরা এই মিলন মেলা বা বিশ্ব জ্যাম্বুরীতে যোগদান করে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ১৫টি বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা সংগঠিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা :—১৯২০ সালে ইংলণ্ডের অলিম্পিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে স্কাউটিং প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন শাওয়েলকে সারা বিশ্বের স্কাউট প্রতিনিধিরা বিশ্বের প্রধান স্কাউট (Chief Scout of the World) এই আখ্যায় ভূষিত করে। এখানে বয়স্কাউটস. আন্তর্জাতিক পরিষদ (Boy Scout International Bureau) স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং বি. পিকে এই পরিষদের সভাপতির (Chairman) পদে অভিষিক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—ডেনমার্কের কোপেনহেগ (Copenhaghe) নামক স্থানে ১৯২৪ সালে এই মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯২৯ সালে ইংলণ্ডের বার্কেনহেডে অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউট আন্দোলনের একবিংশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি হিসাবে এই মিলন মেলাকে কামিং অব এজ জ্যাম্বুরী নামে অভিহিত করা হয়।

চতুর্থ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা ১৯৩৩ সালে হাঙ্গারীর (Hungary) গোডোলোতে অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৩৭ সালে হল্যাণ্ডের ভোগেলএনজেঙ্গ (Vogelensang) অনুষ্ঠিত হয়। স্কাউট আচার্য লর্ড বেডেল পাওয়েলের জীবনের শেষ জ্যাম্বুরী।

ষষ্ঠ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৪৭ সালে ফ্রান্সের মিশিশনে (Moisson) অনুষ্ঠীত হয়। স্কাউট আন্দোলন প্রতিষ্ঠাতার (৮ই জানুয়ারী ১৯৪১) তিরোধানের পর এই প্রথম জ্যাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তম বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—অষ্ট্রিয়ার ব্যাড ইসছিতে (Bad Ischi) ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

অষ্টম বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৫৫ সালে কানাডার নায়াগ্রাতে অনুষ্ঠিত হয়।

নবম বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরে সারা বিশ্বে বি. পি জন্মের শতবার্ষিকী এবং স্কাউট আন্দোলনের স্বর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়।

দশম বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৫৯ সালে ফিলিপাইনসের (Philippines) ম্যাকিলিং-এ অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৬৩ সালে গ্রীসের ম্যারাথনে অনুষ্ঠিত হয়। Brown Sea Island-এ BP কর্তৃক ব্যবহৃত কুডু হর্ন বাজিয়ে এই মিলন মেলার উদ্বোধন করা হয়।

দ্বাদশ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৬৭ সালে আমেরিকার আইডাহোতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর সারা বিশ্বে স্কাউট আন্দোলনের হীরক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাউন সী আইল্যাণ্ড ক্যাম্পের ৬০তম বার্ষিকীও এই বছর উদ্‌যাপিত হয়।

ত্রয়োদশ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—১৯৭১ সালে জাপানের আসাগিরি হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্দ্দশ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—নরওয়ের লিলি হ্যামারে অনুষ্ঠীত হয়।

পঞ্চদশ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা—কানাডার অ্যালবার্টাতে ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলাতে প্রতিনিধিদের (১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের) প্রবেশাধিকার হয়। এই প্রতিনিধিরা তাদের দেশের স্কাউট সংস্থার সভ্য। এই মিলন মেলাতে তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

ষোড়শ বিশ্ব স্কাউট মিলন মেলা আগামী ১৯৮৭-৮৮ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

বিঃ দ্রষ্টব্য ঃ—দশম মিলন মেলা পর্য্যন্ত বলা হত আন্তর্জতিক বয়স্কাউটস্ জ্যাম্বুরী (International Boy Scout Jamboree) ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জ্যাম্বুরী থেকে আন্তর্জাতিক স্থলে বিশ্ব কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংস্থা

(The World Organisation of the Scout Movement)

ও

বিশ্বস্কাউট সভা

(World Scout Conferences)

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ

১৯৮৬ সাল পর্য্যন্ত বিশ্বের নানা স্থানে ৩০ বার বিশ্বস্কাউট সভার অধিষ্ঠান হয়েছে। বিশ্বস্কাউট সভা বা World Scout Conference, বিশ্বস্কাউট আন্দোলনের "সাধারণ পরিষদ" (General Assembly)। প্রত্যেক দেশের স্কাউট সংস্থাকে World Scout Conference এর সভ্য হতে হয়। সভ্য হবার বা অনুমোদন পাবার সর্ত হল বিশ্ব স্কাউটিং এর উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি আস্থা এবং স্বাধীন, অবৈতনিক ও রাজনৈতিক সংস্রবহীন কার্য্যপদ্ধতি গ্রহন।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত 'সাধারণ পরিষদের' সভাকে বলা হত আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস্ সভা বা International Boy Scouts Conference এই সভার অধিবেশন প্রতি দুই বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিতব্য। প্রথম আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস্ কনফারেন্স ১৯২০ সালে ইংলণ্ডের অলিম্পিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বি. পি.কে সভাপতি করে আন্তর্জাতিক কমিটি বা International Committeeর সংগঠন হয়। ১৯৬১ সালের পর থেকে এই কমিটির পরিবর্তিত নাম হয় World Scout Committee বা বিশ্বস্কাউট কার্য্যনির্বাহক সমিতি।

প্রথম আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস্ কর্মকেন্দ্র (International Bureau) বা দপ্তর বা কার্য্যালয় এর প্রথম ডাইরেক্টার মিঃ হুবার্ট মার্টিনের (যাঁকে বলা হয় Architeet of the Boy Scouts International Bureau)—পরিচালনায় লণ্ডনের ২৫নং বাকিংহাম প্যালেস রোডের একটি ঘরে কাজ স্থরু করে। এই প্রসঙ্গে বলে যে এই বাড়ীতেই স্কাউটিং-এর প্রারম্ভিক যুগে রাজকীয় কার্য্যালয় (Interial Headquaters) ও বৃটিশ স্কাউটস সংস্থার কার্য্যালয় ছিল বহুবছর। ৩৭ বছর International Bureauর Office London শহরে থাকে। ১লা জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে এই দপ্তরের কাজ স্থরু হয় অটোয়াতে ৭৭ নং মেটকাফ স্ট্রিট, অটোয়া-৪। ১৯৬৮ সালের ১লা মে থেকে এই দপ্তর উঠে আসে জেনেভা শহরে তাদের নিজস্ব ভবনে—Case Pastale 78, 1211, Geneva —4 স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংস্থার (The World organisation of the Scout movement) প্রধান কর্মকেন্দ্রকে বলা হয় World Scout Bureau—বিশ্বস্কাউট দপ্তর বা কার্য্যালয়। বিশ্বস্কাউট সংস্থার মহাকরণ হল এই বিশ্বস্কাউট দপ্তর। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই দপ্তরের কাজ হল বিশ্বস্কাউট সভা (World Scout Conference) ও বিশ্বস্কাউট কার্য্যনির্বাহক সমিতির (World Scout Committee) পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। বর্তমানে জেনেভাস্থ নিজস্ব ভবনে বিশ্বস্কাউট দপ্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্কাউট সংস্থাগুলিকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলতে সাহায্য করছে। ১৯২০ থেকে ১৯৬৫ সাল—এই ৪৫ বছরের মধ্যে বিশ্বস্কাউট দপ্তর পেয়েছেন তিনজন অধিকর্তা (Director)। তাঁরা হলেন মিঃ হুবার্ট মার্টিন—যাঁকে বলা হয়—"An extra ordinary man to build something from almost nothing."

তারপর ১৯৩৮ সালে International Committeeর আমন্ত্রনে Hony. Director এর কার্য্যভার গ্রহণ করলেন কর্নেল জে. এস. উইলসন—যিনি Gilwell Park এর Camp Chief ছিলেন ২০ বছর (১৯২৩—১৯৪৩)।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কর্নেল উইলসন Camp Chief-এর গুরুদায়িত্বের সঙ্গে Hony. Director এর কাজ করেছিলেন এবং তারপর তিনি ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত International Bureau-র (বর্তমানের World Scout Bureau) ডাইরেক্টার হিসাবে তাঁর অপূর্ব কর্ম দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন।

* * * *

এই বিশ্বস্কাউট দপ্তরের আঞ্চলিক অফিস আছে পৃথিবীর ৫টি দেশে। যথা—(১) কোষ্টারিকা (Costa Rica)—এখানে অবস্থিত বিশ্বস্কাউট দপ্তরের আঞ্চলিক অফিস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় অঞ্চলের স্কাউট আন্দোলনের উন্নতিকল্পে ভারপ্রাপ্ত (২) সুইজাল্যাণ্ডে (জেনেভা)—ইউরোপীয় অঞ্চলের জন্য। (৩) ফিলিপাইনস (ম্যানিলা)—এসিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য (Asia Pacific Region) (৪) সিরিয়া (দামাস্কাস)—আরব অঞ্চলের জন্য ও (৫) নাইজেরিয়া—আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য। ভারতবর্ষে বিশ্বস্কাউট দপ্তরের একমাত্র অনুমোদিত স্কাউট সংস্থা "ভারত স্কাউটস ও গাইডস"। আমরা Asia-Pacific Region এর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বস্কাউট দপ্তরের Asia-Pacific Scout Conference এর সভ্যদেশ হল ২১ টি দেশ (১৯৭৪ সালের হিসাব অনুযায়ী)। ১৯৫৬ সালে World Scout Commitee প্রতিষ্ঠা করে Far East Region সেই সময়ে এর সভ্যসংখ্যা ছিল ১০টি দেশ। আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্কাউট আন্দোলনের বিস্তারের জন্য ১৯৫৮ সালে ১৪ টি সভ্যদেশ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় Far East Scout Conference. ১৯৭০ সালে এর পরিবর্তিত নাম হয় Asia-Pacific Scout Conference.

আন্তর্জাতিক বয়স্কাউট কনফারেন্স বা সাধারণ-পরিষদের সভা পৃথিবীর যে সব দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। প্রথম অধিবেশন—অলিম্পিয়া (ইংলণ্ড ১৯২০), দ্বিতীয়—প্যারিসে (১৯২২), তৃতীয়—কোপেনহেগেনে (১৯২৪), চতুর্থ—কেণ্ডারস্টেগে (১৯২৬), পঞ্চম—বার্কেনহেডে (ইংলণ্ড—১৯২৯), ষষ্ঠ—অষ্ট্রিয়া (১৯৩১), সপ্তম—হাঙ্গারীর গোডোলো (১৯৩৩), অষ্টম—সুইডেনের স্টকহলমে (১৯৩৫), নবম—নেদারল্যাণ্ডে (১৯৩৭), দশম—ইংলণ্ডের বার্মিংহামে (১৯৩৯), একাদশ—ফ্রান্সে (১৯৪৭), দ্বাদশ—নরওয়ে (১৯৪৯), ত্রয়োদশ—অষ্ট্রিয়া (১৯৫১), চতুর্দ্দশ—অধিবেশন লেকস্টেনটিনের ভেদাসে ১৯৫৩) অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কর্নেল জে. এস. উইলসনকে আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস্ কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। পঞ্চদশ—কানাডায় (১৯৫৫), ষোড়শ অধিবেশন—কেম্ব্রিজে (ইংলণ্ড—১৯৫৭) অনুষ্ঠিত হয়—বি. পি. শতবার্ষিকী বৎসর। লেডী বেডেন পাওয়েলকে এই অধিবেশনে বিশ্বস্কাউটিং এর সর্বোচ্চ সম্মান Bronze Wolf-এ ভূষিত করেন কর্নেল জে. এস. উইলসন। সপ্তদশ সভা—নূতন দিল্লীতে (১৯৫৯)—এশিয়া মহাদেশ আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস কার্য্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন। অষ্টাদশ সভা—লীসবনে (Lisbon—1961) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে আন্তর্জাতিক বয়স্কাউট সম্মেলন যথাক্রমে বয়স্কাউট বিশ্বসম্মেলন Boy Scouts World Conference বা World Scout Conference বা বিশ্ব স্কাউট সম্মেলন নামে অভিহিত হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই International কথাটির পরিবর্তে World কথাটি ব্যবহার করা হবে। এই সভায় বিশ্বস্কাউট পতাকা ও ব্যাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

১৯তম সভার অধিবেশন গ্রীসের রোডসে (১২ই থেকে ১৯শে অগষ্ট ১৯৬৩), ২০তম মেক্সিকোতে (১৯৬৫) ও ২১তম অধিবেশন আমেরিকার সিয়েটলেতে (১৯৬৭) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালের ১লা মে ডক্টর লেজলে নাগী (Dr. Lazlo Nagy) সেক্রেটারী—জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী। স্কাউট আন্দোলনে আসেন স্কুল জীবনে। স্কাউটমাষ্টার হিসাবে কাজ করেছেন বহুদিন। জেনেভা সহরে Graduate Institute of International Studies-এর অধীনে গবেষক ছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল—"Evalution and appraisal of the International Scouting Movement and to prepare conclusions and recommendations concerning its future direction." তাঁর সুচিন্তিত অভিমত World Committee-তে ও ১৯৬৭ সালে Seattle-এ অনুষ্ঠিত World Conference-এ উপস্থাপিত হয়েছিল। সেই বিখ্যাত Nagy Report-এর ভিত্তিতেই World Committee তাঁকে সেক্রেটারী-জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। ১লা মে থেকে বিশ্ব স্কাউট দপ্তরের প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা সহরে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত এই সিয়েটলে অধিবেশনে গৃহীত হয়। ২২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংকীতে (২১ ২৭শে—অগষ্ট ১৯৬৯ সাল)। এই বিশ্বস্কাউট সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ। বিশ্বব্যাপী স্কাউটার-প্রশিক্ষণের কর্তৃত্ব গিলওয়েল পার্ক থেকে World Bureau বা বিশ্ব স্কাউট দপ্তরে (বিশ্বস্কাউট সংস্থার মহাকরণ) স্থানান্তরিত হয়। বিশ্বস্কাউট সভার সভ্যদের আরো বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। স্কাউটার-প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ব-প্রশিক্ষণ কার্য্যনির্বাহক সভার পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং সারা বিশ্বে স্কাউট আন্দোলনের বয়স্ক-প্রশিক্ষণের ধারার পরিবর্তন হয়। নূতন-স্কাউটার প্রশিক্ষণ নীতি গ্রহণের আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ তথ্যাদি পুস্তিকা প্রনয়ণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।



সপ্তদশ আন্তর্জাতিক বয়স্কাউটস সম্মেলন
উপবিষ্ট : পণ্ডিত নেহেরু, লর্ড রাওলেন ও শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদার

* (সৌজন্যে—দক্ষিণ—পূর্ব রেলপথ)

২৩তম অধিবেশন হয় টোকিওতে (জাপান—১২ই থেকে ১৭ই আগষ্ট ১৯৭১ সালে।) চতুর্বিংশ বয়স্কাউট বিশ্ব সভার অধিবেশন (১৬-২১ জুলাই ১৯৭৩) নাইরোবীতে (কেনিয়া) অনুষ্ঠিত হয়। সকলের জানা আছে যে এই আফ্রিকাতেই বি. পি. স্কাউট আন্দোলন প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। এই কেনিয়াতেই (নাইয়েরী) হয় তাঁর চিরবিশ্রাম স্থান। চতুর্বিংশ বিশ্বস্কাউট

সভায় সারা পৃথিবীর স্কাউট সংস্থার ৫৫০ জন প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্কাউট-গাইড আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পৌত্র লর্ড বেডেন পাওয়েল। এই সভার প্রতিনিধিরা বি. পির সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বয়স্কাউটস কথাটির পরিবর্তে "স্কাউটস" নামটি গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের পরিবর্তিত নামকরণ হয় স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা বা স্কাউট আন্দোলনের বিশ্বসংগঠন (The World organisation of the Scout Movement), বয়স্কাউটস বিশ্বসভার পরিবর্তিত নাম হয় বিশ্ব স্কাউট সভা (World Scout conference) আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ তথ্যাদি পুস্তিকা (International Training Handbook—Blue book) প্রথম প্রকাশিত হয়। পঞ্চবিংশতি বিশ্ব স্কাউট সভা অনুষ্ঠিত হয় ডেনমার্কের লান্ভফটে (১৯৭৫)। এই সভায় কাবিং-এর পূর্ববর্তী শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ষষ্ঠবিংশতি সভা কানাডার মন্ট্রিলে (১৯৭৭); সপ্তবিংশতি অধিবেশন ইংলণ্ডের বার্মিংহামে (১৯৭৯), অষ্টবিংশতি অধিবেশন সেনেগালে (২৯৮১) অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংগঠনকে বিশ্ব শান্তি বিষয়ক শিক্ষাক্রম অনুসরণের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির কছা ঘোষণা করা হয়। উনবিংশতি সভা আমেরিকার ডীয়ারবরন, গ্রেটার ডেট্রয়েট, মিচিগানে (১৮ই থেকে ২২শে জুলাই ১৯৮৩) অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ত্রিংশতম সভার অনুষ্ঠানে জার্মানীর মিউনিক (১৯৮৫) হয়। এই সভায় ভারত স্কাউটস ও গাইডসকে আন্তর্জাতিক যুব বৎসর পদক প্রদানের কথা ঘোষিত হয়। একত্রিংশ অধিবেশনের অনুষ্ঠান আগামী ১৯৮৮ সালে অষ্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে।

নৃপেন্দ্রনাথ জীবন পঞ্জী
১৮৮৬—১৯৭৩

১৮৮৬—জন্ম—২৩শে ডিসেম্বর—কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে।
শিক্ষা—হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ।

১৯০৮—উচ্চ শিক্ষার্থে ইংলণ্ড যাত্রা। কেম্ব্রিজের ডাউনিং কলেজে পাঠ।

১৯১১—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি লাভ ও ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯১৫—স্কাউট আন্দোলনে যোগদান—সহকারী স্কাউটমাষ্টার—বয় স্কাউটস অব বেঙ্গলের দ্বিতীয় / দ্বিতীয় কলিকাতা গ্রুপ। স্কাউটমাষ্টার—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—ব্যারিষ্টার।

১৯১৯ ১৫ বছর দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউটস সংস্থার কর্মসচিব। স্কটিশ
থেকে—চার্চ কলেজিয়েট স্কুল গ্রুপ সহ একাধিক কাব ও স্কাউট দল
১৯৩৪ গঠন।

১৯২২ স্যর আলফ্রেড পিক্‌ফোর্ড ও মিঃ (পরে কর্ণেল) জে. এস. উইলসন
ও —পরিচালিত যুক্ত বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উড ব্যাজ প্রশিক্ষণ-
১৯২৩ শিবিরে যোগদান। উড ব্যাজে ভূষিত—প্রথম বাঙ্গালী স্কাউটমাষ্টার। বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয় স্কাউটস্ সংঘের প্রথম প্রাদেশিক সংগঠক সম্পাদক। সংঘের মুখপাত্র "যাত্রী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

১৯২৭—ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ডেপুটি ক্যাম্পচীফ-এর সম্মানসূচক অনুজ্ঞা-পত্রের প্রাপ্তি। যুক্ত বাংলা—বিহার—উড়িষ্যা ও আসমে স্কাউটার-প্রশিক্ষণ-শিবির পরিচালনা।

১৯২৮ যুক্ত বাংলায় প্রথম বয়স্কাউটস জ্যাম্বোরী বা মিলম মেলা সমাবেশের
ও —সংগঠন। চার বিভাগের জন্য নৃপেন্দ্র চ্যালেঞ্জ শীল্ড প্রতিযোগিতার
১৯২৯ প্রবর্তন।

১৯৩২—স্কাউট আন্দোলনের সংগঠন কল্পে যুক্ত বাংলার গ্রাম-গঞ্জ-সহর পরিভ্রমণ ও বিভিন্ন জনসভায় স্কাউট আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তব্য জ্ঞাপন। স্কাউট সম্মান—মেডেল অব মেরিট। বাংলা ভাষায় স্কাউটিং সাহিত্যের পথিকৃৎ—স্কাটিং সম্বন্ধীয় প্রচারপত্র ও পুস্তিকাদি প্রনয়ন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি দেশ নায়কদের—বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর সমর্থন লাভ।

ইংলণ্ডের স্কাউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গিলওয়েল পার্কের অনুরূপে কলকাতার সন্নিকটে যশোর রোডের গঙ্গানগরে স্কাউটার-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

১৯৩৫ সর্বভারতীয় স্কাউটিং নেতৃত্বে নৃপেন্দ্রনাথ। নিখিল ভারত বয়স্কাতটস
ও —সংঘের সাধারণ সম্পাদক পদে অভিষিক্ত। সারা ভারতের ডেপুটি
১৯৩৬ ক্যাম্পচীফের সম্মানসূচক অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্তি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও করদ রাজ্যে স্কাউটার-প্রশিক্ষণ-শিবির সংগঠন। ভারতবর্ষে প্রথম 'সী স্কাউটস' প্রশিক্ষণ-শিবিরের উদ্যোক্তা—বোম্বের কারওয়ারে প্রথম প্রশিক্ষণ-শিবির সংগঠন। স্কাউট আন্দোলন সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাদি সমন্বিত করে কেন্দ্রীয় বয় স্কাউটস সংস্থার মাসিক মুখপাত্রের সম্পাদনা। স্কাউটিং-এর বিভিন্ন ব্যাজ, স্কাউটার অনুজ্ঞাপত্র প্রভৃতি ভারতীয় সংগঠেনর সাহায্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা। ভারতের স্কাউট আন্দোলনের অগ্রগতির তথ্যাদি সমন্বিত "ইয়ার বুক" এর সম্পাদনা ও প্রকাশ তদানিন্তন ভারতের বড়লাট ও চীফস্কাউট কর্তৃক সেই সময়ের স্কাউটিং জগতের সর্বোচ্চ সম্মান "সিলভার উলফ" প্রতীক দ্বারা ভূষিত।

১৯৩৭—ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন দিল্লীতে প্রথম নিখিল ভারত বয়স্কাউট জ্যাম্বোরীর সংগঠন। বিশ্ব স্কাউট প্রধান লর্ড বেডেন পাওয়েল ও ও বিশ্বগাইড প্রধান লেডী বেডেন পাওয়েল-এর উপস্থিতি। জ্যাম্বোরীর অসামান্য সাফল্যে লর্ড বেডেন পাওয়েলের অভিনন্দ—অভূতপূর্ব সংগঠন ক্ষমতার স্বীকৃতি। বিশ্ববিশ্রুত স্কাউট নায়কের পূত সান্নিধলাভ।

এই বছরের অগষ্ট মাসে সর্বভারতীয় স্কাউটিং নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৪০—স্কাউট আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ তৃতীয় কলিকাতা (পরে দক্ষিণ কলিকাতা) বয় স্কাউটস সংঘের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার। জিলা-ভিত্তিক স্কাউটার প্রশিক্ষণের প্রবর্তন। বিভিন্ন স্কাউটার-প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা। ভবানী প্যাক ও ঈগল ট্রুপের প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণ কলিকাতায় বয় স্কাউটস্ আন্দোলনের বিস্তার লাভ ও স্কাউটদের বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কার্য্যে নিয়োগ। কাব ও স্কাউট—শিক্ষা-শিবির ও সমাবেশ পরিচালনা।

১৯৫০—স্কাউট আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহন।

১৯৬৩—দক্ষিণ কলিকাতা ভারত স্কাউটস ও গাইডস সংঘের স্কাউট দলগুলির মধ্যে প্ররিযোগিতার জন্য "শ্রেষ্ঠ গ্রুপ" ট্রফি প্রদান। বাংলা ভাষায় স্কাউটিং সাহিত্য প্রকাশের জন্য "ব্রতী শিক্ষামালা" গঠন ও স্কাউট নিয়মাবলির ব্যাখ্যা ও স্কাট আন্দোলনের ইতিবৃত্ত পুস্তিকার প্রকাশ।

১৯৭৩—এখনকার প্রায় সমস্ত প্রথিতযশা স্কাউটারের গুরু বর্ষীয়ান স্কাউটার নৃপেন্দ্রনাথ ১৭ই এপ্রিল তাঁর দক্ষিণ কলিকাতার বাসভবনে অমরধামে গমন।

ভারতবর্ষে জ্যাম্বুরী অনুষ্ঠান

[সংগ্রাহক—শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ]

"জাম্বোরী" কথাটি চয়ন করেন স্কাউটিং-গাউডিং প্রতিষ্ঠাতা বি, পি স্বয়ং, এর অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন যে সাধারণের কাছে এই অনুষ্ঠান এক আনন্দ ও আনন্দচ্ছাসপূর্ণ স্কাউটদের সমাবেশ। কিন্তু এছাড়াও এই আন্দোলনের অনুগামীদের কাছে এই সমাবেশের সঙ্গে যুক্ত আছে এক অবশ্যমান্য সঙ্কল্প, অঙ্গীকার ও চুক্তি—যা হল ভালবাসার, সেবা করার এবং সমস্ত সং সংকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা। সাধারণতঃ এই জাম্বোরী তিন বা চার বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫০ সালে আমাদের দেশের সমস্ত স্কাউট-গাইড সংস্থার সম্মিলনে গঠিত ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস প্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয় কার্যালয়ের পরিচালনায় ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ১০টি জাতীয় স্কাউট-গাইড জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষে জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠানের একটি কালানুক্রমিক সারণী সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

অবিভক্ত প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে (ব্রহ্মদেশ ও সিংহল সহযোগে) প্রথম নিখিল ভারত বয়স্কাউটস জ্যাম্বোরী—১—৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ সাল—স্থান নূতন দিল্লী। রূপকার—শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ বসু, সাধারণ সম্পাদক—সারা ভারত বয়স্কাউটস সংঘ। ১লা ফেব্রুয়ারী বেলা ৩ টার সময় ভারতের চীফ কমিশনার ছত্রীর নবাব স্যর আমেদ সেড খান—আনুষ্ঠানিক ভাবে জ্যাম্বোরীর উদ্বোধন করেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী বিশ্বের প্রধান স্কাউট লর্ড বেডেন পাওয়েল ও প্রধান গাইড লেডী বেডেন পাওয়েল—কন্যা হীদার বেডেন পাওয়েল সমভিব্যাহারে জ্যাম্বুরী প্রাঙ্গনে আগমন করেন। চীফ স্কাউট ও চীফ গাইড সারাভারত থেকে আগত চার হাজার বয়স্কাউটস ও স্কাউট প্রশিক্ষকদের (৪৬ টি প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য থেকে আগত) অভিবাদন গ্রহণ করেন। জ্যাম্বোরীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় ৭ই ফেব্রুয়ারী। ঐদিন সায়াহ্নে এই দুই বিশিষ্ট অতিথি ও বহু গণ্যমান্য দর্শকদের উপস্থিতিতে অগ্নিসভার অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের শেষে চীফ স্কাউট তাঁর সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রথম ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডস জ্যাম্বোরী—২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৩ থেকে ২রা জানুয়ারী ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত। স্থান—সেকেন্দ্রাবাদ (হায়দ্রাবাদ)। পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়ী—ভারতের প্রথম জাতীয় সংগঠক কমিশনার, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সংস্থার সহযোগিতায় এই জ্যাম্বোরী পরিচালনা করেন। উদ্বোধন হয় ২৯শে ডিসেম্বর। ২রা জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী জহরলাল নেহেরু জ্যাম্বুরীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু—ভারতের প্রথম জাতীয় কমিশনার পণ্ডিত নেহেরুকে সমবেত ছয় হাজার স্কাউট—গাইডদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন Real Scout throughout the life অর্থাৎ-জীবনব্যাপী প্রকৃত স্কাউট। এই সমাবেশে নেহেরুজী যে ভাষণ প্রদান করেন তার মধ্যে বলেছিলেন যে ভারতের প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের স্কাউট-গাইড হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় সারাভারত জাতীয় জ্যাম্বোরী—জয়পুর (রামবাগ ভূমি)—২৭—৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৬। ১১ হাজার স্কাউট-গাইড এই জ্যাম্বোরীতে যোগদান করেন। পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়ীর সুদক্ষ পরিচালনায় ও রাজস্থান রাজ্য সংস্থার সহযোগিতায় এই জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজস্থানের রাজপাল জ্যাম্বুরীর উদ্বোধন করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় ১লা জানুয়ারী ১৯৫৭ সালে। ডক্টর হৃদয় নাথ কুঞ্জরু—ভারতের জাতীয় কমিশনার, যোগদানকারী স্কাউট-গাইডদের তাঁর নববর্ষের শুভকামনা ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন।

তৃতীয় জাতীয় জ্যাম্বোরী—ব্যাঙ্গালোর ২৭—৩১ ডিসেম্বর ১৯৬০। মহীশূর রাজ্য সংস্থা এই জ্যাম্বোরী পরিচালনা করেন। ১১ হাজারের বেশী স্কাউট-গাইড এই জ্যাম্বোরীতে যোগদান করেন। এই জ্যাম্বোরীর প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বিশ্বের প্রধান গাইড-লেডী ওলেভ বেডেন পাওয়েল।

চতুর্থ জাতীয় জ্যাম্বোরী—এলাহাবাদ (সঙ্গম)—২৭—৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৪। ভারতের প্রবীণতম স্কাউটার ও জাতীয় সংগঠক কমিশনার শ্রী ডি. পি. যোশী এই জ্যাম্বোরী পরিকল্পনার রূপকার ছিলেন। সমবেত স্কাউট-গাইডদের সংখ্যা ছিল ১১,২০৯। সিংহল, নেপাল, নিউজীল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে স্কাউট-গাইডদের দল জ্যাম্বোরীতে যোগদান করে। স্কাউট-গাইডদের মধ্যে বিতরিত "ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তোমার বন্ধুদের ভাষা জান" ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি সকলের কাছে আলোড়নের সৃষ্টি করে।

পঞ্চম জাতীয় জ্যাম্বোরী—কল্যানী (পশ্চিমবঙ্গ)—২৭—৩১ ডিসেম্বর

১৯৬৭—স্কাউট আন্দোলন প্রতিষ্ঠার হীরকজয়ন্তী পূর্তি বৎসর অনুষ্ঠান। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই এই জ্যাম্বোরীর উদ্বোধন করেন ও রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। এই জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠানের প্রধান রূপকার ছিলেন শ্রীযুক্ত গৌর সরকার। ১৬ হাজার স্কাউট-গাইড অনুষ্ঠানে যোগদেয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বিদেশ থেকে যথা—অষ্ট্রেলিয়া, সিলোন, জাপান, মালয়েশিয়া ও থাইলাণ্ড থেকে স্কাউট দল এই বিশাল সমাবেশে উপস্থিত ছিল।

ষষ্ঠ জাতীয় জ্যাম্বোরী—বোম্বাই (আরে দুগ্ধ প্রকল্প)—মহারাষ্ট্র, ২৭—৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০। ভারতে প্রথম পর্বত পরিবেশের মধ্যে জাতীয় সমাবেশ। জ্যাম্বোরী প্রাঙ্গনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি পর্বত। সর্দার লক্ষ্মণ সিং—মহারাষ্ট্র রাজ্য স্কাউট প্রধান এই সমাবেশের রূপকার ছিলেন। এই জ্যাম্বোরীতে অংশগ্রহণকারী স্কাউট-গাইডদের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৭ শত।

সপ্তম জাতীয় জ্যাম্বোরী—ফরিদাবাদ (হরিয়াণা)—৭—১১ নভেম্বর, ১৯৭৪, ৭ই নভেম্বর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই জাতীয় স্কাউট-গাইড সমাবেশের উদ্বোধন করেন। বৈদেশিক স্কাউট প্রতিনিধি সহ মোট ১৮,৮৮২ জন স্কাউট-গাইড এই জ্যাম্বোরীতে যোগদান করে, আফগানিস্থান ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, ইজরাইল ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের স্কাউট সংস্থা তাদের স্কাউট প্রতিনিধি এই জ্যাম্বোরীতে প্রেরণ করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ফকিরুদ্দীন আলী আমেদ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

অষ্টম জাতীয় জ্যাম্বোরী—যারাই মালাই নগর—মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু), ১৮-২২ জানুয়ারী ১৯৭৯। শ্রী রামস্বরূপ ধীমান এই জ্যাম্বোরীর পরিচালক ছিলেন। আন্তর্জাতিক শিশু বৎসর ও ভারতীয় ছেলেদের জন্য স্কাউট আন্দোলনের ৬০ বৎসর পূর্তি (১৯১৮—১৯৭৮) উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। ২০ হাজার স্কাউট-গাইড এই জ্যাম্বোরীতে যোগদান করেছিল।

নবম জাতীয় জ্যাম্বোরী—স্কাউট আন্দোলনের ৭৫ বৎসর পূর্তি বৎসর উৎসব—বুদ্ধগয়া (বিহার) ২৭—৩১ ডিসেম্বর ১৯৮২, শ্রীরামস্বরূপ ধীমান এই জাতীয় সমাবেশের রূপকার ছিলেন। মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে এই সমাবেশের পত্তন হয়। ২৫ হাজার স্কাউট-গাইড ও তাদের নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই জ্যাম্বোরীতে যোগদান করেছিল। বাংলাদেশ,

নেপাল, জাপান, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, শ্রীলঙ্কা এবং ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের স্কাউট সংস্থাগুলি তাঁদের স্কাউট প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বিশ্বস্কাউট আন্দোলনের ৭৫ বৎসর ও স্কাউট-গাইড আন্দোলন প্রতিষ্ঠাতা বেডেন পাওয়েলের ১২৫ বৎসর পূর্তি উৎসব এই সমাবেশে পালন করা হয়। ২৭শে ডিসেম্বর ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় জ্যাম্বোরী উদ্বোধন করেন। ৭৪ টি বেলুন আকাশে উড়িয়ে বিশ্বস্কাউট আন্দোলনের ৭৫ বৎসর পূর্তি ঘোষণা করা হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য গার্ল গাইড সংস্থার চীফ কমিশনার লেডী পেসেন্স বেডেন পাওয়েল। ৩১শে ডিসেম্বর জ্যাম্বোরী সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর জগন্নাথ মিশ্র।

দশম জাতীয় জ্যাম্বোরী—ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)—৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮৫—৯ই জানুয়ারী ১৯৮৬—গার্ল-গাইড আন্দোলনের ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসব। ২০ হাজার স্কাউট-গাইড—সারাভারতের ৩৯টি রাজ্য, ৯টি আঞ্চলিক রেলপথ ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন থেকে এই সমাবেশে যোগদান করে। ২১১ জন বৈদেশিক স্কাউট প্রতিনিধি যথা—বাংলাদেশ, অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা. পাকিস্থান, যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম-জার্মানী থেকে এই জ্যাম্বোরীতে যোগদান করে।

দশম এসিয়া-প্যাসিফিক জ্যাম্বোরী—হায়দ্রাবাদ, ৩—৯ জানুয়ারী ১৯৮৭। ভারতবর্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক স্কাউট সমাবেশ। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই সমাবেশে সংগঠন ও পরিচালনা করে। হিমায়ত সাগরের তীরে এসিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক পরিষদের ৩০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠান হয়। ভারতের ৩৬টি রাজ্য স্কাউট-গাইড সংস্থা ছাড়া জাপান, ফিলিপাইনস. কোরিয়া, কুয়েট, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, ডেনমার্ক, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা. পাকিস্থান এবং নেপাল প্রভৃতি দেশ থেকে মোট নয় হাজার স্কাউট-গাইড এই সম্মেলনে যোগদান করে। ৪ঠা জানুয়ারী ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং জাম্বোরীর উদ্বোধন করেন। স্কাউটার-গাইডার সমাবেশে পৌরোহিত্য করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্যাসী স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এন. টি. রামারাও, যে ২৫ একর ভূমির উপর এই আন্তর্জাতিক জ্যাম্বোরী অনুষ্ঠান হয় সেই ভূমি মুখ্যমন্ত্রী ভারত স্কাউটস অ্যাণ্ড গাইডসকে প্রদান করেন।